১৩২৪

ক্লিওপেট্রা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

বিয়োগান্ত

শ্রীকৃষ্ণ[redacted]কুণ্ডু, এম-এ
প্রণীত।

প্রকাশক শ্রীমনো[redacted]
কলিকাতা—৬ নং ভীম ঘোষের লেন।

সন ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার প্রণীত

পাষাণী

ছোট গল্পের বই

বারো আনা।

—:০:—

কুবলয়

পঞ্চাশটি কবিতা

আট আনা।

এন্টিক কাগজ, সুন্দর ছাপা।

ভূমিকা

মূল ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কাল্পনিক চরিত্র সংযোগে বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া এই নাটকটি রচিত হইল। ইহা কোনও বিদেশী নাটকের অনুবাদ নহে। ফেরো চরিত্রের অনেকটা আভাষ বায়স্কোপ হইতে লওয়া, তা-ছাড়া সমস্ত চরিত্রগুলিই আমার নিজের কল্পনা। এরূপ বিদেশী ঐতিহাসিক নাটক এখানকার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত, বোধ হয়, এই প্রথম হইল।

আমার সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় বি-এল, ও শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভদ্র, বি-এ, মহাশয়দ্বয় এই নাটক রচনায় সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই অবসরে ধন্যবাদ দিতেছি।

ডাউহীল, কার্সিয়ং।
১০ই অক্টোবর, ১৯১৪।

গ্রন্থকার

"যেইরূপে হায়!
সমস্ত রোমান-রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত, যেইরূপে জলে, স্থলে,
হ'লো প্রজ্জ্বলিত কত সমর-অনল;
কতই বিপ্লবে রোম হ'লো বিপ্লবিত;
নিবিল সে রূপ আজি মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন-রতন;
অপূর্ব্ব রমণী-কীর্ত্তি রূপে, গুণে, দোষে!
রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।"

৺ নবীনচন্দ্র সেন।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি।

দেব!

আপনারি পরিত্যক্ত কুসুমের

দীন পূজোপহার গ্রহণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

৩২ ও ৩৩ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর গলি,

গরাণহাটা, কলিকাতা।

স্থান—প্রথম শতাব্দীর মিশর ও রোম

চরিত্র

পুরুষ

মার্ক এণ্টনী	...	রোমের শাসনকর্ত্তা।
অক্টেভীয়াস	...	ঐ অন্যতম।
ফেরো	...	মিশরের ছদ্মবেশী যুবক উদ্যানরক্ষক।
ফিলো, ভীটাস	...	এণ্টনীর বয়স্য।
স্কাসো	...	একজন রোমান।

কথিত-চরিত্র, পম্পি—রোমের নৌসেনাধ্যক্ষ।

নারী

ক্লিওপেট্রা	...	...	মিশরের রাণী।
ফুলভিয়া	...	...	এণ্টনীর পত্নী।
অক্টেভীয়া	...	...	অক্টেভীয়াসের ভগ্নী।
চার্ম্মি, আইরিণ	...	...	ক্লিওপেট্রার সহচরী।

প্রথম অভিনয় রজনী—৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪।

গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

ক্লিওপেট্রা

প্রথম অঙ্ক।

—:-০-:—

প্রথম দৃশ্য।

[মিশরের প্রাসাদের উদ্যানের ভিতরকার পথের একাংশ]

(ফেরো গোধূলি সময়ে বসিয়া এক মনে মালা গাঁথিতেছে—
এমন সময় আইরিণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আইরিণ গাহিল—

মম যৌবন ফুলহার, সঁপিব চরণে কার ভাবি সারা নিশি জাগিয়া।
কাহার চরণে সঁপিব পরাণ, বরিব কাহার লাগিয়া॥
এ জীবনে মোর বসন্ত কত, কাঁদিয়া ফিরেছে আজিকার মত,
বিফল ব্যাকুল বেদনার ভার আমারে ফিরিছে মাগিয়া॥

[গান শেষ করিয়া আইরিণ ফেরোর দিকে চাহিল]

আইরিণ। ওখানে ওকে? ফেরো! আবার ফুল তুলে মালা গাঁথছ? যাও পালাও—যাচ্ছনা? যাও—রাণী এখনি এদিকে আস্‌বে [বলিয়া ফেরোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলিয়া বাগানের দিকে ঠেলিয়া দিল ফেরো মালাগাছি ফেলিয়া যাইতে ছিল] একি? আবার মালা ফেলে যাচ্ছ কেন? নিয়ে যাও [বলিয়া মালাটি ফেরোর গলায় পরাইয়া দিয়া ফেরোকে বাগানের ভিতর রাখিয়া আসিল ফেরো বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। এমন সময় নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রুত হইল—সখীগণ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল পশ্চাতে ক্লিওপেট্রা]

সখীগণ গাহিতেছিল—

পরাণ ভরা সে যৌবন-মধু পিয়াবো কাহারে জানিনা।
গভীর প্রেমের নিবিড় মিলনে বাঁধিতে কাহারে টানি না॥

ক্লিও। আচ্ছা আইরিণ—আচ্ছা চার্ম্মি—তোরা কেউ কখন ভালবেসেছিস্।

চার্ম্মি। ভালবাসাটাসা, ওকি আর আমাদের পোষায় ও সব রাজারাজড়ার।

ক্লিও। না চার্ম্মি! রাজারাজড়ার নয় সে তোদের।

চার্ম্মি। ঠিক বলেছ রাণী! আমরা রাণীর কাছে দিন রাত হাজির দোবো—মনজুগিয়ে চল্‌বো একবার নড়তে পাবো না আর ভালবাসাও চালাবো?

ক্লিও। কেন চার্ম্মি! রাণী ত আর তোদের সমস্ত সময়টা কেড়ে নেয়নি।

চার্ম্মি। বটে? আমরা অন্য সময় কি করি না করি দেখ্‌তে পারো না?

ক্লিও। আমার দরকার?

চার্ম্মি। তবে বোলছ কেন?

ক্লিও। আমি বল্‌ছি যে—তোরা ইচ্ছা কল্লে, প্রহরী থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত যাকে ইচ্ছা ভালবাসতে পারিস, কিন্তু রাণীর ত তা উপায় নেই; তার প্রজাদের মধ্যে কাউকে সে ভালবাস্‌লেও ভালবাস্‌তে পার্ব্বে না।

চার্ম্মি। তা বটে।

ক্লিও। দারুণ মর্ম্মজ্বালায় জ্বল্‌লেও রাণীকে এই মুকুটের মর্য্যাদা বরাবর বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে, একটা ভুল কল্লে সাম্রাজ্যে বিপ্লব বেঁধে যাবে।

আইরিণ। তাত হবেই।

ক্লিও। রাণীর তবে ভালবাস্‌বার যো নেই। তাইত এক একবার মনে হয় আইরিণ! এই আধিপত্য ছেড়ে, এই মুকুট ত্যাগ করে দিন কতক ভালবাসি; শুধু দেখি কে কত ভালবাস্‌তে পারে।

চার্ম্মি। তা'ত কল্লেই হয়, রাণী মনে কল্লেই পারো।

ক্লিও। তাইত ভাবছি, আমি একদিন ঐ রকম একটা মজা কোর্ব্বো। তোদের মধ্যে একজনকে রাণী সাজিয়ে রাখবো আর, আমি তার সখী হয়ে থাক্‌বো।

চার্ম্মি। তা বেশ আইরিণকে রাণী কোরো।

আইরিণ। না তোকে কোর্ব্বে।

ক্লিও। তখন আমি যাকে ইচ্ছা ভালবাস্‌তে পার্ব্বো কেউ কিছু বল্‌তে পার্ব্বে না—কিন্তু দেখিস তোরা কাউকে যেন বলে দিস্‌নি।

চার্ম্মি। আমাদের ভারি দরকার?

আইরিণ। আমরা তা বল্‌তে যাবো কেন?

ক্লিও। তবে কি কোরে কা'কে ভালবাসা যায় বল দিকি?

চার্ম্মি। আচ্ছা সে বোল্‌বো এখন—যা কর্ত্তে এসেছ কর স্নান করে প্রাসাদে ফিরে যাই চল।

ক্লিও। চল যাচ্ছি আজ বড় গরম স্নান কর্ত্তে হবে।

[রাণী পুষ্করণীর দিকে অগ্রসর হইল সখীরা আবার গান ধরিল—]

মর্ম্ম-শোণিতে জ্বেলেছি যে দীপ স্বধু জ্বালা স্বধু কালি।
প্রেমের সে জ্বালা নিভাবো আজিকে নয়ন সলিল ঢালি॥

[গানের সময় রাণী বাগানের ভিতর দিকে চাহিল।]

ক্লিও। দেখ আইরিণ ওখানে কে রয়েছে না?

আইরিণ। (চাহিয়া) কই কেউ না।

ক্লিও। না এদিকে কে চেয়ে রয়েছে।

আইরিণ। না—ও গাছের ডাল।

ক্লিও। না—অসম্ভব—নিশ্চয় মানুষ, আমি এখনি দেখতে পাঠাচ্ছি।

আইরিণ। আচ্ছা! আমি যাচ্ছি (অগ্রসর হইয়া)।

ক্লিও। না—তোমার গিয়ে কাজ নেই বিপদ হ'তে পারে।

আইরিণ। ভয় নেই আমি দেখে আসছি। (অগ্রসর হইয়া)

ক্লিও। যেওনা আইরিণ আমি বল্‌ছি।

আইরিণ। না একবার দেখে আসি—(আগে এগিয়ে গিয়ে)

ক্লিও। আইরিণ—ফিরো এসো বলছি, আমি সম্রাজ্ঞী আমার কথার অবাধ্য হলে তার শাস্তি আছে জেনো। (আইরিণ কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল)

ক্লিও। রক্ষী—(রক্ষীর প্রবেশ) যাও শীঘ্র যাও ঐখানে বাগানের ভিতর কে রয়েছে তা'কে ধরে নিয়ে এসো।

(রক্ষী বাগানের ভিতর যাইয়া ফেরোকে ধরিয়া আনিল পশ্চাতে আইরিণ)

(ফেরোকে ছাড়িয়া দিতে—রাণীর পদতলে সেই মালাগাছি রাখিয়া ফেরো হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল—মুখ পায়ের দিকে)

ক্লিও। তুমি আমার বাগানের মালি ফেরো না ?

(ফেরো ঘাড় নাড়িল)

ক্লিও। একি !—তুমি আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে আমার বাগানের আবার ফুল ছিঁড়েছ ?

ফেরো। ছিঁড়েছি।

ক্লিও। তোমার এই অপরাধের শাস্তি আছে জান ?

ফেরো। জানি।

ক্লিও। তবে এ অপরাধের কারণ কি ?

(ফেরো নিরুত্তর)

বল—যুক্তিযুক্ত হলে মার্জ্জনা কর্ত্তে পারি—বল—নিরুত্তর কেন ? বল।

ফেরো। [কোমল অথচ স্থিরকণ্ঠে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, মৃদু স্বরে] সে কথা গোপনে বোল্‌বো রাণী।

ক্লিও। আচ্ছা—তোমরা এখন যাও।

[সখীগণ ও চার্ম্মি আইরিণের প্রস্থান।

ক্লিও। বল ফেরো—তুমি কেন ফুল ছিঁড়েছিলে?

ফেরো। তোমার পদতলে দেবার জন্য রাণী।

ক্লিও। আমার পদতলে দেবার জন্য?—কেন?—বল—নিরুত্তর কেন?—বল।

ফেরো। তোমায় ভালবাসি বলে রাণী।

[উঠিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত]

ক্লিও। নীচ ভৃত্য হয়ে তুমি আমায় ভালবাস্‌তে সাহস করেছ? এত স্পর্দ্ধা তোমার?

(ফেরো নিরুত্তর)

ক্লিও। জেনো রাণীকে এই ভালবাসার জন্য তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

(ফেরো নিরুত্তর স্থির)

ক্লিও। কি?—তোমার ভয় হচ্ছে না—প্রাণদণ্ড হবে জেনেও তোমার প্রাণ কাঁপছে না—ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ—ভাবছ রাণী তোমায় মার্জ্জনা কোর্ব্বে—না—রাণী তা পার্ব্বে না—রাণীর প্রেমিক ভৃত্য প্রাসাদে থাকতে পাবে না; ফেরো তোমায় মর্ত্তে হবে।

ফেরো। বেশ।

ক্লিও। বেশ?—না—না—তোমায় মার্জ্জনা কোর্ব্বো—তুমি যদি এখনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে, মিশর পরিত্যাগ করে চলে যাও ত মার্জ্জনা কোর্ব্বো।

ফেরো। না—আমি সে মার্জ্জনা চাই না রাণী—আমি প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও বাঁচতে পার্ব্বো না।

ক্লিও। মর্ব্বে—তবু প্রাসাদ ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না এত প্রেম তোমার? রাণীকে এত ভালবাস?

[ফেরো স্থির থাকিয়া তারপর অতি ধীরে]

ফেরো। হা—রাণী।

ক্লিও। আচ্ছা দেখবো তুমি কত ভালবাস্‌তে পারো—রাণীও তোমায় ভালবাসবে—কিন্তু সে বেশী দিন ভালবাস্‌তে পার্ব্বে না—শুধু তিনদিন—শুধু তিনদিন তোমায় ভালবাস্‌বে—তার পর তোমায় বধ কর্ব্বে।

[ফেরো ঈষৎ হাসিল]

ক্লিও। হাস্‌ছ—ভাব্‌ছ রাণী তোমায় বধ কর্ব্বে না বাঁচিয়ে রাখবে?—কিন্তু তা ভেবো না ফেরো! রাণীর নয়নে হাসি আছে, কিন্তু অশ্রু নাই—প্রেম আছে কিন্তু দয়া নাই—হিংসা আছে কিন্তু মমতা নাই। রাণীর প্রেম হিংসার চেয়েও নিষ্ঠুর—নিয়তির চেয়েও দুর্ব্বার—খড়্গের চেয়েও কঠোর—তোমায় ভালবাস্‌লেও সে বাঁচিয়ে রাখতে পার্ব্বে না—রাণীর মুকুট, রাণীর মর্য্যাদা তোমায় বধ কর্ব্বে—তোমায় মর্ত্তে হবে ফেরো।

ফেরো। বেশ।

ক্লিও। চল—এখন থেকেই তিন দিন আরম্ভ হোক।

[ক্লিওপেট্রা ফেরোর হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০-:০:-০—

রোম—রাজসভা।

(সভাসদগণ, মন্ত্রী, ফিলো, ভীটাস্—বাহিরে তূর্য্যধ্বনি—এণ্টনীর প্রবেশ—এণ্টনী আসনে বসিল।)

এণ্টনী। রোমান রাজত্ব এখন কিরূপ শাসিত হচ্ছে মন্ত্রী।

মন্ত্রী। চমৎকার।

এণ্টনী। কোথাও অশান্তি নেই?

মন্ত্রী। না—এই বিস্তৃত রাজত্বে কোথাও অশান্তি নেই।

এণ্টনী। কোথাও বিদ্রোহ নেই?

মন্ত্রী। না—সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যের উপর নির্ম্মল নীল আকাশের মত একটা বিরাট শান্তি বিরাজ কচ্ছে—সব স্থির। মহানুভব এণ্টনীর বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহের নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলতে সাহস কচ্ছে না।

এণ্টনী। রোমান শাসকদের সেটা গৌরবের কথা, কি বল বন্ধু ভীটাস্?

ভীটাস। সে গৌরব রোম শাসকদিগের নয়—সে গৌরব শুধু একা তোমার এণ্টনী! অজেয় জুলিয়াস সীজার যা কর্ত্তে পারেনি তুমি একা তা করেছ। সমস্ত রোমবাসী আজ তোমার এক নখাগ্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সমস্ত রোম রাজত্বের উপর—সমস্ত জগতের উপর—একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কচ্ছে—সকলেই শান্ত অথচ

ভীত—সকলেই স্থির অথচ ত্রস্ত—একি তোমার কম গৌরব? রোমের কম গৌরব?

ফিলো। কিন্তু শান্তিটা যে শান্ত ভাব ধারণ করেছে আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। একটা রাজত্বের আসর জম্‌কাতে হলে দু একটা যুদ্ধ চাই—দু একটা বিদ্রোহ চাই—নিদেন পক্ষে দু একটা বড় রকম চুরি ডাকাতি চাই—তা না হ'লে সব ঢিলে মেরে যায়—রোজ খাওয়া ঘুমোনো আর জাগা ভাল লাগে না।

এণ্টনী। এখন ত বেশ বল্‌ছ—কিন্তু যুদ্ধের সময় ত তোমার মুখ দেখা যায় না বন্ধু।

ফিলো। ও বাবা—যুদ্ধের সময় তুমি মুখ দেখতে পেলে কি আর রক্ষা আছে? একেবারে মুখ শুদ্ধ মাথা আলাদা।

[এণ্টনী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল]

ঐ যে দূত আস্‌ছে—যে রকম তাড়াতাড়ি আস্‌ছে একটা যুদ্ধ টুদ্ধুর খপর আন্‌ছে নিশ্চয়।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহানুভব এণ্টনী।—মিশরবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে আমাদের জাহাজ লুট করেছে—রাণীকে সংবাদ পাঠান হয়েছিল—কিন্তু তিনি কোনো প্রতিকার করেননি।

এণ্টনী। কি বল্‌ছ দূত?—সত্য কথা?

দূত। সত্য কথা—মহানুভব।

এণ্টনী। বিদ্রোহীরা ধরা পড়েছে?

দূত। পড়েছে—তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এণ্টনী। মিশরের রাণীকে সংবাদ পাঠান হয়েছিল?

দূত। হয়েছিল—কিন্তু রাণী গ্রাহ্য করেননি।

এণ্টনী। কি শুন্‌ছি ভীটাস!—মিশরের এতদূর স্পর্দ্ধা—ক্ষুদ্র মিশরের এতদূর ক্ষমতা—রোমান জাহাজ লুট করেছে? বিদ্রোহী হয়েছে? আর তাদের রাণী তার প্রতিকারের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি?—আমি তাদের রাণীকে শিক্ষা দোবো—মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোর্ব্বো।—আমি এর কৈফিয়ৎ চাই।

ভীটাস। এতে মিশরের রাণীর কি দোষ? বিদ্রোহীরা যখন ধরা পড়েছে তাদের শাস্তি দিন।

এণ্টনী। আর তাদের নিশ্চেষ্ট রাণীকে শাস্তি দোবো না? একটা কৈফিয়ৎ চাইব না? শুধু বিদ্রোহী প্রজার শাস্তিই যথেষ্ট হবে?

ভীটাস। না এণ্টনী! প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে একটা কাজ করেছে বোলে তাদের রাণী কি কোর্ব্বে। বিদ্রোহীদের শাস্তি দাও—রাণীর কি দোষ?

এণ্টনী। রাণীর দোষ নয় ত কি রোমান শাসনকর্ত্তার দোষ? রোমান নাবিকের দোষ?—কি বোল্‌ছ ভীটাস!—যে রাজা নিজের প্রজা শাসনে রাখতে পারে না সে শাসনের ধৃষ্টতা করে কেন? তার রাজমুকুট প্রতাপশালী ক্ষমতার মস্তকে তুলে দিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। মার্ক এণ্টনী সব সইতে পারে কিন্তু রাজ্যের নামে অরাজকতা শাসনের জুচ্চুরি সইতে পারে না। কে আছিস্—

(প্রহরীর প্রবেশ)

সেনাধ্যক্ষকে বল এখনি আমি সৈন্য পরিদর্শন কর্ব্ব।

ফিলো। রাণীত আর পালাচ্ছে না—যুদ্ধটা না হয় দুদিন পরে হবে—এত নগদ নগদ কেন ?

এণ্টনী। কেন ফিলো ? তোমার ধমনীতে কি রোমান রক্ত বইছে না ? এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না ?

ফিলো। যুদ্ধে হেরে গেলে প্রতিশোধ কি করে নেবেন ?

এণ্টনী। হারবো ?—মিশরের সঙ্গে যুদ্ধে হারবো ?—কি বলছো ফিলো ? এণ্টনী অগণ্য যুদ্ধ করেছে একটাতেও হারেনি। রোমের দূরসীমান্ত পর্য্যন্ত রক্তাক্ত পতাকা স্বহস্তে নিয়ে বেড়িয়েছি—কোথাও বাধা পাইনি—আজ কি বোলছ ফিলো—মিশরের কাছে—ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মিশরের কাছে—হারবো ?

ফিলো। সে সব পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—স্ত্রীলোকের সঙ্গে ত করেন নি। তার উপর মিশরের রাণী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

এণ্টনী। ওঃ—(ঈষৎ হাস্য) তোমার পরিহাস অন্য সময় শুনবো। (এণ্টনী সিংহাসন থেকে নামিল)

ফিলো। আমার সাবধান কর্ব্বার ভার আমি কল্লুম।

[এণ্টনীর প্রস্থান।

ভীটাস। তুমি কি বলছ ফিলো—এণ্টনীর বীরহৃদয় কখন রমণীর রূপে মুগ্ধ হয় ?

ফিলো। এক সময়ে সাহারা মানবের আবাসভূমি ছিল জান ?

ভীটাস। জানি।

ফিলো। সে সকল লোক গেল কোথা জান ?

ভীটাস। না।

ফিলো। মিশরীরা পুরুষমানুষ সব জীয়ন্তে গিলে ফেল্লে—শেষে দেশটা পুরুষহীন হয়ে মরুভূমি হয়ে গেল।

ভীটাস। সত্য নাকি?

ফিলো। বেশ! সে কথা তুমি জান না? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সাহারার বালির মধ্যে শুধু স্ত্রীলোকের হাড় পেয়েছে পুরুষের হাড় একটীও পায়নি।—ঐ অক্টেভীয়াস আসছে—চল আমরা সরে পড়ি এণ্টনীকে দেখিগে।

[ফিলো ও ভীটাসের প্রস্থান।

(অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টে। কি মন্ত্রী! এণ্টনী কোথা?

মন্ত্রী। মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

অক্টে। মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা? কিসের জন্য?

মন্ত্রী। মিশরবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে আমাদের জাহাজ লুট করেছে—রাণী তা' বন্ধ কর্ব্বার চেষ্টা করেন নি—তিনি তার কৈফিয়ৎ চান।

অক্টে। বেশ! প্রচুর সেনা দিয়ে একজন সেনানায়ক পাঠালেই ত হ'ত।

মন্ত্রী। তিনি নিজে গেছেন।

অক্টে। বুঝছি মন্ত্রী!—মৃগয়াসক্ত পুরুষ যেমন শিকার চায় এণ্টনীও তেমনি যুদ্ধ চায়—প্রাণনাশই তার খেলা। কিন্তু এত যুদ্ধের ঝোঁক থাক্‌লে রাজ্য শাসন করা চলেনা মন্ত্রী।

—তার শাসনকার্য্যের কথা তোমায় কিছু বোলে গেছে—সব কাগজগুলো দস্তখত করে দিয়েছে?

মন্ত্রী। না।

অক্টে। ধিক্ তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি—ধিক্ তাহার রাজ্যশাসন। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত লওয়া প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল?

(মন্ত্রী নিরুত্তর ঘাড় নাড়িল)

অক্টে! কি আমরা কি কেউ নয়?—আমিও রোমের শাসনকর্ত্তা—এণ্টনী ও রোমের শাসনকর্ত্তা—তবে তার এত দর্প কিসের? সামান্য ভদ্রতার খাতির পর্য্যন্ত রাখ্‌তে চায় না! তিনি ত আর রোমের একচ্ছত্র সম্রাট নয়, মন্ত্রী! যে তার বিনা প্রার্থনায়, তার একটা খেয়াল পরিতৃপ্তি কর্ব্বার জন্য রোমসাম্রাজ্য সৈন্য দেবে, রাজকোষ তার অর্থ যোগাবে? আমার অভিমত লওয়া হয় নাই। যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি—এণ্টনী কি করে সৈন্য পায়, অর্থ লয়, একবার দেখবো—যুদ্ধ বাধে বাধুক।

মন্ত্রী। না—না—তা কোর্ব্বেন না, আপনাদের ভিতর যুদ্ধ বাধ্‌লে যুগলদ্বন্দ্বে রোমসাম্রাজ্য খান্‌খান্ হয়ে যাবে আপ্‌নিও পরাজিত হবেন, রোমও যাবে।

অক্টে। জানি মন্ত্রী, যুদ্ধ কর্‌লে আমার পরাজয় নিশ্চয়—কিন্তু এত অবজ্ঞা—এত হীনদৃষ্টি—এত দর্প—অসহ্য।—হায়! যদি এণ্টনীর অর্দ্ধেক রোমান আমায় ভালবাসত তাহলে দেখতাম এণ্টনী তুমি কত বড় বীর তোমার বাহুবল কত (অর্দ্ধ স্বগতঃ) না—না—এণ্টনী তুমি ঠিক করেছ—রোম ছেড়ে চলে যাও—যতদিন পার রোমে এস না। তারপর যখন ফিরে আস্‌বে দেখো রোমেরা অক্টেভিয়াস প্রিয়—কি এণ্টনী প্রিয়—রোমবাসী অক্টেভীয়াসকে চায়

কি এণ্টনীকে চায়। মন্ত্রী!—এণ্টনীর সব রাজকার্য্যগুলো আমি কোর্ব্বো। সব আমার কাছে নিয়ে এসো—আমায় বোলো। রোমবাসী জানুক—অক্টেভীয়াস তাদের শাসনকর্ত্তা, এণ্টনী কেউ নয়। এণ্টনী সুধু যুদ্ধ কর্ত্তে জানে—শাসনকর্ত্তে জানে না। মানুষ মার্ত্তে জানে—মানুষ রক্ষা কর্ত্তে জানে না।

তৃতীয় দৃশ্য।

রোম—ফুলভিয়ারের কক্ষ।

(ফুলভিয়ার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সুধু গান গাওয়া আর ভালবাসা, এই দুটী ভালোবাসি।
আপনার গান, আপনি শুনিয়া, আপনিই কাঁদি হাসি॥
বুলবুল্ কবে গেয়েছিল সুখে, কেঁদে ছিল কবে পাপিয়া,
ঝঙ্কারে তার কুঞ্জকানন কবে উঠেছিল কাঁপিয়া,
পুঞ্জিত করি রেখেছি হৃদয়ে সেই গান সুররাশি।
ভাবি একা বসি, কাছে এলে সেত, শুনাব সে সব রাগিণী,
হৃদয়ের বীণা, রণিয়া রণিয়া, কহিবে প্রেমের কাহিনী,
ভরিবে তাহার আকাশ বাতাস প্রেম-সঙ্গীত ভাসি।
দেখিলে তাহারে, ভুলে যাই সব, কিসে গো বিপুলানন্দে,
হৃদয় আপনি বাহিরিয়া এসে, চরণে লুটিয়া বন্দে,
নীরব সে গান সুধু জাগে বুকে সুরভাষা তার বাঁশি॥

(গানান্তে)

ফুলভিয়া। না:—এত ভোলবার চেষ্টা কর্চ্ছি কিন্তু কিছুতেই ত ভুল্‌তে পার্চ্ছি না—দুঃস্বপ্নটা যেন পাথরের মতন বুকে চেপে রয়েছে—কিছুতেই যাচ্ছে না—উঃ—যদি তাই হয় (হাতে মুখ ঢাকিয়া) ঐত তার পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি (হাত নামাইয়া) (এগিয়ে গিয়ে)—

(এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী—প্রাণেশ্বর—এসেছো—এসো—বল—কেমন আছ—তোমার কোন বিপদ হয়নি ?

এণ্টনী। ওকি ? আজ তুমি অমনকোরে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন ? তোমার নয়নে অশ্রু কেন ?

ফুলভিয়া। কাল একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিছি এণ্টনী—

এণ্টনী। কি দুঃস্বপ্ন ফুলভিয়া ?

ফুলভিয়া। মনে হল আমি যেন রোম ছেড়ে নক্ষত্রলোকে উড়ে যাচ্ছি—একা যাচ্ছি—সঙ্গে কেউ নেই—অনেক দূর গেছি—তারপর নিচের দিকে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার—পৃথিবীর কিছু দেখা যায় না—সমুদ্র সুধু সেই অন্ধকারে অলোড়িত হচ্ছে—নদী সুধু ছুটে চলেছে—কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না—সুধু তোমার ঐ প্রস্তরমূর্ত্তি সেই অন্ধকারে হীরকের মত জ্বল্‌ছে—

এণ্টনী। তারপর—

ফুলভিয়া। তারপর—একদৃষ্টে তোমার সেই মূর্ত্তির দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহসা যেন সেই মূর্ত্তি ভেঙ্গে পড়্‌ল—আর সেই ভাঙ্গা মূর্ত্তির ভিতর থেকে রক্ত স্রোত ছুটল—ওঃ সে স্রোত কি প্রবল—কি ভয়ানক—কি তাহার তেজ—এণ্টনী (থামিয়া) অন্ন-

ক্ষণের মধ্যে সমস্ত রোমসাম্রাজ্য যে স্রোতে ভেসে গেল—তবু সে স্রোত থাম্‌ল না—সে স্রোত সমুদ্র পার হয়ে এসে নাইল নদী দিয়ে ছুটল—তারপর আর কিছু দেখা গেল না—একটা উষ্ণরক্তের ধূমে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঢেকে দিলে।

এণ্টনী। মিশরের দিকে ছুট্‌ল! আমি ত সেই মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোর্ব্বো বলে তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি ফুলভিয়া।

ফুল। মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্ত্তে যাচ্ছ? না এণ্টনী এ যুদ্ধে কাজ নেই, এ যুদ্ধে যেও না।

এণ্টনী। দুর্ব্বল মিশরের বিরুদ্ধে যাত্রা কোর্ব্বো তা'তে ভয় কি ফুলভিয়া? স্বপ্ন কখন সত্য হয়?

ফুলভিয়া। তাই বল যেন তাই হয়—এস্বপ্ন যেন না সত্য হয়। তবু—তবু—এণ্টনী আজ তোমায় যুদ্ধে যেতে বল্‌তে পাচ্ছিনা—তোমায় দেখে আজ প্রাণ যেন কেমন কেঁদে উঠ্‌ছে—কে যেন আমায় বলে দিচ্ছে—তোমায় এ যুদ্ধে ছেড়ে দিলে আর ফিরে পাবোনা।

এণ্টনী। শত সহস্র যুদ্ধ অক্ষত শরীরে জয় করে এসে, ক্ষুদ্র মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে গিয়ে, এণ্টনী যদি না ফিরে তবে এণ্টনীর না ফেরাই উচিত।—আজ আমি এ যুদ্ধে যাবো।

ফুলভিয়া। না প্রিয়তম এ যুদ্ধে কাজ নেই—তুমি আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তুমি যখন নিজের বাহুবলে রোমান সাম্রাজ্যকে দিগন্তবিস্তৃত করেছ—রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েছ—তখন আর ক্ষুদ্র মিশরকে যুদ্ধে হারিয়ে তোমার কি গৌরব বাড়্‌বে এণ্টনী?

এণ্টনী। কিন্তু মিশরের ঔদ্ধত্য—রোমের অধীনতা অস্বীকার —কি কোরে সহ্য কোর্ব্বো ফুলভিয়া?

ফুলভিয়া। যদি নাথ সে ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ত্তে না পারো—যথেষ্ট সৈন্য দিয়ে একজন সেনানায়ক মিশরে পাঠিয়ে দাও—মিশর জয় করে আসুক—সে মিশর জয়ের গৌরব তোমারি ত হবে এণ্টনী।

এণ্টনী। সে যুদ্ধ জিতলে আমার কি? আমি নিজে মিশর ধ্বংস কোর্ব্বো।

ফুলভিয়া। না নাথ! এ যুদ্ধে তুমি যেও না।

এণ্টনী। না ফুলভিয়া আমি যাবো? তুমি আমায় বাধা দিওনা।

ফুলভিয়া। নাথ! নিতান্তই যাবে?—আমি তোমার পরিণীতা পত্নী তোমার উপর লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা অধিকার আছে—প্রেমের একটা দাবী আছে, সেই অধিকারের বলে সেই প্রেমের বলে, তোমার আজ পায়ে ধরে মিনতি করে বল্‌ছি (পায়ে ধরিল) প্রাণেশ্বর তুমি এ যুদ্ধে যেওনা।

এণ্টনী। উঠ—ফুলভিয়া—উঠ—তাই হবে—আমি এ যুদ্ধে যাবো না। (হাত ধরিয়া উঠাইল) কিন্তু তা হ'লে রোমবাসী কি বল্‌বে? যখন তারা আমায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে আমি কি বোল্‌বো? তোমার স্বপ্নের কথা জান্‌লে তারা আমায় উপহাস কর্ব্বে।

ফুলভিয়া। কি?—এণ্টনী কি তবে এখন রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা নয়?—তাকেও এখনো কৈফিয়ৎ দিতে হয়?

এণ্টনী। তাইতো ফুলভিয়া—আমায় আবার কে জিজ্ঞাসা

কোর্ব্বে? আমি আবার কাকে কৈফিয়ৎ দোবো। এ যুদ্ধে যাওয়া না যাওয়া আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। যুদ্ধ করা না-করা আমার খেয়াল। আমি এ যুদ্ধে যাবো না—আমার ইচ্ছা আমি যাবো না।

ফুলভিয়া। না নাথ, যেওনা।

এণ্টনী। না যাবো না—এই দেখ তরবারি রেখে দিচ্ছি।

ফুলভিয়া। তবে নাথ বোসো—এই খানে বোসো আমি তোমায় অনেকদিন প্রাণভরে ভালবাস্‌তে পাইনি আজ তোমায় প্রাণভরে ভালবাস্‌বো।

এণ্টনী। ফুলভিয়া তোমার গান অনেকদিন শুনিনি একটা গাও—শুনি—

ফুলভিয়া। আচ্ছা প্রাণেশ্বর গাইছি—

জ্যোছনা হাসিছে, মধুময় হাসি, নির্ম্মল নীল গগনে,
এসো বঁধু এসো এ মোর কুটীরে আজি এ পুণ্য লগনে,
আজি ফুলে ফুলে মালা গাঁথিয়া, নিবিড় মিলনে বাঁধিয়া,
রাখিব প্রাণেশ তোমারে আমার প্রেমের কুঞ্জ গহনে।

(গানের সময় এণ্টনী উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতে ভাবিতে ঘুরিতে লাগিল—গান যেন আরো ছিল, ফুলভিয়া গাহিবে—যেন সব শেষ হয়নি—এমন সময় প্রহরী প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল)

এণ্টনী। কে? প্রহরী?—কেন?

প্রহরী। সেনাপতি পাঠিয়েছেন।

এণ্টনী। কি সংবাদ বল?

প্রহরী। যুদ্ধযাত্রার জন্য সব নৌকার বহর সজ্জিত হয়েছে, সকলে আপনার অপেক্ষা কর্চ্ছে।

(এণ্টনী নীরব তারপর দূত আবার পরে বলিল)

প্রহরী। সেনাপতি বলে দিলেন, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করলে—জোয়ার আস্‌বে—তা হ'লে আম্‌রা আজ সমুদ্রে পড়তে পার্ব্বো না, আপনি শীঘ্র চলুন।

এণ্টনী। চল যাচ্ছি—ফুলভিয়া! বিদায়—চল্লুম।

[প্রহরী ও তরবারী লইয়া এণ্টনীর প্রস্থান।

ফুলভিয়া। (আশ্চর্য্য হইয়া এণ্টনীর প্রস্থান দেখিল) একি? —প্রাণেশ্বর গেলে—রইলে না—জানি, এণ্টনী বীর তুমি, পত্নীর প্রেমের চেয়ে রণক্ষেত্রের প্রেম তোমার কাছে প্রবল—যুদ্ধের জন্য সব ত্যাগ কর্ত্তে পারো—যুদ্ধ পেলে আর কিছু চাও না। যাও তবে তুমি যুদ্ধে যাও—আমি বাধা দেবো না—প্রাসাদের দুয়ারে গিয়ে হাসি মুখে বিদায় দিয়ে আস্‌বো—অশ্রুজলের অমঙ্গল মুছে নোবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:•:—

মিশর—প্রমোদ কানন।

ফেরো রাজবেশে ও ক্লিওপেট্রা মর্ম্মর বেদীর উপর বসিয়া সখীগণ গান ধরিল :—

গড়েছি মোদের বুকে নূতন রাজধানী,
রাজা সেথা নাইকো যে কেউ সবাই দেখি রাণী।

খুঁজতে রাজা বেরিয়েছি তাই ছেড়ে সকল কাজে,
কারেও মোরা পাই যদি আজ এই বেলা এই সাঁঝে,
ধরে তারে বসাই এই সিংহাসনে টানি।
ওগো—বঁধু ওগো বঁধু গো—
জ্যোছনা আলোকে স্বপ্ন মিশায়ে নয়নে পরেছি কজ্জল
অধরে এঁকেছি যৌবন সুধা তীব্র কেনিল উচ্ছ্বল
নিঃশেষ করি পিয়াবো তোমারে এ মোর হৃদয়ে রাখি
পিও প্রিয় থাকি—থাকি—গো—
মোদের কমলকোমল স্নিগ্ধ সরস পরশে
চন্দন সম দিব গো লেপিয়া দেহেতে তোমার হরষে,—
নিবিড় মিলনে ঢাকি,
দেহ-সৌরভ মাখি—গো—
মুখর অধর হইবে নীরব হারাইবে সব বাণী।

[ক্লিও হাত নাড়িল সখীরা প্রস্থান করিল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। নাইলনদীর তীরে এণ্টনী শিবির সংস্থাপন ক'রে একজন দূত পাঠিয়েছে—

ক্লিও। যাও—বিরক্ত কোরো না—

[প্রহরীর প্রস্থান।

ক্লিও। ঐ দেখ তৃতীয় দিনের সূর্য্য অস্ত গেল, এইবার ফেরো তোমায় মর্ত্তে হবে।

(ফেরো রাজবেশ খুলিল—মালীর বেশে)

ফেরো। আদেশ দাও রাণী—কি কোরে মর্ত্ত্য বলে দাও।

ক্লিও। দেখ ফেরো—ঐখানে হেমলক বিষ রক্ষিত আছে—তুমি পান ক'রে নগরের বাইরে চ'লে যাও—ও বিষের তেজ

ভয়ানক—কোনও প্রতিষেধক নাই—একমাত্র প্রতিষেধক আমার কাছে (বুক থেকে একটা শিশি বাহির করিয়া দেখাইল)।

ফেরো। (আগ্রহে পান করিয়া—নেশার হাসি হাসিতে হাসিতে) তবে চল্লুম রাণী! (নিষ্ক্রান্ত)

(রাণী স্থির হয়ে কিছুক্ষণ নত দৃষ্টিতে রহিল,
তারপর—প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। রোমান দূত ব্যস্ত হচ্ছে দেখা কর্ত্তে চায়।

ক্লিও। আবার বিরক্ত কচ্ছিস্—কে আছিস্?

(রক্ষীর প্রবেশ)

—একে একশত কশাঘাতের আজ্ঞা দিলুম—এখনি পালন কর্ব্বে।

[প্রহরীকে ধরিয়া রক্ষী গেল।

ক্লিও। তাইত—কি কল্লুম! ফেরোকে আপনার হাতে বধ কল্লুম—হত্যা কল্লুম! তিন দিন প্রেমানন্দের ভিতর ডুবিয়ে রেখে তাকে বিষ খাওয়ালুম! না—না ঠিক করেছি—রাণীর সঙ্গে ভৃত্যের প্রেম, এ কথা প্রকাশ হ'লে সাম্রাজ্যে বিপ্লব হবে—প্রজারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখাবে, আর বল্‌বে, রাণীর এই কাজ! এই কলঙ্ক আমার মাথায় করে বেড়াতে হবে—সে পার্ব্বো না—অসহ্য। তবুও তাকে (ঔষধটা বুক থেকে বাহির করিয়া) বাঁচিয়ে রেখে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন কর্ত্তে পার্ত্তুম্—সে কথা কেউ জান্‌তে পার্ত্তনা—তাই কর্ব্বো—তাকে বাঁচাবো—এই ত ঔষধ—সে নিজ হাতে বিষ খেয়েছে, আমি নিজ হাতে তাকে বাঁচাব (অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া) না—না তা হবে না—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা, রাণীকে ভালবাসে? আমি ক্লিওপেট্রা মিশরের রাণী, না? একটা

ভৃত্যের প্রেমে এতটা বিচলিত হচ্ছি? ছিঃ।—সে মরেছে—মরুক, মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড। না—না—এ ওষুধটা কাছে রাখলে আর ঐ প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে পাব্বো না—আমার মন বড় দুর্ব্বল হয়ে এসেছে। যাক্ এটা যাক্। (ঔষধ ফেলিয়া দিয়া) যাই—এখান থেকে পালিয়ে যাই।—ঐ লতামণ্ডপ—ঐ মর্ম্মর বেদী—ঐ সরসী-তীর—আমায় আমার কর্ত্তব্য থেকে ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছে—যাই—এখান থেকে পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

(আইরিণের ছুটিয়া প্রবেশ ও ঔষধ কুড়াইয়া লইয়া)

আইরিণ। ফেরো! তোমার দেহে যদি একটুও প্রাণ থাকে—আইরিণ তোমায় রক্ষা কর্ব্বে।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:—

নাইলনদী-তীর—সন্ধ্যা।

(ফেরোর টলিতে টলিতে প্রবেশ।)

ফেরো। রাণী কি তবে আমায় বিদ্রূপ কল্লে? বিষ দিলে কি সুধা দিলে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। বিষ দিলে ত প্রাণে মৃত্যুর তীব্র যাতনা হ'ত—চারিদিকে ত মৃত্যুর বিভীষিকা দেখ্‌তে পেতুম—কিন্তু (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন দেখ্‌ছি চারিদিক আনন্দে মগ্ন—

প্রাণটা সুরার নেশার মত একটা গোলাপী নেশায় ভর্‌পুর হ'য়ে গেছে—হৃদয়টা সোনালী স্বপ্নে ছেয়ে আস্‌ছে—হাত পা আনন্দে অবশ হ'য়ে আস্‌ছে—আর চল্‌তে পাচ্ছি না—এইখানে একটু বসি।—(বসিল—তারপর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে) বাঃ—রাণী! তুমিও আমায় সঙ্গে এতদূর—এতদূর এসেছ? তুমি নিজে পাত্র ভ'রে আমায় সুরা ঢেলে দিচ্ছ—দাও খাই প্রাণ মশ্‌গুল হ'য়ে যাক্! (হাতে সুরা পান করিবার ভঙ্গী করিল)—দাও—আরো—দাও—বড় তৃষা—আরো দাও—আরো দাও—আরো আরো—আরো—থাক্—আর পান কর্ত্তে পাচ্ছি না—বড় নেশা হ'য়ে গেছে (শুইল)।

(আইরিণের একটু পরে প্রবেশ)

আইরিণ। ঐ ত রয়েছে—ফেরো—ফেরো—প্রিয়তম! কথা কচ্ছ না যে?—তবে কি তোমাকে বাঁচাতে পাল্লুম না—ফেরো—(বলিয়া নিকটে গিয়া দেখিল,—পাশে বসিয়া বুকে হাত দিল) —এই যে নিশ্বাস বইছে—এখনো প্রাণ আছে।—

ফেরো। বড় তৃষা—আর একটু সুধা দাও—বড় তৃষা।—

আইরিণ। দিচ্ছি প্রিয়তম দিচ্ছি— (বলিয়া ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিল, ফেরো চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল।)

ফেরো। কে? আইরিণ? তুমি এখানে?

আইরিণ। এসেছি প্রিয়তম! তোমায় বাঁচাবার জন্য এসেছি।

ফেরো। তুমি আমায় রাণীর সেই ঔষধ খাইয়ে বাঁচালে?

আইরিণ। হাঁ প্রিয়তম।

ফেরো। রাণী তোমায় বাঁচাতে ব'লে দিয়েছিল?

আইরিণ। (মুখ নত করিয়া) না।—

ফেরো। তবে তোমার এ জীবনে কি প্রয়োজন ছিল আইরিণ?

আইরিণ। তুমি ঐ কথা বল্‌ছ?—তুমি এত নিষ্ঠুর?

ফেরো। আমি নিষ্ঠুর—না তুমি নিষ্ঠুর?—আমায় সুখে মর্ত্তে দিলে না—আমায় কথা রাখ্‌তে দিলে—আমায় অবিশ্বাসী কল্লে—রাণী যখন জান্‌তে পার্‌রে ফেরো মরে নি—তার আজ্ঞা শুনিনি—তখন আমায় মিথ্যাবাদী—অবিশ্বাসী—কৃতঘ্ন ব'লে ধিক্কার দেবে।

আইরিণ। আর রাণীকে জান্‌তে দিয়ে কাজ কি ফেরো?—চল—আমরা দু'জনে দেশ ছেড়ে চলে যাই। ফেরো-আইরিণ কোথা গেল—জগতের কেউ জান্‌তে পার্ব্বে না।

ফেরো। না আইরিণ! আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে পার্ব্বো না।

আইরিণ। তবে আমার কি হবে ফেরো?

ফেরো। তা আমি কি কোর্ব্বো—আমি তোমার সঙ্গে আর কোথাও যেতে পার্ব্বো না।

আইরিণ। না ফেরো! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্বো না।

ফেরো। বুঝেছি আইরিণ! তোমার প্রেমের তীব্রতা বুঝেছি। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার সে প্রেম অনুভব কর্চ্ছি—কিন্তু কি কোর্ব্বো আইরিণ! আমি তোমার প্রেমের সহানুভূতি কর্ত্তে পারি—কিন্তু প্রতিদান দিতে পারি না। রাণী আমার হৃদয় নিয়েছে।

আইরিণ। তবে আমি কি ক'রে বাঁচবো ফেরো?

ফেরো। বাঁচ্‌তে না পারো—মর—আইরিণ! বুকভরা প্রেম

নিয়ে মরা কি আনন্দ—কি উল্লাস—তখন বুঝতে পার্ব্বে—একবার মরে তা আমি বুঝেছি। মৃত্যুটা এক অনন্ত সুখের স্বপ্নের মত বোধ হবে।

[রোমান দূতের প্রবেশ ও প্রস্থান।

—ও কে?

আইরিণ। রোমান দূত।

ফেরো। এখানে কেন?

আইরিণ। এণ্টনী নাইলের তীরে শিবির সংস্থাপন ক'রে—দূত পাঠিয়েছিল।

ফেরো। এণ্টনী নাইলের তীরে শিবির সংস্থাপন ক'রেছে? তবেত রাণীর সমূহ বিপদ! তবে যাই আইরিণ! প্রাসাদে ফিরে যাই। ফেরো মরেছে—এ যে দেখ্‌ছো এ ফেরো নয়—ফেরোর প্রেতাত্মা। সে রাণীকে স্বর্গীয় দূতের মত রক্ষা কর্ব্বে—অক্ষয় কবচের মত ঘিরে রাখ্‌বে—যাই আইরিণ! রাণীর বিপদ—রোমান এসেছে—যাই।

[ফেরোর প্রস্থান।

আইরিণ। প্রিয়তম! চ'লে গেলে?—যাও—আমি আর ফির্‌বো না—আমি তোমার কথা শুন্‌বো—তোমার আজ্ঞা পালন কোর্ব্বো—এই বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মর্ব্বো—(নাইলের দিকে গিয়া) ঐ ত নাইল বইছে—ঐ তার জলস্রোত স্বর্গের দিকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমি যাবো—ঐ স্রোতে ভেসে যাবো—সেখানে গিয়ে তোমার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বো (আবার ফিরিয়া আসিয়া) —কৈ নাইলের জল দেখে আজ ভয় হচ্ছে না—আনন্দ হচ্ছে—

উৎসব কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে—গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে—গান গাইব—গান গাইতে গাইতে নাইলের মরালী যেমন মরে—তেমনি ধারা মরালীর মত গাইতে গাইতে মর্ব্ব।—(গান ধরিল।)

তুমি রহিয়াছ জাগি, সারা নিশি দিন, আমার মর্ম্ম ভরিয়া।
আমার প্রাণের সকল বেদনা, প্রাণ হ'তে গেছে সরিয়া॥
জলে কূলে আজ কি মাধুরী নব,
শিরায় শিরায় কি মহা উৎসব,
আমার এ চিত্ত উঠিছে নৃত্য করিয়া।
জাগে নিশি দিন তোমার মূরতি,
প্রাণের ভক্ত করিছে আরতি,
সকল শূন্য সকল দৈন্য হরিয়া।
যদি নাহি পাই এ জীবনে তোমা, পাই যেন আমি মরিয়া॥

[আইরিণ গান গাহিতে গাহিতে জলে ঝাঁপ দিল—আইরিণের গান ঝাঁপ দেবার কিছুক্ষণ পরও শোনা গেল—ক্ষীণকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—এমন সময় দৃশ্য শেষ হইল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:—

ক্লিওপেট্রার কক্ষ।

(ক্লিওপেট্রার প্রবেশ)

(ক্লিওপেট্রা মুখ নত করিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল—তারপরে)

—কে আছিস্?

(প্রহরীর প্রবেশ)

ক্লিও। মন্ত্রীকে ডাক্।

প্রহরী। তিনি আপনিই আসছেন।

(প্রহরীর প্রস্থান ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

ক্লিও। মন্ত্রী! রোমান দূত এসেছিল কেন?

মন্ত্রী। মিশরের সমুদ্র তীরের সেনাগণ—

ক্লিও। মিশরের সমুদ্র তীরের কথা শুনতে চাই না—রোমান দূত এসেছিল কেন বল।

মন্ত্রী। মিশরের সমুদ্রতীরের সেনাগণ বিদ্রোহী হয়ে রোমান নাবিক হত করেছে—এণ্টনী তার কৈফিয়ৎ চায়।

ক্লিও। এণ্টনী কোথা?

মন্ত্রী। এণ্টনী এই জন্য নাইলের তীরে সৈন্য সংস্থাপন করেছে।

ক্লিও। এত শীঘ্র নাইলের তীরে এণ্টনী সসৈন্যে এসেছে? তবে কৈফিয়ৎ চাওয়া একটা ছলমাত্র। বেশ।—মিশরের তীর শাসন কর্চ্ছে কে?

মন্ত্রী। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

ক্লিও। তবে তার জন্য মন্ত্রী তুমি দায়ী।

মন্ত্রী। সেইজন্যইত আমি কৈফিয়ৎ দিতে যাবো বোলে প্রস্তুত হচ্ছি—

ক্লিও। তুমি কৈফিয়ৎ দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ? কিন্তু এণ্টনী রাণীর কৈফিয়ৎ না নিয়ে তোমার কৈফিয়ৎ নেবে কেন?

মন্ত্রী। আমি বুঝিয়ে বোল্‌বো।

ক্লিও। তুমি কি বুঝিয়ে বল্‌বে মন্ত্রী? রাণীই তার প্রজাবর্গের কার্য্যকারণের জন্য দায়ী, মন্ত্রী তার ভৃত্যমাত্র।

মন্ত্রী। তা বটে—

ক্লিও। তবে তুমি কেন মন্ত্রী ও ন্যূনতা স্বীকার কর্ব্বে? যা কৈফিয়ৎ দেবার হয় আমি দোবো।

মন্ত্রী। আপনাকে যদি অপমান করে?

ক্লিও। মন্ত্রী এখনো বল্‌ছ যদি আমায় অপমান করে। একজন দূতের মুখে মিশরের রাণীকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে দীনতম ভৃত্যকে যেমন করে ডেকে পাঠায়—তেমনি করে ডেকে পাঠিয়েছে, একি যথেষ্ট অপমান নয় মন্ত্রী?—এখনও বলছ যদি অপমান করে! এ অপমানের কৈফিয়ৎ আগে চাই। তারপর অন্য কৈফিয়ৎ হবে।

মন্ত্রী। তা হ'লে যদি যুদ্ধ বাধে?

ক্লিও। যুদ্ধ বাধে বাধুক।—অস্ত্রে অস্ত্রে সেই কৈফিয়ৎ হবে।

মন্ত্রী। কিন্তু রোমান সেনা অগণ্য—এণ্টনী তার নেতা।

ক্লিও। যদি অগণ্য সেনা আর এণ্টনীর নেতৃত্ব দেখে ভীত হয়ে থাক মন্ত্রী তবে আমার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যাও—এখানে ভীরু কাপুরুষের স্থান নাই। আমি যদি আজ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি তোদের রাণী আজ রোমান করে লাঞ্ছিত—বিজয়গর্ব্বী এণ্টনী আজ তোদের ধ্বংসের জন্য এসেছে—তখন দেখবে মন্ত্রী প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একটা প্রবল শক্তি জেগে উঠ্‌বে—সে শক্তির বেগ এণ্টনীর সৈন্য সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—রোমান রক্তে কৃষ্ণনাইল আরক্ত হয়ে বইবে। কেউ তাদের রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।

তুমি যাও মন্ত্রী আমার সমস্ত সেনাকে এখনি সজ্জিত হতে বল, আমি স্বয়ং তাদের চালনা কোর্ব্বো। দেখাবো—রোমান ছাড়াও অন্য জাতি যুদ্ধ কর্ত্তে জানে—আর ক্লিওপেট্রাও দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধরেনি।

মন্ত্রী। কিন্তু—এ যুদ্ধে আমাদের—

ক্লিও আমার আজ্ঞা যথেষ্ট সহজভাবে ব্যক্ত করেছি—বুঝ্তে না পারো—আবার বল্‌ছি—মন্ত্রী! এণ্টনীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বো—এখনি সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত হ'তে বল।

মন্ত্রী। কিন্তু—

ক্লিও। এখনো যাচ্ছ না?—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লে তোমাকে—রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করার জন্য কারারুদ্ধ কর্ব্বো।

[মন্ত্রীর ধীরে ধীরে প্রস্থান।

(ক্লিওপেট্রা পরিক্রমণ করিতে করিতে)

তাইত—আমি মিশরের রাণী, আমার উপর সমস্ত প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখ নির্ভর কর্চ্ছে, সমস্ত মিশরের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্চ্ছে—একটা ভ্রান্ত-পদ-বিপেক্ষে—একটা পরাজয়ে—সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কিন্তু—এণ্টনীকে হারাণর গৌরব (ঈষৎ হাস্য)—কি আনন্দের—কি সুখের—সে গৌরবের আশায় সব তুচ্ছ ক'রে চেষ্টা কর্ব্বার আর এমন সুযোগ হবে না—(ভাবিতে ভাবিতে)—কিন্তু কি ক'রে হারাবো—এণ্টনীর সেনা অসংখ্য—একটা পরাজয়ে সব যাবে—সব যাবে।—(পরিক্রমণ করিতে করিতে ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে—এণ্টনী কত বড় বীর—একবার দেখ্‌বো—কে আছিস্?—

(প্রহরীর প্রবেশ)

ক্লিও। মন্ত্রীকে ডাক্। [প্রহরীর প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

—শোন মন্ত্রী! আমি নিজে যুদ্ধে যাবো—কিন্তু এখন কোনো সৈন্য নিয়ে যাবো না—একা যাবো—আমার তরণী সজ্জিত ক'রে দিতে বল—যাও—সেনাদের সজ্জিতে বারণ করে দাও।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

—এবার আর অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধ নয়—বাহুবলে বাহুহলে যুদ্ধ নয়—এবার যুদ্ধ শৌর্য্য ও রূপে, শক্তি ও সৌন্দর্য্যে—এবার দেখবো কে জেতে কে হারে—দেখ্‌বো এণ্টনী এ দেহের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়—কি—এই মুকুটের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়—দেখ্‌বো—জীবিত এণ্টনীর শির - এই পদতলে লোটাইতে না পারি তবে ক্লিওপেট্রার নাম এ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে দোবো। কে আছিস্?

(প্রহরীর প্রবেশ)

—আইরিণকে পাঠিয়ে দে।

প্রহরী। আইরিণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

ক্লিও। কি? আইরিণ আমার বিনা অনুমতিতে চলে গেছে? আইরিণকে আর প্রাসাদে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না—তা'কে দেখ্‌লে প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেবে—চার্ম্মি আছে?

প্রহরী। আছে!

ক্লিও। তা'কে বল আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেশ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আভরণ দিয়ে আমায় সজ্জিত কর্ব্বার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে—আমি যচ্ছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[এণ্টনীর শিবির নাইলনদী-তীরে সংস্থাপিত—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ শিবিরাভ্যন্তরে পড়েছে—নাইলনদীও দেখা যাচ্ছে

এণ্টনী রাজাসনে উপবিষ্ট।

সম্মুখে ফিলো, ভীটাস্, প্রহরী-রক্ষিত মিশর বন্দীগণ ও প্রহরীগণ।]

এণ্টনী। বন্দীগণ! এইবার তোমাদের দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ কর্ত্তে হবে—ঐ অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণের সঙ্গে—তোমাদের জীবন-সূর্য্যও অস্ত যাবে—মনে করেছিলুম তোমাদের রাণী এসে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে আমি তোমাদের মার্জ্জনা কোর্ব্বো—কিন্তু সে দেখা পর্য্যন্তও করেনি—এত স্পর্দ্ধা তার! আমি এই বিচার শেষ ক'রে তাকে একবার শিক্ষা দোবো। কি বল ভীটাস্? রোমান দূতের সঙ্গে মিশরের রাণী দেখা পর্য্যন্তও করেনি এখনো কি তুমি বল্‌বে বিদ্রোহী প্রজার দোষ—রাণীর দোষ নেই?

ভীটাস্। তাইত দেখ্‌ছি—রাণীরও দোষ আছে।

ফিলো। দেখ্‌লে আর কোথা—দূতের মুখে শুন্‌লে বৈত না?

ভীটাস্। তবে তুমি রাণীর দোষ স্বীকার করনা?

ফিলো। মোটেই না।

ভীটাস্। তবে রাণী এলনা কেন?—দূতের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত কল্লে না কেন?

ফিলো। ব্যস্ত ছিল। ভাল রকম চার তৈরী কচ্ছিল—তাই দেখা করেনি—তৈরী হ'লেই ছুটে আস্‌বে।

এণ্টনী। ঐ দেখ—সূর্য্য অস্ত গেল—আর আমি দেরী কোর্ব্বো না—প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

—ঘাতকদের বল এই বিদ্রোহী-বন্দীদের যেন অবিলম্বে শিরচ্ছেদন করা হয়—যাও—নিয়ে যাও।

[বন্দীদের লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

(আর একজন প্রহরীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ।)

প্রহরী। দূরে একখানা বড় বজরা নাইলনদী দিয়ে তীরবেগে ছুটে আস্‌ছে।

এণ্টনী। তুমি ঠিক দেখেছ? প্রহরী!

প্রহরী। হাঁ ঠিক দেখেছি—একখানা বজরা আস্‌ছে—রূপোর তৈরী—রেশমের পাল উড়ছে—সোনার দাঁড়ে চল্‌ছে।

এণ্টনী। বোধ হয় রাণীর বজরাই আস্‌ছে—তবে আমি ঐ বজরা আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোর্ব্বো—তুমি শীঘ্র যাও—আমার

দণ্ডজ্ঞা পালিত হবার পূর্ব্বে বন্দীদের এখানে নিয়ে এস—যাও—শীঘ্র যাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

ফিলো। কি ভীটাস আমার কথা মিল্‌ছে?

ভীটাস। বোধ হচ্ছে ত।

ফিলো। এখন বোধ হচ্ছে কেন বাবা? দেখছি ত বল্‌ছ না।" এণ্টনী—বন্ধু—মিশরের রাণী আস্‌ছে সাবধান।

এণ্টনী। সাবধান? সাবধান! কেন বন্ধু! যাকে শাস্তি দেবার জন্য সুদূর রোম থেকে এসেছি, সে আজ নিরস্ত্র হয়ে আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য ছুটে আস্‌ছে, আর আমায় তার জন্য সাবধান হতে হবে? কি বলছ—বুঝতে পাচ্ছি না।

ফিলো। ডেরায়াস একজন অসীম বলশালী বীর ছিল স্বীকার কর?

এণ্টনী। করি।

ফিলো। কিন্তু সে কি কোরে প্রাণ হারাল মনে আছে?

এণ্টনী। বাঘ শিকার কর্ত্তে গিয়ে।

ফিলো। বাঘের রঙ্গীন চাম্‌ড়া দেখে তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার গায়ে অস্ত্রনিক্ষেপ কর্ত্তে পারেনি।

এণ্টনী। জানি।

ফিলো। আর সেই বাঘ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাহাকে এমন প্রেমালিঙ্গন কল্লে যে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

এণ্টনী। হাঁ।

ফিলো। তুমিও যে সেই মিশরের রাণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবেনা কে বল্লে? তাই বল্‌ছি সাবধান।

এণ্টনী। বেশ! কি কোর্ব্বো বল?

ফিলো। মিশরের রাণী এলে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা কোয়ো না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মিশরের রাণীই আসছে, বজরাতে তাকে দেখা গিয়েছে।

এণ্টনী। আচ্ছা! বেশ।

[প্রহরীর প্রস্থান।

ফিলো। সাবধান এণ্টনী! তোমায় আবার বল্‌ছি সাবধান। মিশরের রাণীর দৃষ্টিতে কুহক আছে—রূপে মোহ আছে। অজগর সর্প যেমন আপনার দৃষ্টিতে বনের পাখীকে অভিভূত করে ফেলে সে পাখী আর উড়্‌তে পারে না, সর্পের মুখ-গহ্বরে আপনি প্রবেশ করে, মিশরের রাণীর দৃষ্টি আরো ভয়ানক—আরো প্রবল।

এণ্টনী। আচ্ছা বন্ধু। (বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল)

গাহিতে গাহিতে সজ্জিত বজরায় ক্লিওপেট্রা ও সখীগণের প্রবেশ)

গান।

বাহিয়া চলেছি তরণী।
রেশমের পাল দিয়েছি উড়ায়ে ধরেছি স্বর্ণ ক্ষেপণী।
সন্ধ্যা তপন, ডুবেছে কখন, রক্ত-কিরণ গুটায়ে,
আলো ও ছায়ায় কি কুহকীমায়া জলে কূলে দেছে লুটায়ে
জ্যোছনা-ভরা সে রজনী।

(বজরা তীরে লাগিল সখীরা নামিয়া দাঁড়াইল অবগুণ্ঠিতা রাণী একা এণ্টনীর সম্মুখে [redacted] হইয়া)

ক্লিও। আমায় ডেকেছেন কেন মহানুভব ?

এণ্টনী। তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

ক্লিও। কি অপরাধ ?

এণ্টনী। তোমার প্রজা বিদ্রোহী হয়ে রোমান জাহাজ লুট করেছে, তুমি তাদের শাস্তি দাওনি—প্রতিকার করনি। তুমি অপরাধী—ইহার কৈফিয়ৎ চাই।

ক্লিও। আপনি যখন আমায় অপরাধী স্থির করেছেন তখন আর আমি কি কৈফিয়ৎ দোবো ?

এণ্টনী। কেন ?—তোমার কিছু বক্তব্য নাই ?

ক্লিও। ছিল—এখন নাই। আপনি যখন স্থির করেছেন আমি দোষী—তখন আমি দোষী। আমায় শাস্তি দিন।

এণ্টনী। তোমার কি বক্তব্য আছে বল—শুন্‌বো।

ক্লিও। না—তা বোল্‌বো না।

এণ্টনী। কেন ?

ক্লিও। সে কথা আপনি বিশ্বাস কর্ব্বেন না।

এণ্টনী। বিশ্বাস কল্লেও কর্ত্তে পারি।

ক্লিও। অপরাধীর কথা কেউ কখন বিশ্বাস করে ?

এণ্টনী। না—বিশ্বাস কোর্ব্বো বল।

ক্লিও। বিশ্বাস কোর্ব্বেন ?—বোলবো ?—না আপনাকে বলে কোন ফল নাই—আপনি শাস্তি দিতে এসেছেন দিন।

এণ্টনী। কেন?—এণ্টনীকে বোলে কোন ফল নেই?

ক্লিও। আপনি বিশ্বাস কল্লেও মার্জ্জনা কর্ত্তে পার্ব্বেন না, মিশর ধ্বংস কর্ত্তে এসেছেন কর্ত্তে হবে।

এণ্টনী। তোমার কারণ যুক্তিযুক্ত হলে মার্জ্জনা কর্ত্তে পারি।

ক্লিও। আপনি ত আর রোমের একমাত্র শাসনকর্ত্তা নন যে ইচ্ছা কল্লেই মার্জ্জনা কর্ত্তে পারেন।

এণ্টনী। তা হ'লেও এণ্টনী সে ক্ষমতা রাখে।

ক্লিও। অক্টেভীয়াসের বিনা অনুমতিতেও?

এণ্টনী। অক্টেভীয়াস রোমের কেউ নয়, এণ্টনীর একার ইচ্ছায় সব হয়।

ক্লিও। যদি তা হ'য় ত বল্‌বো—বল্‌ছি—আমি কিছু অপরাধ করিনি, এরা কিছু অপরাধ করেনি।

এণ্টনী। তা হ'লে কেউ অপরাধ করনি!

ক্লিও। না মহানুভব।

এণ্টনী। তবে এ জাহাজ লুণ্ঠন কিসের জন্য?

ক্লিও। দীন পতিত মিশরের প্রতি মহানুভাবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য (অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল এণ্টনীও রাণীর দিকে চাহিল)

এণ্টনী। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ?—কেন?

ক্লিও। তবে শুনুন মহানুভব!—অক্টেভীয়াসের শাসনের নামে অত্যাচার, বিচারের নামে উৎপীড়নে মিশরবাসী উত্যক্ত হয়ে আর সহ্য কর্ত্তে পারে না—তাই দীন গরীব বেচারী তারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলে এ কাজ করেছে। তারা চায় তাদের এণ্টনী যেন সে কথা শোনে।

এণ্টনী। কি অক্টেভিয়াসের অত্যাচার এতদূর, প্রজাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে!

ক্লিও। তা না হ'লে তারা কেন মিথ্যা রোমান জাহাজ আক্রমণ কর্ব্বে?

এণ্টনী। কি এতদূর উৎপীড়ন তারা রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেছে?

ক্লিও। না মহানুভব, ভুল বুঝেছ! তারা রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি—এণ্টনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি। শুধু অক্টে-ভিয়াসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।

এণ্টনী। শুধু অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রধারণ?

ক্লিও। হাঁ মহানুভব! তারা রোমের আধিপত্য এণ্টনীর সুশাসন মান্‌তে চায়। কিন্তু অক্টেভিয়াসের রাজ্যের নামে অরাজকতা সহ্য কর্ত্তে পারে না। (থামিয়া) তবু তারা দোষী, তাদের শাস্তি দিন।

এণ্টনী। না রাণী! তাদের শাস্তি দোবোনা। তাদের মার্জ্জনা কর্ব্বো—মুক্তি দোবো।

ক্লিও। আপনি মহানুভব।

এণ্টনী। উঠ রাণী উঠ! তুমি তোমার প্রজাদের নিজ মুখে মুক্তি দাও। তাদের বলে দাও যে—এণ্টনী তোদের ভুল করে বন্দী করেছিল—তোরা মুক্ত—তোরা বন্দীশালার দুঃখ ভুলে ঘরে ফিরে যা।

ক্লিও। সে কথা আপনি বল্‌বেন না!—আমি বল্‌ব! আপনি কি আমার পরিহাস কর্চ্ছেন।

এণ্টনী। না রাণী, পরিহাস করিনি! সত্য বল্‌ছি।

ক্লিও। পরিহাস কর্চ্ছেন না ত কি মহানুভব! ওদের রাণী আজ ওদেরই মত শঙ্কিত প্রাণে আপনার সাম্‌নে ওদেরি মতন অপরাধী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে রাজ-মুকুটের মর্য্যাদা—সামান্য রমণীর মর্য্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে, ওরা তার কথা বিশ্বাস কর্ব্বে কেন মহানুভব?

এণ্টনী। সত্য রাণী! (বলিতে বলিতে সিংহাসন থেকে নামিল) আজ সত্যই এণ্টনী রাজমুকুটের মর্য্যাদা, নারীর মর্য্যাদা পর্য্যন্ত রাখেনি—জীবনে আজ এ ভুল সে প্রথমে করেছে। ক্ষমা কর রাণী! কিন্তু (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে) এ যে শিবির, আর ত দ্বিতীয় আসন নাই। তাই হোক রাণী, তুমি এইখানেই বোসো! (বলিয়া সিংহাসনে তুলিয়া বসাইয়া আপনি সিংহাসনের পায়ের কাছে দাঁড়াইল) এবার রাণী তোমার প্রজাদের বলে দাও, তারা আজ মুক্ত—তারা সব কষ্ট ভুলে ঘরে ফিরে যাক্।

ক্লিও। বল্‌ছি মহানুভব। মিশরবাসীগণ! মহানুভব এণ্টনীর বিচারে তোমরা আজ মুক্তি পেয়েছ। তোমরা সকলে বল,—জয় বিজয়ী এণ্টনীর জয়।

বন্দীগণ। (সমস্বরে) জয় বিজয়ী এণ্টনীর জয়।

(বন্দীগণ মুক্ত হইলে।)

এণ্টনী। আর শোন রোমবাসী ও মিশরবাসী! তোমাদের ভিতর আজ আর কোন বিদ্বেষ নাই। তোমরা এখন ভাই ভাই উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন কর।

(আলিঙ্গন করণ।)

(ক্লিওপেট্রা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিল।)

ক্লিও। আপনি যখন আমায় মার্জ্জনা করেছেন তখন আমার একটা ভিক্ষা আছে মহানুভব!

এণ্টনী। কি বল?

ক্লিও। ভয় হচ্ছে, যদি না রাখেন।

এণ্টনী। রাখবো—বল।

ক্লিও। মিশরবাসীরা বরাবরই আতিথ্যের জন্য বিখ্যাত তারা সে গর্ব্ব বরাবরই করে থাকে।

এণ্টনী। জানি।

ক্লিও। আপনি সুদূর রোম থেকে এসে, এই মরুভূমির ধারে থাকবেন, সেটা ভালো দেখায় না, তা হ'লে প্রজাদের মনে কষ্ট হবে।

এণ্টনী। আমি কালই রোমে ফিরবো

ক্লিও। কিন্তু রোমে ফের্ব্বার পূর্ব্বে, আপনাকে মিশরের প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করে যেতে হবে। তা না হ'লে প্রজারা তাদের রাণীর উপর রাগ কর্ব্বে।

এণ্টনী। আমি একবার তোমায় তোমার প্রজার সম্মুখে লাঞ্ছিত করেছি, আর তা হ'তে দোবোনা। আমি এ আতিথ্য গ্রহণ কর্ব্বো—চল এখনি যাচ্ছি। কাল আমায় রোমে ফিরতে হবে।

(ক্লিওপেট্রার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।)

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) বন্ধুগণ! কল্য প্রভাতে মিশর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও। আমি আসছি।

(দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৌকায় উঠিল, সঙ্গীতের সহিত নৌকা চলিল। বন্ধুদ্বয় বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।)

গীত।

"বাহিয়া চলেছি তরণী।

* * * * * *

হাসির আলোকে মিলাজ-পুলকে রয় চাহি-চোখে জাগিয়া,
করিবেনা বঁধু মোদের কপোলে সরম-রক্ত লাগিয়া,
প্রভাত-অরুণ-বরণী।"

—:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

রোম—মন্ত্রণাগৃহ।

(অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টেভীয়াস। এইবার এণ্টনী! তোমার দর্প চূর্ণ কর্ব্বো তোমার চিহ্ন আর রোমে থাক্‌বে না।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

—কি মন্ত্রী তুমি এণ্টনীর কলঙ্ক-কাহিনী এখনো প্রজাদের মধ্যে ব্যক্ত হ'তে দাওনি? গোপন করেছ?

মন্ত্রী। হাঁ।

অক্টে। এণ্টনীর প্রতি তোমার এ পক্ষপাতীতা কিসের?

মন্ত্রী। প্রজারা তাকে বড় ভালবাসে—তারা সে কথা শুন্‌লে মনে বড় কষ্ট কর্ব্বে তাই তাদের বলিনি।

অক্টে। বেশ মন্ত্রী তুমি এখনও প্রজাদের এণ্টনীকে ভাল-বাস্‌বার অবসর দিচ্ছ—কিন্তু অক্টেভীয়াস তা দেবে না। এণ্টনী

চরিত্রহীন লম্পটকে রোমের বীরহৃদয় ভালবাস্‌বে সে তা দেখ্‌তে পার্ব্বে না। আমি আজ কি আজ্ঞা প্রচার করিছি জান?

মন্ত্রী। না।

অক্টে। আজ আমি সমস্ত রোমে প্রচার করে দিয়েছি—আজ থেকে রোমে যে এণ্টনীর নাম কর্ব্বে, তার নামের নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেল্‌বে তাকে বন্দী কর্ব্বো, যতক্ষণ সে এণ্টনীকে ভোলবার প্রতিজ্ঞা না কোর্ব্বে তাকে নির্য্যাতন কর্ব্বো, তবুও যদি সে প্রতিজ্ঞা না করে—তাকে হত্যা কর্ব্বো।

মন্ত্রী। আপনার এ আজ্ঞা বড় কঠোর হয়েছে।

অক্টে। একটা রূপমুগ্ধ ক্রীতদাসকে তারা শাসকের ভক্তি দেবে আর আমি তাদের শাসনকর্ত্তা হয়ে শাসন কর্ব্বোনা—কি বল্‌ছ মন্ত্রী?—আজ্ঞাটা বড় কঠোর হয়েছে!

মন্ত্রী। এণ্টনী সামান্য একটা ভুল করেছে তারজন্য—

অক্টে। সামান্য ভুল? আচ্ছা মান্‌লুম সামান্য ভুল। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হয়ে তবে সে এ সামান্য ভুলই বা করে কেন?—কৈ অক্টেভীয়াস ত সে ভুল করেনি। সেত নিজে ঐ মিশরের রাণীকে যুদ্ধে হারিয়ে তার সাম্রাজ্যে রোমের আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে—কৈ সে রাণীর রূপের মোহে ত তার যুবকহৃদয় একটুও টলেনি—আর এণ্টনী কি না প্রৌঢ় বয়সে—ছিঃ—সে কথা মুখে আন্‌তেও ঘৃণা হয়।

(লাসোকে বন্দী-অবস্থায় লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রহরী। এই রোমান আপনার আজ্ঞা অবহেলা করে, রোমের পথে পথে এণ্টনীর নাম প্রচার করে বেড়াচ্ছিল।

অক্টে। কে তুমি?

লাসো। আমি লাসো—এণ্টনীর ভক্ত রোমান্।

অক্টে। এণ্টনীর ভক্ত? বেশ—তবু রোমের শাসনকর্ত্তার আজ্ঞা পালন করা উচিত।

লাসো। আপনি ত আর রোমের একমাত্র শাসনকর্ত্তা নন্।

অক্টে। একজন ত বটে? আমার আজ্ঞা দেবারও অধিকার আছে—

লাসো। আপনি একটা বুদ্ধিহীন আজ্ঞা প্রচার কর্ব্বেন আর আমরা তা পালন কর্ব্বো? আপনি সাম্রাজ্যশাসন কর্ত্তে পারেন কিন্তু আপনার প্রজাদের হৃদয় শাসন কর্ব্বার অধিকার নাই।

অক্টে। কি?—তোমরা একটা চরিত্রহীন লম্পটকে ভালবাসবে আর আমি তোমাদের শাসনকর্ত্তা হয়ে তোমাদের হৃদয় কলঙ্কিত হতে দোবো?

লাসো। কে বলে এণ্টনী চরিত্রহীন লম্পট?

অক্টে। তুমি মিশরের সংবাদ কিছু রাখ?

লাসো। রাখি বৈ কি।

অক্টে। এণ্টনী কেন রোমে ফেরেনি জান?

লাসো। জানি—অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই ফিরতে পারেনি।

অক্টে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে?—না মিশরের রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার ক্রীতদাস হয়ে আছে—

লাসো। মিথ্যা কথা।—ওটা তোমার রোমে একাধিপত্য বিস্তার কর্ব্বার একটা মিথ্যাযুক্তি, জুচ্চুরি, ধাপ্পা—এণ্টনীর গৌরব কলঙ্কিত কর্ব্বার একটা সাজানো কথা।

অক্টে। তুমি কার সম্মুখে কথা কইছ মনে থাকে।

লাসো। জানি—অক্টেভীয়াসের সম্মুখে, একটা মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজের সঙ্গে কথা কইছি।

অক্টে। যাও প্রহরী এই বিদ্রোহী কে—

লাসো। বিদ্রোহী কে? আমি বিদ্রোহী না তুমি বিদ্রোহী? তুমি প্রজার প্রতি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ—রোমের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, খুব বিদ্রোহের কারণ দেখাচ্ছ তুমি।

অক্টে। একে তৈলাক্ত করে রাজপথের বৃক্ষের শাখায় বেঁধে পুড়িয়ে মার্‌বে—তা'না হলে এর উপযুক্ত শাস্তি হবে না।

লাসো। বেশ অক্টেভীয়াস তাই কর—এই দেহের আগুনে সমস্ত অক্টেভীয়াস চালিত রোম পুড়ে মরুক—অক্টেভীয়াসও পুড়ে মরুক।

অক্টে। (প্রহরীকে) এখনো একে অঙ্গচালনা কর্ত্তে দিচ্ছ যাও অবিলম্বে আমার আজ্ঞা পালন কর—সমস্ত রোম দেখুক অক্টেভীয়াস মিথ্যা আজ্ঞা প্রচার করেনি।

লাসো। বেশ অক্টেভীয়াস—সমস্ত রোম দেখুক—তোমার অত্যাচার দেখুক—

[লাসোকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

(অক্টেভীয়াস ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থানোদ্যত)

অক্টে। মন্ত্রী এখন আমি প্রাসাদের কক্ষে যাচ্ছি একটু বিশ্রাম কর্ব্বো।

[অক্টের প্রস্থান।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভিয়া। এত অত্যাচার কিসের?—মন্ত্রী! অক্টেভিয়াস কোথা?

মন্ত্রী। তিনি প্রাসাদের কক্ষে বিশ্রাম কচ্ছেন?

অক্টেভিয়া। তার সঙ্গে এখন দেখা কর্ব্বো? না—থাক্ মন্ত্রী তুমিই তাকে বলে দিও—আমি তার দণ্ডিত রোমানকে মুক্তি দিয়েছি। আর মন্ত্রী তুমি তাকে একবার বুঝিয়ে বোলো—সে যেন রোমে আর এ অত্যাচার না করে (নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম) রোম শত অপরাধ কল্লেও রোম—রোম।

(বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল)

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মিশরের কক্ষ।

(এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা।)

ক্লিও। সম্রাট তোমার এই মিশরের প্রবাস কেমন লাগছে?

এণ্টনী। চমৎকার।

ক্লিও। রোমের চেয়েও চমৎকার?

এণ্টনী। যে আনন্দ রোমে পাইনি—রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে পাইনি—আজ সে আনন্দ এখানে পেয়েছি রাণী!

ক্লিও। কেন মিথ্যা তোষামোদ কর্চ্ছেন সম্রাট! মিশরে রোমের সে সৌন্দর্য্য, সে গৌরব কোথা! মিশর অসভ্য দেশ।

এণ্টনী। হোক সে অসভ্য দেশ, তবু আমার মন হরণ করেছে। শোন রাণী! টাইবার নদীর তীরে আমি আজন্ম খেলা করে এসেছি, তাকে শতবার শতরূপে ভালবেসেছি। কিন্তু আজ এই কলস্বনা নাইল সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রাণহরণ করেছে, তাকেও আমি এই কয়দিনে ভালবেসে ফেলেছি—বোধ হয় টাইবারের চেয়েও ভালবেসেছি।

ক্লিও। আর—

এণ্টনী। আর দূরে দেখ রাণী, মিশরের ঐ পিরামিড জগতের অতীত কাহিনী বুকে করে কি গর্ব্বভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ গরিমা আমি রোমের ক্যাটাকোম্ব পাইনি, রোমের সিটাডমে পাইনি। কি গৌরবময়, কি মহিমাময়।

ক্লিও। কিন্তু মিশরের মরুভূমিটাও কি গৌরবময় সুন্দর সম্রাট?

এণ্টনী। মরুভূমি?—কোথা?

ক্লিও। ঐ ত দিগন্ত বিস্তৃত সাহারা ধূ ধূ কর্চ্ছে।

এণ্টনী। যেন রাণী, মরুভূমির ওয়েসিস শষ্যা-শ্যামল বসুন্ধরার চেয়ে অনেক উর্ব্বর—অনেক শীতল—অনেক সুন্দর।

ক্লিও। কিন্তু সে ওয়েসিস ত সাহারায় নেই—শুধু ঐখানে উত্তাপ আর বালি, আর কিছু নেই।

এণ্টনী। আছে রাণী আছে।—সে ওয়েসিসের চেয়ে আরো সুন্দর ওয়েসিস আছে—তার চেয়ে আরো শীতল, আরো মধুর। দেখ রাণী তোমার প্রেমের উৎস সাহারাকে উর্ব্বর করে রেখে

দিয়েছে। দেখ রাণী তোমার প্রেমের পরশ তার উত্তাপকে গলিয়ে শীতল করে রেখেছে। তোমার সৌন্দর্য্য আজ এখানে শত সহস্র মন্দার কুসুম ফুটিয়ে রেখেছে। সে মাধুরী আর জগতের কোথাও নাই —রোমের সমগ্র সাম্রাজ্য বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। সম্রাটের বন্ধু ভীটাস—

(ক্লিওপেট্রা তাড়াতাড়ি প্রহরীর কাছে গেল।)

ক্লিও। (ধীরে প্রহরীকে) কি বল্‌ছ প্রহরী ?

প্রহরী। (ক্লিওপেট্রাকে) সম্রাটের বন্ধু ভীটাস সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়।

ক্লিও। তুমি বল, সম্রাট এখন ঘুমুচ্ছেন, দেখা কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত।)

শুনে যাও প্রহরী—

(প্রহরী ফিরিল।)

ক্লিও। তুমি ভীটাসকে গিয়ে বল—এণ্টনী বলে দিলেন, তিনি এখন দেখা কর্ত্তে পার্ব্বেন না। তোমরা রোমে শীঘ্র ফিরে যাও। তিনি তোমাদের পশ্চাতে যাবেন।

(প্রহরী ফিরিল—ক্লিও এণ্টনীর কাছে গেল)।

এণ্টনী। প্রহরী ভীটাসের কথা কি বল্‌ছিল ?

ক্লিও। ভীটাস মিশর ছেড়ে আজ রোমে ফিরে যাচ্ছে, তাই সংবাদ পাঠিয়েছে। আপনার সৈন্যরা আগে ফিরে গেছে।

এণ্টনী। আজ ভীটাস রোমে যাচ্ছে ? শুধু বলে গেল ?

একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না? আমিই রাণী আজ তাদের যাবার সময় একবার দেখা কর্ব্ব।

ক্লিও। কর্ব্বেন এখন সম্রাট! কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার একটী অনুরোধ আছে।

এণ্টনী। কি?

ক্লিও। আপনার জন্য সুন্দর মদিরা প্রস্তুত করিয়েছি, আপনাকে আগে পান কর্ত্তে হবে!

এণ্টনী। বেশ।

ক্লিও। আচ্ছা, তবে আনছি।

(ক্লিওপেট্রার প্রস্থান।)

এণ্টনী। কি কর্চ্ছি? এখানে ক'দিন আছি—কবার সূর্য্য উঠেছে—ক'বার রজনী এসেছে—কিছু মনে পড়ছে না। আমি আনন্দের মাঝে ডুবে রয়েছি,—না নরকের বিস্মৃতির মাঝে ডুবে রয়েছি—কিছু বুঝতে পারছি না—

(ক্লিওপেট্রার মদিরা হস্তে প্রবেশ।)

ক্লিও। পান কর সম্রাট! (পান করাইল।) কেমন?

এণ্টনী। সুন্দর,—অতি সুন্দর! এত সুন্দর মদিরা রোমে প্রস্তুত হয় না।

ক্লিও। আজ আমাদের সেই উৎসব হবে। আমি নর্ত্তকীদের আসতে বলে দিয়েছি।

এণ্টনী। বেশ।

(নর্ত্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

আজি এসেছি বঁধুহে তোমার চরণ শরণে, চঞ্চল-চল চরণে।
বাঞ্ছিত-চির সঞ্চিত ওগো যৌবনখানি মম,—
নিঙাড়ি এনেছি পাত্রে আজিকে দলিত-দ্রাক্ষা-সম;
তোমারে পিয়াব বলিয়া, প্রেম-ফুল-দল-দলিয়া, ভরেছি গন্ধে বরণে।
ওগো হৃদয়েশ! হে মোর প্রাণেশ! ওগো এ চিত্ত-চোর!
কি মহাপুলকে উঠিবে শিহরি, কি মহাআবেশে ভোর,
লহ গো অধরে তুলিয়া, মোহন-ভুবন ভুলিয়া,
মোহিবে মধুর মরণে, চিরমিলনের স্বপনে।

(সখিদের নিকট হইতে এক এক পাত্র সুরা পান করিয়া এণ্টনী নেশায় ঢলিয়া পড়িল।)

ক্লিও। সম্রাটকে আমার বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

(প্রহরীরা লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিল।)

ক্লিও। এইবার এণ্টনী তোমায় পোষ মানাব, আর উড়তে দোবো না।

চতুর্থ দৃশ্য।

মিশরের প্রান্তর।

(ফিলো ও ভীটাস কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।)

ভীটাস। আর কতদিন এই মিশরের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াব ফিলো? এণ্টনী আর রোমে ফিরবে না।

ফিলো। আর ঘুরে ঘুরে কি হবে? ভীটাস, চল রোমে ফিরে যাই।

ভীটাস। কি করে রোমে ফিরবো ফিলো? অক্টেভিয়াসের দল যখন এণ্টনীর কথা নিয়ে আমাদের ব্যঙ্গ করবে, তখন আমরা কি করে সহ্য করবো ফিলো?

ফিলো। আমিও তাই ভাবছি বন্ধু!

ভীটাস। আর ফিলো! ফুলভিয়া যখন জিজ্ঞাসা করবে, তার স্বামী কোথায়! আমি কি উত্তর দোবো ফিলো? সে যখন দেখবে, তার বন্ধুরাও ফিরে এল—তখন তাকে কি বলে বোঝাব ফিলো?

ফিলো। কিন্তু বন্ধু! আমাদের রোমে ফিরতে হবে। এখন আর রোমে অক্টেভীয়াসের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সে একমাত্র সম্রাট হবার চেষ্টা করবে। তার সে দুরভিসন্ধিতে কেউ বাধা দেবার নেই। চল বন্ধু! রোমে ফিরে এণ্টনীর বন্ধুর কাজ করি।

ভীটাস। ওকি? রোমান দূত এত ব্যস্তভাবে এ দিকে আসছে কেন?

ফিলো। নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ আনছে।

(দূতের প্রবেশ।)

ফিলো। দূত! কি সংবাদ?

দূত। রোমের সংবাদ বড় খারাপ। মহানুভব এণ্টনী কোথা?

ফিলো। আমাদের সে সংবাদ দিয়ে যাও। আমরা এণ্টনীকে বোলবো।

দূত। মহানুভব অক্টেভিয়াস সমস্ত রোমান রাজত্বের অধিপতি

হ'বার জন্য যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করেছে। যথেষ্ট অত্যাচার করছে।—

ফিলো। আর—

দূত। মহানুভব এণ্টনীর পত্নি প্রাণত্যাগ করেছে।

ফিলো। কি, ফুলভিয়া মরেছে?

দূত। মরেছে।—সমস্ত রোমান সৈন্য যখন রোমে ফিরলো, তখন তার স্বামীকে না দেখতে পেয়ে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ল, আর উঠল না।

ফিলো। যাক্, ফুলভিয়া মরেছে। একটা দেবী-প্রাণ স্বর্গে চলে গেছে।

ভীটাস। এণ্টনী! তোমার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার জীবনের সঙ্গিনীকেও হারালে।

ফিলো। ফুলভিয়া স্বর্গে গেছ, বেশ করেছ। এই কঠোর পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গই তোমার উপযুক্ত স্থান। ফুলভিয়া! চিরদিন তুমি পতিপ্রাণা ছিলে—তোমার ভ্রান্ত স্বামীকে স্বর্গ থেকে রক্ষা কর।

ভীটাস। বন্ধু ফিলো!

ফিলো। তাইত বন্ধু! কি ক'রব?

ভীটাস। কি হবে বন্ধু?

ফিলো। আজ রোমে এণ্টনীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। রোমে ফিরে নিতান্ত অপরিচিতের মত থাকতে হবে, অক্টেভিয়াসের আধিপত্য মান্‌তে হবে।

ভীটাস। তার চেয়ে আমাদের এই প্রান্তর ভাল ফিলো!

ফিলো। কি; রোমান হয়ে একেবারে রোমের আশা, জন্মভূমির আশা, কি করে পরিত্যাগ করি? ভীটাস! তুমি এইখানে থাক। এণ্টনীকে ফেরাবার চেষ্টা কর, আর একবার দেখ।

ভীটাস। এণ্টনী যদি আর ফিরতে না চায়?

ফিলো। তবু আর একবার দেখ! না ফিরতে চায়, রাণীর পায়ে কেঁদে পড়ে তার মুক্তি ভিক্ষা কোরো। আমি রোমে ফিরে যাই—প্রজাদের বুঝিয়ে ব'লব, এণ্টনী ফিরে আসছে তোরা কাঁদিসনে; অক্টেভিয়াসের অত্যাচার থেকে তোরা রক্ষা পাবি! তারাও কিছু সান্ত্বনা পাবে।

ভীটাস। তবে যাও ফিলো, তুমি রোমে ফিরে যাও! আর আমি দেখি তাকে ফেরাতে পারি কিনা।

ফিলো। তাই কর বন্ধু, আমি রোমে ফিরে যাই!

ভীটাস। হ্যাঁ বন্ধু, আমি তাই ক'রব! এণ্টনীকে রোমে ফেরাবো। আর যদি তাকে রোমে ফেরাতে না পারি, ভীটাসও তা হ'লে রোমে ফিরবে না।

ফিলো। তবে বন্ধু যাই—এই দূতের সঙ্গে ফিরে যাই। বিদায় দাও!

ভীটাস। যাও বন্ধু—বিদায়।

ফিলো। বিদায়! (আলিঙ্গন করিয়া) তুমি এখানে বন্ধুর কর্ত্তব্য কর! আমি রোমে বন্ধুর কর্ত্তব্য করিগে।

(দূতের সঙ্গে ফিলো একদিকে ও অপর দিকে ভীটাস নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

—০-:০:-০—

নাইল তীর—মিশরের উদ্যান।

এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা।

[এণ্টনী বসিয়া ও ক্লিওপেট্রা দাঁড়াইয়া ছিল।]

ক্লিও। এণ্টনীকে আজ বিষণ্ণ দেখছি যে—রোমে ফিরলে ফুলভিয়া কি গঞ্জনা দেবে তাই ভাবছ বুঝি?

এণ্টনী। না ক্লিও! ফুলভিয়ার কথা ভাবিনি।

ক্লিও। তবে বিষণ্ণ কেন?

এণ্টনী। কে বল্‌লে আমি বিষণ্ণ? কৈ—না।

ক্লিও। না, নিশ্চয়ই রোমে ফিরলে অক্টেভিয়াসের চোখ রাঙ্গানির কথা মনে পড়ছে—আর ভয় হচ্ছে।

এণ্টনী। না ক্লিও! তাও না।

ক্লিও। তবে মিশর আর ভাল লাগছে না, রোমে ফেরবার ইচ্ছে হচ্ছে?

এণ্টনী। না রাণী, তাও না!- আর আমি রোমে ফিরব না। তোমায় ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবো না। এই খানেই থাকবো।

ক্লিও। বেশ সুন্দর মিথ্যা কথাটা বলে যাচ্ছ ত! দেখো, ফুলভিয়া না জানতে পারে—রোমবাসী না শুনতে পায়।

এণ্টনী। তারা জানলেই বা, তাতে এণ্টনীর কিছু যায় আসে না। এণ্টনী আর রোমে ফিরবে না। একটা বিরাট

বিপ্লব যদি রোমকে ধ্বংস করতে আসে, তবুও এণ্টনী একটুও নড়বে না, এই খানেই থাকবে।

ক্লিও। রোমের উপর হটাৎ এত বিরাগ হবার কারণটা কি, শুনতে পাই?

এণ্টনী। না রাণী! রোমের উপর বিরাগ হয়নি—কারুর উপর বিরাগ হয়নি।

ক্লিও। তবে ও কথা ব'লছ কেন?

এণ্টনী। বলছি কেন? আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে দেখেছি, অগণ্য যুদ্ধ জয় করে দেখেছি, কিছুতেই তৃপ্তি নাই—সবই ক্ষণভঙ্গুর—কীর্ত্তি, বিজয়, গৌরব কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

ক্লিও। কেন? কীর্ত্তি ত চিরস্থায়ী—

এণ্টনী। কে বলে কীর্ত্তি চিরস্থায়ী? এই এণ্টনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এণ্টনীর বিজয়, এণ্টনীর গৌরব, এণ্টনীর শক্তি, সব লুপ্ত হয়ে যাবে। কেউ আর তার নাম করবে না।

ক্লিও। তাই ভাবছেন বুঝি—এমন একটা কি করে যাবেন যে চিরকালের জন্য থাকবে?

এণ্টনী। হ্যাঁ রাণী ভাবছি—ভেবে স্থির করেছি—এমন একটা কিছু রেখে যাব, যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল থাকবে।

ক্লিও। যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল থাকবে।

এণ্টনী। যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল গর্ব্বভরে দাঁড়িয়ে থাকবে। শোন রাণী! এই এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রা শক্তি আর সৌন্দর্য্য যখন এমনি ধারা হাত ধরাধরি করে জগতের সম্মুখে

দাঁড়াবে, (হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল) তখন জগতবাসী সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে আর সে দৃশ্য দেখতে পাবে না জেনে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে দৃশ্য লিখে রেখে দেবে। যুগ যুগান্তেও সে দৃশ্য মুছবে না।

ক্লিও। কথাটা শুনতে লাগল বেশ। কিন্তু ফুলভিয়াকে বিয়ে করে ভালবাসনা, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করে?

এণ্টনী। এণ্টনী রোমকেও ভালবাস্‌ত, ফুলভিয়াকেও ভালবাস্‌ত। কিন্তু সে, ক্লিওপেট্রাকে দেখবার আগে।

ক্লিও। ক্লিওপেট্রাকে দেখে তবে ত ভারি অন্যায় করেছেন!

এণ্টনী। কেন রাণী, মিথ্যা কথা কাটাকাটি করে আমাদের আনন্দ লক্ষণগুলি বিদ্বেষ ভারাক্রান্ত ক'রছ? জীবনের এই সুন্দর মুহূর্ত্তগুলি চলে গেলে একেবারে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। চল রাণী! আমাদের আজ জল-বিহারে যাবার কথা আছে, তোমার তরণী সজ্জিত করবার আজ্ঞা দাও।

ক্লিও। আপনার ফুলভিয়া ত এখানে নেই, কার সঙ্গে যাবেন?

এণ্টণী। ক্ষমা কর রাণী! যদি ফুলভিয়ার নামে কোন দিন অলক্ষ্যে অশ্রু দেখা দিয়ে থাকে—ক্ষমা কর রাণী! যদি অক্টেভিয়াসের নামে কোন দিন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকে—ক্ষমা কর রাণী! যদি রোমের নামে কোন দিন অজ্ঞাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে থাকি—ক্ষমা কর রাণী! জেন এণ্টনী সে জেনে শুনে করেনি। এণ্টনীর সে দুর্ব্বলতা নিয়ে পরিহাস কোরোনা ক্ষমা কর রাণী!

ক্লিও। (নতজানু হইয়া এণ্টনীর পদতলে পড়িয়া) না,

এণ্টনী প্রিয়তম! আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি।

(এণ্টনী ক্লিওর হাত ধরিয়া তুলিল।)

এণ্টনী। উঠ রাণী উঠ! আর মিথ্যা ক্ষমার অভিনয় করে কি হবে? চল আমরা আজ নাইলে বেড়িয়ে আসি।

ক্লিও। যাচ্ছি প্রিয়তম যাচ্ছি! আমি নিজে তরণী সাজিয়ে নিয়ে আসছি। আজ প্রিয়তম! কুসুম, সঙ্গীত আর প্রেমের আনন্দের ভিতর তোমায় ডুবিয়ে রাখব।

(ক্লিওপেট্রার প্রস্থান।)

(ভীটাসের অন্যদিক দিয়া প্রবেশ)

ভীটাস। বন্ধু এণ্টনী!

এণ্টনী। কে ভীটাস?—এখানে?

ভীটাস। তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বার সুযোগ আজ অনেক কষ্টে পেয়েছি বন্ধু—আমার একটা কথা শুনতে হবে।

এণ্টনী। শুনবো—আগে রোমের কি খপর বল।

ভীটাস। রোমের খপর অতি ভয়ানক বন্ধু—

এণ্টনী। ফুলভিয়ার—

(ভীটাস নিরুত্তর)

এণ্টনী। নিরুত্তর কেন? ভীটাস তুমি নিঃশঙ্কোচে বল রোমবাসী আজ কি বলে এণ্টনীকে বিদ্রূপ কর্চ্ছে, ফুলভিয়া তার স্বামীর অধঃপতনের কথা শুনে কি বলে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে, বল

ভীটাস বল, তাদের ভাষায় বল, এণ্টনীর সে শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। (ভীটাস নিরুত্তর)

এণ্টনী। বল ভীটাস বল, ফুলভিয়া কি বল্‌ছে—

ভীটাস। আর কি বল্‌ব বন্ধু—

এণ্টনী। নিঃশঙ্কোচে বল ফুলভিয়া কি বল্‌ছে—

ভীটাস। আর কি বল্‌বে বন্ধু—ফুলভিয়ার কথা কি বল্‌ব, সমস্ত সেনা যখন রোমে ফিরে গেল তখন তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে তখন—

এণ্টনী। তখন—কি বল—থাম্‌লে কেন।

ভীটাস। তখন সে যে শয্যা গ্রহণ করলে আর উঠল না।

এণ্টনী। তবে ফুলভিয়া মরেছে ?

(ভীটাস নিরুত্তর—চোখ মুছিল)

এণ্টনী। বল ভীটাস বল, ফুলভিয়া বেঁচে আছে কি মরেছে।

ভীটাস। মরেছে।

এণ্টনী। যাক্—ঈশ্বর এত দিনে তার একটা ভ্রম সংশোধন করেছেন—স্বর্গের মন্দার কুসুম স্বর্গে নিয়ে গেছেন। ফুলভিয়া তোমার স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে, তুমি নক্ষত্রলোকে চলে গেছ আর এণ্টনীর হৃদয়রক্ত ঐ নাইল দিয়ে বইছে (অর্দ্ধ স্বগতঃ) হায় ফুলভিয়া যদি তোমার কথা শুনতুম—মিশরে না আসতুম্—যাক্, গেছে।

(কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল)

আর রোমের অন্য সংবাদ কি ভীটাস।

ভীটাস। অক্টেভীয়াস রোমের একছত্র অধিপতি হবার চেষ্টা কর্চ্ছে—সমস্ত প্রজাগণকে অত্যাচারে প্রপীড়িত কর্চ্ছে।

এণ্টনী। আর রোমবাসী তা নিঃশব্দে সহ্য কর্চ্ছে এমন কি কেউ নেই যে তার প্রতিবিধান করে?

ভীটাস। যদি তাই থাক্‌বে, তবে তারা এণ্টনীর জন্য হাহাকার কর্ব্বে কেন?

এণ্টনী। তবে কি বন্ধু আমায় আবার রোমে ফিরে যেতে হবে, অক্টেভীয়াসের এ অত্যাচার বন্ধ কর্ত্তে হবে?

ভীটাস। হ্যাঁ বন্ধু! তোমাকে ত সেই জন্যই ডাক্‌তে এসেছি, চল বন্ধু, রোমে ফিরে চল, আবার শান্তি সংস্থাপন কর্ব্বে চল।

এণ্টনী। আচ্ছা ভীটাস, তাই হবে, আমি রোমে আবার ফিরবো, অক্টেভীয়াসকে একবার শিক্ষা দোবো।

ভীটাস। চল বন্ধু (উভয়ে অগ্রসর হইল—নেপথ্যে সঙ্গীতশ্রুত হইল, এণ্টনী চমকিয়া ফিরিল)

এণ্টনী। ঐ রাণী আস্‌ছে—ঐ সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে—না ভীটাস আমি আর কোথাও যেতে পার্ব্বোনা।

ভীটাস। যেতে হবে। তোমায় না সঙ্গে নিয়ে ভীটাস এক পাও নড়্‌বে না।

এণ্টনী। না ভীটাস আমার অনুরোধ তুমি এখান থেকে যাও—আমি যেতে পার্ব্বনা।

ভীটাস। আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তোমায় না নিয়ে আমি ফিরবো না।

এণ্টনী। প্রতিজ্ঞা করে এসেছ?

ভীটাস। প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।

এণ্টনী। (ছুরি বাহির করিয়া) দেখ দেখ ভীটাস এই ছুরি দেখ, তুমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাক্‌লে আমি আত্মহত্যা কোর্ব্বো? কেমন যাবে? বল শীঘ্র বল। তুমি জানো ভীটাস! এণ্টনী কথা ও কাজ এক সঙ্গে করে।

ভীটাস। যাচ্ছি—বন্ধু যাচ্ছি।

এণ্টনী। আবার দাঁড়ালে যে—তবে এখনি—(ছুরি তুলিয়া)।

ভীটাস। যাচ্ছি, বন্ধু যাচ্ছি।

[ভীটাসের প্রস্থান।

এণ্টনী। (ছুরিকা ফেলিয়া দিয়া) একি,—এ নেশার ঝোঁক না খেয়ালের বল—কি কর্চ্ছি?—আকাশে সূর্য্য উঠেছে না অমাবস্যার অন্ধকার ঘিরে আছে,—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। ফুলভিয়া—ফুলভিয়া, রোম—রোম,—কান্না পাচ্ছে,—গলা চেপে ধরছে—কে—কে রক্ষা কর্ব্বে—কে রক্ষা কর্ব্বে—ক্লিওপেট্রা,—ক্লিওপেট্রা—ঐ আস্‌ছে—ঐ সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে—(নেপথ্যে সঙ্গীত) যাই—যাই—পালাই—ক্লিওপেট্রা—ক্লিওপেট্রা।

[বেগে প্রস্থান।

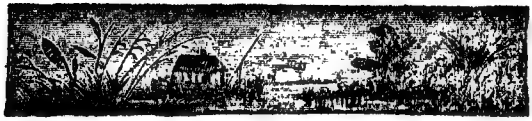

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:-•-:—

মিশরের প্রান্তর।

লাসো। (পরিক্রমণ করিতেছিল) কীর্ত্তির উচ্চ-শিখর থেকে অধঃপতনের অতল গহ্বরে ছুটে চলেছে কেউ ফেরাতে পার্চ্ছে না।—এণ্টনী! তুমি যদি মর্‌তে—এই মিশরে আস্‌বার আগে মর্‌তে—তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে বেঁচে থাক্‌ত—রোমকে লজ্জায় মুখ ঢাক্‌তে হোত না।

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস। কে তুমি? রোমান? এই মিশরের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন?

লাসো। সে কথা তোমায় বোল্‌বো না—আমি ভীটাসের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।

ভীটাস। ভীটাস ত তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লাসো। তুমি এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস?

ভীটাস। হাঁ—আমিই এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস।

লাসো। তবে শোন ভীটাস! আমি দারুণ মর্ম্মব্যথা নিয়ে এই মিশরের প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বুকে কি জ্বলন্ত আগুন নিয়ে রয়েছি। তুমিও রোমে ফির্‌লে এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকতে পার্ব্বে না—অক্টেভীয়াসের দলের টিটকারী, এণ্টনীর দলের প্রতি ব্যঙ্গ, তোমার জীবনটাকে দুর্ব্বহ করে তুলবে—তোমাকেও আমার মতন হৃদয়ে একটা জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—সে জ্বালা বিষের চেয়েও ভয়ানক—আগুনের চেয়েও জ্বলন্ত।

ভীটাস। তা আর কি কর্বে রোমান? তার আর কোন উপায় নেই।

লাসো। কেন? এণ্টনীকে রোমে ফেরাতে পাল্লেও উপায় নেই?

ভীটাস। না—সে আর রোমে ফিরবে না। আমি চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তুমি না ফেরাতে পারো—আমি একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো।

ভীটাস। তুমি আর কি করে চেষ্টা করে দেখবে রোমান? আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তবু ফেরাতে পারোনি?

ভীটাস। না।

লাসো। অক্টেভীয়াসের অত্যাচারের কথা ফুলভিয়ার মৃত্যুর কথা বলেছিলে?

ভীটাস। বলেছিলুম। [illegible] শোনেনি তার পায়ে ধরে

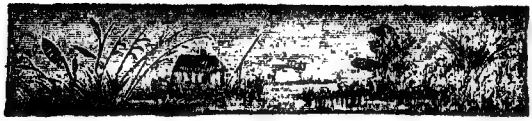

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:-•-:—

মিশরের প্রান্তর।

লাসো। (পরিক্রমণ করিতেছিল) কীর্ত্তির উচ্চ-শিখর থেকে অধঃপতনের অতল গহ্বরে ছুটে চলেছে কেউ ফেরাতে পার্চ্ছে না।—এণ্টনী! তুমি যদি মর্‌তে—এই মিশরে আস্‌বার আগে মর্‌তে—তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে বেঁচে থাক্‌ত—রোমকে লজ্জায় মুখ ঢাক্‌তে হোত না।

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস। কে তুমি? রোমান? এই মিশরের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন?

লাসো। সে কথা তোমায় বোল্‌বো না—আমি ভীটাসের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।

ভীটাস। ভীটাস ত তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লাসো। তুমি এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস?

ভীটাস। হাঁ—আমিই এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস।

লাসো। তবে শোন ভীটাস! আমি দারুণ মর্ম্মব্যথা নিয়ে এই মিশরের প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বুকে কি জ্বলন্ত আগুন নিয়ে রয়েছি। তুমিও রোমে ফিরলে এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকতে পার্ব্বে না—অক্টেভীয়াসের দলের টিটকারী, এণ্টনীর দলের প্রতি ব্যঙ্গ, তোমার জীবনটাকে দুর্ব্বহ করে তুলবে—তোমাকেও আমার মতন হৃদয়ে একটা জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—সে জ্বালা বিষের চেয়েও ভয়ানক—আগুনের চেয়েও জ্বলন্ত।

ভীটাস। তা আর কি করবে রোমান? তার আর কোন উপায় নেই।

লাসো। কেন? এণ্টনীকে রোমে ফেরাতে পাল্লেও উপায় নেই?

ভীটাস। না—সে আর রোমে ফিরবে না। আমি চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তুমি না ফেরাতে পারো—আমি একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো।

ভীটাস। তুমি আর কি করে চেষ্টা করে দেখবে রোমান? আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তবু ফেরাতে পারোনি?

ভীটাস। না।

লাসো। অক্টেভীয়াসের অত্যাচারের কথা ফুলভিয়ার মৃত্যুর কথা বলেছিলে?

ভীটাস। বলেছিলুম। [illegible] শোনেনি তার পায়ে ধরে

কেঁদে বলেছি, সে আমার ছুরি দেখিয়ে বলেছে—ভীটাস তুমি চলে যাও তা' না হলে আত্মহত্যা কোর্ব্বো।

লাসো। কি তার এতদূর অধঃপতন হয়েছে? নিজের প্রাণের চেয়ে—জন্মভূমির কলঙ্কের চেয়ে—একটা রমণীর রূপ তার কাছে এত প্রিয় আর আমি তাকে ভক্তি করি?—দেবতার ন্যায় পূজা করি?—তার জন্য প্রাণ দিতে চাই?—ধিক্ আমাকে। না—না—ভীটাস! তবে রোমান এণ্টনী মরেছে—বীর বিজয়ী এণ্টনী মরেছে—মিশরে বসে যে বিলাস স্রোত চালাচ্ছে, সে সে এণ্টনী নয়—একটা কলঙ্কিত কাপুরুষ লম্পট রোমান (ভীটাস নিরুত্তর মুখ নত করিল)।

লাসো। কি ভীটাস! কথা কোচ্ছোনা যে? তুমিও তবে তাই মনে কর্চ্ছ—তুমিও তবে বুঝতে পেরেছ, এ বিলাস স্রোতে বাধা না দিলে—অধঃপতনের পথ বন্ধ না করলে—রোমের মুখে, জন্মভূমির মুখে কালী পড়বে অক্টেভিয়াসের ব্যঙ্গে রোমান এণ্টনীর ভক্তদের রোম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভীটাস। বুঝেছি—কিন্তু কি করে কি কর্ব্বো রোমান?

লাসো। কি করে কি কর্ব্বে?—সেই করবার জন্যইত লাসো রোম থেকে এখানে ছুটে এসেছে।

ভীটাস। কি কর্ব্বে বলে ছুটে এসেছে?

লাসো। এণ্টনী স্বইচ্ছায় না ফিরলে তাকে হত্যা করবো বলে ছুটে এসেছি। তার ঘৃণিত জীবন নিয়ে আর তাকে বাঁচতে দোবো না—রোমের মুখে আর কালি ঢালতে দোবো না—তার অতীতকে কলঙ্কিত করতে দোবো না।

ভীটাস। তুমি তার বন্ধু হ'য়ে—ভক্ত হ'য়ে তাকে হত্যা করবে?

লাসো। এ সময়ে তার ভক্ত তাকে হত্যা করবে না ত তার শত্রু তাকে হত্যা করবে? তারা ত তার অধঃপতন দেখে হাস্‌বে—কলঙ্ক দেখে বিদ্রূপ কর'বে—তাদের ঘাতকও তাকে স্পর্শ করবে না।

ভীটাস। ভক্ত হ'য়ে তাকে হত্যা কর'বে!

লাসো। আশ্চর্য্য হচ্ছ যে, একটু বুঝতে পাচ্ছো না ভীটাস? তুমি বুঝতে পাচ্ছো না দিগ্বিজয়ী বীর রোমান এণ্টনী অনেক দিন মরেছে তবে তার সঙ্গে তার কীর্ত্তি যশঃ গৌরব মরে কেন? তার ভক্ত তাদের রক্ষা করবে।

ভীটাস। একি সত্য বলছ—তুমি এণ্টনীকে হত্যা ক'রবে বলে এসেছ?

লাসো। সত্য কথা—খুব সত্য কথা। আমার এই নিশ্বাসের মত সত্য—আমার জীবনের মত নিশ্চয় (ছুরি বাহির করিয়া) এই তীক্ষ্ণ ধার ছুরির মত ধ্রুব। সে না ফিরলে তাকে আমি হত্যা ক'রবো বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।

ভীটাস। না রোমান তাকে হত্যা ক'রোনা। আমার মিনতি তুমি তাকে হত্যা ক'রোনা।

লাসো। তোমার মিনতি? তোমার মিনতি কি এণ্টনীর অধঃপতনের চেয়ে বলবান? রোমের কলঙ্কের চেয়েও বেশী? অক্টেভিয়াসের অত্যাচারের চেয়েও প্রবল? যে আমি তোমার কথা রাখবো ভীটাস?

ভীটাস। না—তার এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা একবার ক্ষমা করো।

লাসো। আমি ক্ষমা কর্ব্বো? আমি ক্ষমা ক'রলেত জগৎ

ক্ষমা কর্ব্বে না—রোম তার ধিক্কার বন্ধ করবে না—অক্টেভিয়াস তার বিদ্রূপ শেষ করবে না ; আমি ক্ষমা করলে রোমের কলঙ্কও ঘুচবে না।

ভীটাস। তবে কি হ'বে—

লাসো। তাকে হত্যা কর্ব্বো।

ভীটাস। নিশ্চয় ?

লাসো। নিশ্চয় কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ভীটাস। না রোমান! ভীটাস এণ্টনীর মৃত্যু দেখতে পার্ব্বে না। তুমি আগে আমায় হত্যা কর, তারপর এণ্টনিকে হত্যা কোরো।

লাসো। তুমি দেখতে পারবে না—আর আমি দেখতে পার্ব্বো ভীটাস ? এণ্টনীর এই দুঃসময়ে তোমার হৃদয়কে সবল কর্ত্তে হবে।

ভীটাস। না রোমান্—আমি তা দেখতে পার্ব্বো না—আমায় তুমি আগে হত্যা ক'রো (হাত ধরিল)।

লাসো। আমার ত হত্যা ব্যবসা নয় ভীটাস যে আমি তোমায় হত্যা ক'রবো। আমি কর্ত্তব্য কর্ত্তে এসেছি কর্ত্তব্য ক'রে চলে যাব।

ভীটাস। তুমি ভীটাসকেও হত্যা ক'রবে না ? এণ্টনীকেও রক্ষা ক'রবে না ?

লাসো। না ভীটাস! আমি কর্ত্তব্য কর্ত্তে এসেছি কর্ত্তব্য ক'রে চলে যাব।

ভীটাস। তবে রোমান্ আমায় একবার অবসর দাও—আমি আর একবার দেখি, এণ্টনীকে ফেরাতে পারি কি না—আর একবার দেখি।

লাসো। দেখ ভীটাস—তাই দেখ—এণ্টনীকে ফেরাতে পার কি না আর একবার দেখ। তাই যেন হয় ভীটাস, এণ্টনী যেন ফেরে। লাসো আজ অনেক কষ্টে হৃদয়ে বল বেঁধে কঠোর কর্ত্তব্য নিয়ে মিশরে ছুটে এসেছে, অনেক কষ্টে তার হৃদয়কে দৃঢ় ক'রেছে —আর সে পাচ্ছে না—ভেঙ্গে প'ড়ছে। তবু এ কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে হবে।

ভীটাস। তাই হবে লাসো! আর একবার দেখি, এণ্টনিকে ফেরাতে পারি কি না—যদি এণ্টনী না ফেরে তবে ভীটাস আত্মহত্যা কর্ব্বে—তারপর তুমি তোমার কঠোর কর্ত্তব্য করে চলে যেও, ভীটাস আর তা দেখতে আসবে না।

লাসো। না,—না, চলো ভীটাস আর একবার চেষ্টা করে দেখি চলো—যদি এণ্টনী ফেরে। [উভয়ের প্রস্থান।

[উদ্‌ভ্রান্ত ও ত্রস্তভাবে ফেরোর প্রবেশ ও প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিশরের উদ্যান।

(এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা)

এণ্টনী। ক্লিও।

ক্লিও। নাথ।

এণ্টনী। আজ আমার জন্মদিন, তাই রোমের কথা মনে পড়্‌ছে।

ক্লিও। জানি নাথ—তাই আজ নগরীতে উৎসবের আয়োজন ক'রেছি। সমস্ত নগরবাসীর গৃহ আজ আলোকমালায় সজ্জিত করবার আজ্ঞা দিয়েছি, নগরবাসিগণ আজ আমাদের নগরের পথে দেখলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করবে—তাদের উৎসবে আরো আনন্দ বর্ষিত হবে। চল আজ নগরীর কেমন শোভা হয়েছে দেখে আসি।

এণ্টনী। না—ক্লিও। আজ আর কোথাও যাবো না। তোমাতে আমাতে আজ এই নিভৃতে নির্জ্জন কুঞ্জকাননে আমার জন্মোৎসব হবে। তোমার সৌন্দর্য্য আজ এই কাননকে আলোকিত কর্ব্বে—তোমার প্রেম সে আলোককে আরও উজ্জ্বল করবে।

ক্লিও। তবু নাথ—নগরবাসীরা আজ আয়োজন করেছে—

এণ্টনী। আজ আর কোথাও যাচ্ছি না—তুমি একটা গান গাও শুনি।

ক্লিও। আচ্ছা নাথ গাইছি।

(ক্লিওপেট্রা একটী মর্ম্মর বেদীর উপর বসিল, এণ্টনী পাশে হেলান দিয়া বসিল, পাশে একটী বীণা পড়িয়া ছিল ক্লিওপেট্রা সেটী হাতে তুলিয়া গান ধরিল*)

(ফেরো পশ্চাতে ঘুরিতেছে)

(—গান শেষ হইলে, রঙ্গমঞ্চের কোণে ক্লিও ও এণ্টনীর অলক্ষ্যে ভীটাসকে বাধা দিতে দিতে একটি প্রহরী ও লাসোকে বাধা দিতে দিতে একজন প্রহরী দেখা দেল)

প্রহরী। কোনো রোমান এণ্টনীর সঙ্গে দেখা করতে পার্ব্বে না—রাণীর হুকুম।

* রঙ্গালয়ে জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের "ভুসি সন্ধ্যার মেঘ" গানটি গীত হয়।

ভীটাস। ছেড়ে দাও একবার ছেড়ে দাও এই শেষবার।

প্রহরী। না। (ভীটাসকে লইয়া গেল)

(হটাৎ লাসো হাত-ফস্‌কাইয়া এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার সম্মুখে উপস্থিত হইল)

লাসো। (এণ্টনীর সম্মুখে ছুরি খুলিয়া) স্বদেশহন্তার এই পরিণাম—(ছুরি মারিবার জন্য তুলিল—ফেরো ছুটিয়া গিয়া বুক পাতিয়া দিল—ছুরি এণ্টনীর বুকে না পড়িয়া ফেরোর বুকে পড়িল—ফেরো ক্লিওপেট্রার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, ছটফট করিতে লাগিল—এণ্টনী উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রহরীরা ছুটিয়া লাসোকে ধরিল)

এণ্টনী। তুমি রোমান হয়ে এণ্টনীকে হত্যা কর্ব্বার জন্য এসেছ? তুমি অক্টেভীয়াসের গুপ্তচর?

লাসো। লাসো অক্টেভীয়াসের গুপ্তচর নয়, এণ্টনীর-ভক্ত, রোমান।

এণ্টনী। এণ্টনীর ভক্ত হয়ে এণ্টনীকে খুন কর্ত্তে এসেছ!

লাসো। এণ্টনীকে খুন কর্ত্তে আসি নি—এণ্টনীকে নরক থেকে স্বর্গে পাঠাতে এসেছিলুম। তোমার কলঙ্ক রোমের কলঙ্ক ক্ষালন কর্ত্তে এসেছিলুম—তোমাকে তোমার অধঃপতনের পথে বাধা দিতে এসেছিলুম—তোমাকে এই কুলটা নারীর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর্ত্তে এসেছিলুম।

এণ্টনী। (লাসোর কথার আরম্ভের সময় মুখ নত করিয়াছিল—'কুলটা নারী' শুনিতে মুখ তুলিয়া) চুপ কর, বাহিরে চল! প্রহরী ছেড়ে দাও।

(এণ্টনী লাসোর হাত ধরিয়া বাহিরে গেল)

ক্লিও। (ফেরোর দিকে চাহিল) ফেরো! এণ্টনীকে হত্যা কর্ত্তে আস্‌বে তুমি আগে জান্‌তে পেরেছিলে?

ফেরো। পেরেছিলুম।

ক্লিও। তবে জানালে না কেন?

ফেরো। সে তার কর্ত্তব্য কর্ত্তে এসেছে আমি বাধা দোবো কেন রাণী?

ক্লিও। তবে তুমি নিজের বুকে ছুরি নিয়ে এণ্টনীকে বাঁচালে কেন?

ফেরো। তোমাকে ভালবাসি বলে রাণী। আমি বুঝেছি রাণী তুমি এণ্টনীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাস—এণ্টনী মরলে তুমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পার্ব্বে না। তার আগে ফেরো মর্ত্তে চায়।

ক্লিও। বুঝ্‌লুম।

(এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী। (স্বগতঃ বলিতে বলিতে) উঃ—আমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে!—আমি রোমের নামে এত দূর কলঙ্ক এনেছি! আমারই অনুরক্ত রোমান আজ আমায় তাই ঘৃণায়, প্রাণের আবেগে হত্যা কর্ত্তে এসেছে!—আমি এত দূর ঘৃণ্য অপদার্থ কলঙ্কিত। এতদূর ধ্বংসের পথে নেমে গেছি! আমার সাধের রোম আজ অক্টেভীয়াসের অত্যাচারে প্রপীড়িত হচ্ছে—আর আমি এখানে অলস আনন্দ উপভোগ কর্চ্ছি। কি কোর্ব্বো—রোমে ফিরবো!

(ক্লিওর দিকে চাহিয়া ও ফেরোকে দেখিয়া শিহরিয়া)

একি? রাণী! যে মিশরবাসী আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ঘাতকের

ছুরির সম্মুখে তার নিজের বুক পেতে দিয়েছে যে ঐখানে পড়ে রয়েছে—তার শুশ্রূষার এখনো কোনো বন্দোবস্ত হয়নি।

ক্লিও। আর শুশ্রূষা নিষ্ফল—ও আর বাঁচবে না।

এণ্টনী। বাঁচবে কি মর্ব্বে কে বল্‌তে পারে রাণী (ফেরোর কাছে গিয়া) এই যে এখনো এর দেহে প্রাণ রয়েছে—এখনো শুশ্রূষা কল্লে বাঁচতে পারে। প্রহরী!

(চারিজন প্রহরীর প্রবেশ)

—একে চিকিৎসকের গৃহে বহন করে লয়ে যাও, একে যত্ন সহকারে চিকিৎসা কর্ত্তে বোলো—জেনো এর জীবন এণ্টনীর জীবনের চেয়েও প্রিয়। (বহন করিবার জন্য ফেরোকে তুলিল) না—আমিও যাই, আমি নিজে চিকিৎসককে অনুরোধ করে আসি।

(ক্লিও মুখ নত করিয়া রহিল)

[এণ্টনী প্রহরীবাহিত ফেরোর সহিত প্রস্থান করিল।

ক্লিও। (স্বগতঃ) তাইত এণ্টনীকে কি করে রক্ষা কর্ব্বো—গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য ঘুর্চ্ছে—একজনা ধরা পড়বে আর একজন আস্‌বে—গুপ্তঘাতক শাসন মানে না, শাস্তি মানে না—গুপ্তঘাতকের অস্ত্র সর্পের চেয়েও ক্রুর ব্যাঘ্রের চেয়েও হিংস্র, তাইত কি করি—কি করে এণ্টনীকে রক্ষা কর্ব্বো?

(বেগে ভীটাসের প্রবেশ পশ্চাতে প্রহরী)

(ভীটাস আসিয়া রাণীর সম্মুখে জানু পাতিল)

(প্রহরী ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেল)

ক্লিও। কে তুমি?—রোমান্—গুপ্তঘাতক?

—প্রহরী কি দেখ্‌ছ একে মিশরের সমুদ্র তীরে রেখে এসো।

(প্রহরী ভীটাসের হাত ধরিয়া তুলিল ভীটাস ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে)

ভীটাস। না রাণী আমি কাউকে হত্যা কর্ত্তে আসিনি—আমি গুপ্তঘাতক নয়—আমি এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস।

ক্লিও। এখানে কেন?—যাও—শাস্তি পাবে।

ভীটাস। তোমাকে সুধু দুটো কথা জানাতে এসেছি রাণী, সে কথা বল্‌তে দাও—তারপর যা শাস্তি দেবার হয় দিও।

ক্লিও। আচ্ছা প্রহরী ওকে ছেড়ে দাও—কি বলবে বল।

(প্রহরী মুক্ত করিল)

ভীটাস। রাণী! আজ আমি সমস্ত রোমবাসীর পক্ষ থেকে তোমার নিকট একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, অভয় দাও—তোমার চরণে নিবেদন করি।

ক্লিও। ভূমিকার প্রয়োজন নাই—কি বল্‌বার আছে বল।

ভীটাস। আজ সমস্ত রোম অক্টেভীয়াসের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হচ্ছে—সমস্ত রোমবাসী তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শঙ্কিত হয়েছে—

ক্লিও। বেশ।

ভীটাস। রোমের ঘরে ঘরে আজ ক্রন্দনের রোল উঠেছে, রোমবাসী আজ ভবিষ্যতের দিকে হতাশ ভাবে চেয়ে রয়েছে, আজ তাদের সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই—কেউ নেই যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে।

ক্লিও। তা মিশরের সম্রাজ্ঞী কি কর্ব্বে? সে কথা আমায় বলছ কেন?

ভীটাস। তুমি সব কর্ত্তে পার রাণী—তুমি ছাড়া রোমকে এ বিপদ থেকে কেউ রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।—তুমি যদি এণ্টনীকে একবার ছেড়ে দাও—একবার তাকে মুক্ত করে দাও—

ক্লিও। কি বল্‌ছ তুমি? আমি এণ্টনীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছি—যে আমি মুক্ত করে দোবো?

ভীটাস। তুমি কারারুদ্ধ করনি বটে, কিন্তু এণ্টনী আজ স্বেচ্ছায় মিশরের প্রাসাদে কারারুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

ক্লিও। তাই যদি হ'য়ে থাকে, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি এণ্টনীকে এখনি রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কেউ বাধা দেবে না।

ভীটাস। তুমি আমায় আজ্ঞা দিলে ত আর এণ্টনী ফির্‌বে না—তুমি এণ্টনীকে রোমে না পাঠালে তাকে কেউ রোমে নিয়ে যেতে পার্ব্বেনা। তাই আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছি—তাই আজ ভীটাস সমস্ত রোমবাসীর পক্ষ থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমার পায়ে ধরে মিনতি করে বলছে (পায়ে ধরিল) দাও—রাণী—এণ্টনীকে রোমে একবার পাঠিয়ে দাও—বল—বল, তুমি রোমের এ প্রার্থনা পূর্ণ কর্ব্বে? বল।

ক্লিও। এত শীঘ্র কোনও সম্রাজ্ঞী তার অভিমত প্রকাশ কর্ত্তে পারে না—তুমি এখন যাও অবসর মত উত্তর পাবে (ভীটাস দাঁড়াইল) দাঁড়িয়ে রইলে যে—আর কিছু বলবার আছে?

ভীটাস। না।

ক্লিও। এখন যাও—অবসর মত উত্তর পাবে।

ভীটাস। তবে রোম কি আশা কর্ত্তে পারে যে এণ্টনীকে তারা ফিরে পাবে—!

ক্লিও। আমি একবার উত্তর দিয়েছি—আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ? যাও। তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে—প্রহরী একে নিয়ে যাও—প্রাসাদের বাহিরে রেখে এস—

[ভীটাসকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

ক্লিও। হাঃ—হাঃ—বিজয়োদ্ধত সুসভ্য রোম আজ অসভ্য মিশরের পায়ে ধরে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহায্য ভিক্ষা কর্চ্ছে—যত ভাবছি, মনে আনন্দ হচ্ছে। আজ মিশরের কি গৌরব!—ক্লিওপেট্রার কি গৌরব! কিন্তু তাইত—এণ্টনীকে রোমে পাঠিয়ে দোবো—তাকে ভালবেসে ফেলেছি, বড় ভালবেসে ফেলিছি—আমি তাকে ছেড়ে মিশরে কি করে একলা থাক্‌বো

(ভাবিতে ভাবিতে, কিয়ৎক্ষণ পরে)

না—না, ক্লিওপেট্রা তা হবে না—তোমার হৃদয়কে একবার দমন কর্ত্তে হবে—মিশরের রাণীর এ গৌরব আর জীবনে হবে না। সমস্ত রোম—সমস্ত জগত—আর তার এ মহিমা দেখ্‌তে পাবে না।—আজ যদি এণ্টনীকে রোমে পাঠিয়েদি সমস্ত রোমবাসী কৃতজ্ঞতায় এই পায়ে লুটিয়ে পড়বে—তারা বুঝবে—জগত বুঝবে—ক্লিওপেট্রা সুধু নারী নয় সুধু বিলাসে ডুবে থাকে না—সেও সম্রাজ্ঞী সেও রাজার আচরণ জানে—আর মিশর অসভ্যদেশ হলেও সুসভ্য রোমকে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহায্য কর্ত্তে পারে। তাই হবে, বুকে বল বেঁধে এণ্টনীকে রোমে পাঠাব।

তৃতীয় দৃশ্য।

রোম—অক্টোভীয়াসের মন্ত্রণা গৃহ।

(অক্টেভীয়াসের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে একজন যোদ্ধা)

যোদ্ধা। সংবাদ পাওয়া গেছে—এণ্টনী মিশর ছেড়ে রোমের অভিমুখে যাত্রা করেছে।

অক্টে। আমিও শুনেছি—তার জন্য প্রস্তুতও হয়েছি।

যোদ্ধা। এতে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হবার কিছু নেই—সুধু এণ্টনী একলা আসছে, সঙ্গে পার্শ্বচর ভিন্ন আর কোনো সৈন্য নেই।

অক্টে। তার সঙ্গে কোনো সৈন্য না থাকতে পারে, কিন্তু তুমি জান নাকি রোমান্ বিংশ সহস্র রোমবাসী এখানে তার আগমন প্রতীক্ষা কর্চ্ছে—এণ্টনী রোমে পদার্পণ কল্লেই, তারা এণ্টনীর নেতৃত্বে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কর্ব্বে।

যোদ্ধা। তার জন্য কি ভয় কর্চ্ছেন মহানুভব আপনার! সৈন্যের মিলিত নিশ্বাসে তারা রোমের বাহিরে উড়ে চলে যাবে।

অক্টে। জেনো রোমান—বীর তুমি! শত্রুকে কখন অবজ্ঞা করতে নাই। আমাকে আজ সশস্ত্র হয়ে এণ্টনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই জয় পরাজয়ের উপর রোমের ভবিষ্যৎ, অক্টেভিয়াসের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ যুদ্ধে অক্টেভিয়াস হারলে তাকে রোম ছেড়ে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে লুকিয়ে থাকতে হবে।

যোদ্ধা। আমাদের যখন নৌবল বেশী, সৈন্যবল বেশী, তখন আমাদের পরাজয় হবার আশঙ্কা নেই মহানুভব।

অক্টে। আশঙ্কা না থাকলেও আশঙ্কা আছে।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। এণ্টনীর তরণী রোমের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়েছে।

অক্টে। বেশ! আমার সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বল—আমি যাচ্ছি।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(যোদ্ধাকে) আর তুমি রোমান—পম্পিকে সংবাদ দাওগে—সে যেন তার সমস্ত রণতরি নিয়ে আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। যাও আর বিলম্ব ক'রনা।

[যোদ্ধার প্রস্থান।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ।)

অক্টেভীয়া। না অক্টেভিয়াস! এ যুদ্ধ হ'তে পারে না।

অক্টে। কে? দিদি! তুমি এ সময়ে, এখানে, এই রোমের মন্ত্রণাগৃহে কিসের জন্য?

অক্টেভীয়া। আমি তোমাকে এই যুদ্ধ থেকে নিরত করবার জন্য এসেছি।

অক্টে। কেন দিদি তুমি আমায় যুদ্ধ থেকে নিরত করতে এসেছ?

অক্টেভীয়া। না—তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না।

অক্টে। কেন দিদি এ অদ্ভুত কথা আজ বলছ? এ যুদ্ধ না করলে এণ্টনী বড় কি অক্টেভীয়াস বড়, সে প্রমাণের আর সুযোগ আসবে না।

অক্টেভীয়া। না, সে প্রমাণ করে আর কাজ নেই অক্টেভীয়াস!

অক্টে। এ যুদ্ধ জয় করে রোমের একছত্র সম্রাট হয়ে রাজত্ব করবো—আর বিজয়োদ্ধত এণ্টনীর মস্তক এই পায়ে লুটিয়ে পড়বে—একি কম গৌরব দিদি?

অক্টেভীয়া। না অক্টেভীয়াস! তবু এ যুদ্ধে কাজ নাই।

অক্টে। কেন বারণ ক'রছ দিদি?

অক্টেভীয়া। অক্টেভীয়াস! এ যুদ্ধ রোমানে মিশরে নয়, রোমানে অসভ্য জাতিতে নয়, এ যুদ্ধ রোমানে রোমানে—ভায়ে ভায়ে। এ যুদ্ধে তুমি বিজয়ী হ'লেও রোম কাঁদবে, এণ্টনী বিজয়ী হ'লেও রোম কাঁদবে। এই মহাযুদ্ধে সমস্ত রোম পরিবারের মধ্যে একটা গগনভেদী আর্ত্তনাদ জেগে উঠবে। এই সুসভ্য রোম একটা বিরাট শ্মশানে পরিণত হবে। না ভাই—এ যুদ্ধে কাজ নাই! তুমি এ যুদ্ধ করতে পারবে না।

অক্টে। আমি যুদ্ধ করতে পারব না! এই জন্যই কি দিদি, তুমি পিতৃব্যের বীর্য্য-গাথা বলে, রোমের গৌরব-কাহিনী বলে আমার বালক-হৃদয় অপূর্ব্ব তেজে সঞ্জীবিত করেছিলে? তুমিই ত রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা হবার অভিলাষ হৃদয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলে—আর সেই সুযোগ যখন উপস্থিত, তুমিই তখন বলতে এসেছ আমি এ যুদ্ধ ক'রব না।

অক্টেভীয়া। শোন অক্টেভীয়াস! তোমায় যেমন বীর্য্য-গাথা বলে বীর-হৃদয় গঠিত করেছি, তেমনিও ত তোমায় রোমকে ভালবাসতে শিখিয়েছি—সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন অক্টেভীয়াস? জেনো অক্টেভীয়াস! নিজের মান, অপমান, প্রাণ পর্য্যন্ত রোমের কাছে তুচ্ছ।

অক্টে। তবুও দিদি, আমি অনেকদূর এগিয়েছি! আর কি করে ফিরব?

অক্টেভীয়া। ফিরতে হবে! এগুলেও ফিরতে হবে। আমার অনুরোধ ফিরতে হবে।

অক্টে। তোমার অনুরোধ—ফিরতে হবে?

অক্টেভীয়া। হ্যাঁ অক্টেভীয়াস! আমার প্রাণের একান্ত অনুরোধ তুমি এ যুদ্ধ ক'রনা। তুমি রোমকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেওনা। তুমি আমার কখন অবাধ্য হওনি, এবার আমার কথা রাখ অক্টেভীয়াস!

অক্টে। তাই হবে দিদি আমি তোমার কখন অবাধ্য হইনি এবারও অবাধ্য হব না। তুমি যে শৈশবে মাতৃহীন অক্টেভীয়াসকে মাতার স্নেহ ভগ্নীর আদর দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলে, সে কৃতঘ্ন নয় দিদি—তোমার কথাই থাক্‌বে। এ যুদ্ধ করবো না।

অক্টেভীয়া। বেশ—ভাই—বেশ।

অক্টে। কিন্তু দিদি এণ্টনী যদি আক্রমণ করে?

অক্টেভীয়া। তাইত—তাইত—অক্টেভীয়াস। এণ্টনী যদি আক্রমণ করে?

অক্টে। তা হ'লে কি দিদি একলক্ষ সৈন্য নিয়ে হীনবীর্য্য

কাপুরুষের মত অক্টেভীয়সেকে এণ্টনীর বিংশসহস্র সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে রোম থেকে পালিয়ে যেতে হবে—জুলিয়াস-সীসরের নামে নিজ হাতে কলঙ্ক লেপন করে দিতে হবে। এণ্টনীর বিজয়বাহিনী রোমের উপর দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে সব ধ্বংস করে চলে যাবে আর অক্টেভীয়াসের সমস্ত সেনা কোষবদ্ধ অসি নিয়ে তাই দেখবে, আর অশ্রু বিসর্জ্জন করবে—কেউ অসি মুক্ত কর্ত্তে পারবে না?

অক্টেভীয়া। তাইত অক্টেভীয়াস—আমি ত সে কথা আগে ভাবিনি—এণ্টনী যদি আক্রমণ করে। (কিছু পরে)—না অক্টেভীয়াস এণ্টনীকেও আমি এ যুদ্ধ কর্ত্তে দোবো না—তার সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে বোলবো যে ওরে তোরা শোন—যে জুলিয়াস সীসার আজ তোদের প্রাণে শক্তি জাগিয়ে দিয়ে গেছে সেই সীসরের ভ্রাতুষ্পুত্রী আজ তোদের সম্মুখে নতজানু হয়ে একটা করুণা ভিক্ষা কর্চ্ছে—তোরা রোমকে—সীসারের সাধের রোমকে ধ্বংস করিসনে। আর আমি এণ্টনীর সামনে এম্নি করে দাঁড়িয়ে বোলবো—যে অক্টেভীয়ার পিতৃব্যের হত্যার সুযোগে আজ তুমি রোমের শাসনকর্ত্তা হয়েছ সে অক্টেভীয়া আজ তোমার কাছে একটা ভিক্ষা করতে এসেছে—সীসারের সাধের রোমকে তুমি নিজ হাতে ধ্বংস কোরো না—এণ্টনী উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও মহানুভব—শঠ হলেও যোদ্ধা—সে আমার কথা রাখবে।

অক্টে। যদি না রাখে দিদি!

অক্টেভীয়া। রাখবে—নতজানু হয়ে পায়ে ধরে মিনতি করে বলবো—রাখবে।

অক্টে। তাতেও যদি না রাখে।

অক্টেভীয়া। তাতেও যদি না রাখে ক্ষতি নাই অক্টেভীয়াস! তখন অক্টেভীয়া সে অপমানের প্রতিশোধ নেবে, তোমার একলক্ষ রোমান এণ্টনীর মুষ্টিমেয় বাহিনীকে টাইবারের জলে নিমজ্জিত করে দেবে—এণ্টনীর চিহ্ন পর্য্যন্ত রোমে থাকবে না। ক্ষতি নাই অক্টেভীয়াস তখন যদি রোম ধ্বংস হয়।

অক্টেভীয়াস। তোমার যা ইচ্ছা দিদি—তাই কোরো।

অক্টেভীয়া। চল অক্টেভীয়াস—এণ্টনীর সংবাদ লইগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

রোম—এণ্টনীর কক্ষ।

মন্ত্রী, ফিলো ও সভাসদগণ।

(এণ্টনীর প্রবেশ)

ফিলো। আসতে আজ্ঞা হোক! আসতে আজ্ঞা হোক! তোরা কে আছিস, নগরবাসীদের আজ উৎসব করতে বলে দে। এণ্টনী আজ এক বৎসর পরে যুদ্ধ জয় করে রোমে ফিরেছে।

এণ্টনী। কেন বন্ধু? আমার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে, তার উপর আর বিদ্রূপের শ্লেষ বর্ষণ ক'চ্ছ। হায়! যদি আমি মিশরে না যেতুম, ক্লিওপেট্রাকে না দেখতুম।—

ফিলো। তা হলে আপনার আরো অনুতাপ হ'তো। জগতের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখতে বাকী থেকে যেত।

এণ্টনী। তা হ'লে ফুলভিয়া ম'রত না। এণ্টনীকে শূন্য-গৃহে ফিরতে হ'ত না।

ফিলো। ভগবান ত আর একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেননি যে, ফুলভিয়ার জন্য দুঃখ করবেন—একজন গেছে আর একজন ইচ্ছা করলেই পাবেন।

এণ্টনী। না ফিলো! আমি যদি মিশরে না যেতুম ত রোমে এ বিপ্লব হ'ত না—অক্টেভীয়াস লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে পারত না।

ফিলো। অক্টেভীয়াস লক্ষ রোমান সংগ্রহ করেছে? তার জন্য আর কি হয়েছে? না হয় হেরে যাবেন, বন্দী হবেন। না যুদ্ধ করে মিশরের প্রাসাদে বন্দী হওয়ার চেয়ে ত ভাল।

এণ্টনী। হেরে যাব? অজেয় এণ্টনী যুদ্ধে হেরে যাবে!

ফিলো। যুদ্ধে এক পক্ষ হারবেই, তার জন্য ভাবনা কি?

এণ্টনী। ভাবনা? ভাবনা কিছুই নাই। এক লক্ষ রোমানকে এণ্টনী বিংশ সহস্র নিয়ে হারিয়ে দিতে পারে—সে কিছু অসম্ভব নয় ফিলো!

ফিলো। তবে আর কি? হারাতে পারেন ত—হারিয়ে দেবেন।

এণ্টনী। না, কিন্তু—কিন্তু—পম্পি অক্টেভীয়াসের দলে যোগ দিয়েছে। তার নৌবল যথেষ্ট।

ফিলো। যদি একলক্ষ রোমান-সুদ্ধ অক্টেভীয়াসকে হারাতে পারেন, তবে আর পম্পিকে হারাতে পারবেন না।

এণ্টনী। না ফিলো তা পারবো না—আমার একখানিও রণতরী নাই।

ফিলো। সংগ্রহ করুন।

এণ্টনী। সংগ্রহ করবো—কোথা থেকে করবো?

ফিলো। কেন মিশর ত রণতরীর জন্য বিখ্যাত, তাদের যুদ্ধে হারিয়ে এলেন আর গোটাকতক রণতরী সঙ্গে আনলেন না।

এণ্টনী। ঠিক বলেছ ফিলো—মিশর জলযুদ্ধের জন্য বিখ্যাত আমার রণতরী না থাকলেও ক্লিওপেট্রার আছে,—সে এণ্টনী বিপন্ন সংবাদ শুনলে নিশ্চয়ই তার সমস্ত রণতরী নিয়ে আমার সাহায্যে ছুটে আসবে। —তাই হবে ফিলো আমি ক্লিওপেট্রার কাছে এখনি সাহায্য প্রার্থণা করে পত্র লিখবো। প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

—দূতকে সংবাদ দাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। দাসের একটা বক্তব্য আছে।

এণ্টনী। কি বল।

মন্ত্রী। আপনি এ যুদ্ধ করবেন না।

এণ্টনী। কেন মন্ত্রী তুমি ও কথা বলছ?

মন্ত্রী। না মহানুভব তুমি রোমের ধ্বংস নিজ হাতে কোরো না, এ রোমানে রোমানে যুদ্ধ রোমের ধ্বংস অনিবার্য্য।

এণ্টনী। জানি মন্ত্রী, এ যুদ্ধে রোমের ধ্বংস অনিবার্য্য কিন্তু কি করে অক্টেভীয়াসের অধীনতা স্বীকার করে এণ্টনী রোমে বেঁচে থাকবে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। তা হ'লে রোম ধ্বংস হয়ে যাবে।

এণ্টনী। তার আর আমি কি করবো?—এক লক্ষ রোমান, যদি তাদের মাতৃভূমির সর্ব্বনাশ নিজ হাতে ডেকে নিয়ে আসে—তবে আমি একা কি করে বাধা দোবো মন্ত্রী?

মন্ত্রী। তবু—

এণ্টনী। না মন্ত্রী আর আমাকে মিথ্যা অনুরোধ কর্ত্তে এস না—আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। অক্টেভীয়াস যুদ্ধ চাইছে তাকে যুদ্ধে দিতে হবে। আমি যদি আজ যুদ্ধ না করি, অক্টেভীয়াস ভাববে যে এণ্টনী প্রাণভয়ে ভীত হয়েছে। আমায় দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসবে; এণ্টনী তা সহ্য করতে পারবে না। এবার সমগ্র রোমকে, সমগ্র জগতকে জানাব এণ্টনী প্রৌঢ় হয়েছে বটে, কিন্তু এখন সে মরেনি। এণ্টনী সৈন্যহীন হলেও কাপুরুষ নয়। এখনও তার ধমনীতে রক্তস্রোত বইছে।

(দূতের প্রবেশ।)

—দূত! যাও শীঘ্র মিশরে যাত্রা কর। এই পত্রখানি মিশরের রাণীর হাতে দিও।

[দূতের প্রস্থান।

(লাসোর প্রবেশ।)

—লাসো এসেছ! আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। চল, তোমার সংগৃহীত সৈন্যদের একবার দেখে আসি।

লাসো। মহানুভব! রোমের শ্রেষ্ঠ বীর সকল, লাসো আজ এণ্টনীর সৈন্যদলে নিয়ে এসেছে। তারা অল্প সংখ্যক হলেও অক্টেভীয়াসের এক লক্ষকে অবলীলায় হারিয়ে দেবে।

এণ্টনী। বেশ করেছ লাসো—তুমি আমার উপযুক্ত সেনাপতি হয়েছ। [এণ্টনী ও লাসোর প্রস্থান।]

ফিলো। যুদ্ধটা তা হলে ভাল রকম বাধ্‌ল দেখছি।

মন্ত্রী। তাইত ফিলো এ যুদ্ধ বন্ধ কর্ব্বার ত উপায় দেখছি না—রোম ধ্বংস হয়ে যাবে।

ফিলো। তা আর আমরা কি কোর্ব্বো।

মন্ত্রী। না ফিলো এ যুদ্ধ বন্ধ কর্ত্তে হবে।

ফিলো। এ যে মন্ত্রী বাঘে বাঘে লড়াই—দুটো বাঘকে এক সঙ্গে বাঁধতে পারলে তবে এ যুদ্ধ বন্ধ হবে—একটা বাঘ ছাড়া পেলেই আর একটার ঘাড়ে কাম্‌ড়ে ধরবে।

মন্ত্রী। তাই ত ফিলো।

ফিলো। আবার যে বাঁধবে তাকে কোনটা না কাম্‌ড়ে ধরে।

মন্ত্রী। ঠিক তাই।

ফিলো। এমনি একটা লোক ভেবে ঠিক কর্ত্তে হবে, তবে এ যুদ্ধ থামবে।

মন্ত্রী। তাইত ফিলো এমন কে রোমে আছে যার কথা এণ্টনী অক্টেভীয়াস দুজনেই শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে?

ফিলো। সেটা ভেবে বার কর্ত্তে হবে—এত শীঘ্র কি বলা যায়!

মন্ত্রী। আচ্ছা—ভেবে বার কর দেখি।

ফিলো। এই কথা—আচ্ছা আমি ভেবে ঠিক কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। তাইত এমন কে লোক রোমে আছে যে উভয়কে বুঝিয়ে বলে—এ যুদ্ধ কাজ নেই তোমরা যেমন শাসন কর্চ্ছিলে কর—যুদ্ধ কোরো না।

ফিলো। হুঁম্ (ভাবিতে ভাবিতে) আচ্ছা—মন্ত্রী মশায় দুটো বাঘকে একসঙ্গে বাঁধতে পারে—

মন্ত্রী। হ্যাঁ।

ফিলো। অথচ তাকে এরা না কামড়ায়।

মন্ত্রী। ঠিক তাই।

ফিলো। ঠিক তাই?—না—আচ্ছা—ঠিক ঠাউরেছি।

মন্ত্রী। কে? (আগ্রহে)

ফিলো। নাঃ—কেউ নয়—না—না কেউ নয় বা কেন? কেউ—অক্টেভীয়া ঠিক অক্টেভীয়া।

মন্ত্রী। অক্টেভীয়া?—অক্টেভীয়াসের ভগ্নী হয়ে এ যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে?

ফিলো। নিশ্চয়ই দেবে—দেওয়াতে পারলেই দেবে।

মন্ত্রী। তার ভাই এই যুদ্ধ জয় করে রোমের একছত্র অধিপতি হ'বে আর সে এ যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে! কি বলছ তুমি?

ফিলো। অক্টেভীয়াসের ভগ্নী ত সে জন্মাবধি আছে কিন্তু কোন মতে তাকে যদি এণ্টনীর পত্নী করে দেওয়া যায় তা হ'লেই হ'ল।

মন্ত্রী। এ পাগলামি নয় ফিলো।

ফিলো। কি জান মন্ত্রী তাহ'লে অক্টেভীয়াস তার ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রতে পারবে না, আর অক্টেভীয়াস এণ্টনীর বড় কুটুম, সেও অবাধ্য।

মন্ত্রী। কি বক'ছ ফিলো? অক্টেভীয়া তাতে রাজী হ'বে কেন? তুমি কি দেখনি ফিলো এণ্টনীর নামে অক্টেভীয়া ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখ ঘৃণায় ফিরিয়ে নিয়েছে।

ফিলো। সব জানি কিন্তু তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না?

মন্ত্রী। সে অসম্ভব ফিলো।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভীয়া। সে অসম্ভব নয় মন্ত্রী সে সম্পূর্ণ সম্ভব।

মন্ত্রী। কে?—অক্টেভীয়া!

অক্টেভীয়া। হাঁ মন্ত্রী অক্টেভীয়া—রোমের জন্য—রোমের কল্যাণের জন্য—রোম রক্ষার জন্য সে প্রাণ দিতে পারে মন্ত্রী—হৃদয় বলি দেওয়া তার কাছে তুচ্ছ কথা।

ফিলো। [অর্দ্ধ স্বগত] মিলছে—মিলছে।

অক্টেভীয়া। এ বিবাহে যদি রোম ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় মন্ত্রী তাই ঠিক কর—অক্টেভীয়া এ বিবাহ কর্ব্বে।

মন্ত্রী। [অর্দ্ধ স্বগত] কি শুনছি—এ স্বপ্ন না সত্য। না—না আপনি এণ্টনীর এই দুর্দ্দিনে রোমের এই দুর্দ্দিনে আমাদের বিদ্রূপ কর্ত্তে এসেছেন।

অক্টেভীয়া। এ স্বপ্ন নয়—এ বিদ্রূপ নয়—অক্টেভীয়া জীবনে এত গম্ভীর সত্য কখনও বলেনি।

(সকলে নীরব)

কি তোমরা চুপ ক'রে রইলে যে—বিশ্বাস কর্চ্ছো না—সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্রী অক্টেভীয়াসের ভগ্নী এণ্টনীকে যে বিবাহ কর্ত্তে পারে এ কথা সত্য হ'লেও অসম্ভব—বিদ্রূপ ব'লে মনে কর্চ্ছো? বেশ তোমরা বিশ্বাস না কর কোরোনা—এণ্টনী কোথা গেছে বলতে পার?

মন্ত্রী। এইমাত্র প্রাসাদে গেছে।

অক্টেভীয়া। তবে চল মন্ত্রী বিশ্বাস না হয় দেখ্‌বে চল এ স্বপ্ন কি সত্য—বিদ্রূপ কি অন্তরোক্তি। চল মন্ত্রী চল দেখবে চল—কেমন ক'রে সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্রী—অক্টেভীয়াসের ভগ্নী তাদের আজন্মের শত্রু এণ্টনীর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে প্রণয় ভিক্ষা ক'রে—কেমন ক'রে নিজে তাকে বিবাহের কথা বলে—চল মন্ত্রী দেখবে চল।

[অক্টেভীয়া হাত ধরিয়া মন্ত্রীকে লইয়া গেল]

ফিলো। কেমন কথাটা মিল্‌লো ?

ভীটাস। তাইত বড় আশ্চর্য্য !

ফিলো। মিশরের রাণী যখন এণ্টনীকে নিয়ে যায় তখন আমি এত আশ্চর্য্য হইনি।

ভীটাস। তবে এ বিয়ে ঠিক লাগ্‌লো ?

ফিলো। নিশ্চয়ই।

ভীটাস। তবে আর যুদ্ধ বাধছে না ?

ফিলো। বোধ হচ্ছে।

ভীটাস। কিন্তু এণ্টনীর পত্র পেয়ে ক্লিওপেট্রা যদি রোমে আসে হয়ত এণ্টনী আবার তার সঙ্গে মিশরে চ'লে যাবে।

ফিলো। হ'তে পারে।

ভীটাস। তবে কি করা যায় ?

ফিলো। আমি তার বন্দোবস্ত ক'র্‌ছি। রোমান দূত বোধ হয় এখনও সহর পার হয়নি—তাকে বারণ ক'রে আসবো।

ভীটাস। সে তোমার কথা শুন্‌বে কেন ?

ফিলো। প্রহরী রাত্রে যখন ঘুমুবে এণ্টনীর পত্রের বদলে

এণ্টনীর হস্তাক্ষরের একটা মিথ্যা জাল পত্র দিয়ে দোবো। আর লিখবো এণ্টনী অক্টেভীয়াকে বিবাহ ক'রে রোমের সম্রাট হ'য়েছে আর সে মিশরে ফির্‌বে না—ক্লিওপেট্রাকে ভালবাসতে পার্ব্বে না। তখন তার ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হ'বে আর সে এণ্টনীর নাম পর্য্যন্ত কোর্ব্বে না।

ফিলো। চল বন্ধু দূতকে দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:-০-:—

মিশরের উদ্যান।

রাণীর সখীগণ শুধু সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে, চার্ম্মি দাঁড়াইয়া আছে।

চার্ম্মি। রাণী আজ অসময়ে এদিকে আসছে, তোমরা এখন [এখান থেকে যাও।

সখীগণের প্রস্থান।

(ক্লিওপেট্রার প্রবেশ)

চার্ম্মি। রাণী! আজ অসময়ে এ উদ্যানে কেন?

ক্লিও। আজ মস্তিষ্কটা বড় উষ্ণ বোধ হচ্ছে—প্রাসাদে ঠিক থাকতে পাচ্ছি না—তাই উদ্যানে বেড়াতে এসেছি।

চার্ম্মি। এণ্টনীর বিরহের গরমটা বুক থেকে মাথায় উঠেছে বুঝি? তাই আর চেপে রাখতে পারছ না?

ক্লিও। মিথ্যা কথা। আমি এণ্টনীকে এক দিনও ভালবাসিনি।

চার্ম্মি। তবে যে এই একবৎসর ধ'রে এণ্টনীর প্রতি এত ভালবাসা, সে শুধু প্রতারণা—প্রেমের অভিনয় মাত্র?

ক্লিও। কে ব'ললে চার্ম্মি! এণ্টনীকে রাণী ভালবাসে? সেত তোমায় সে কথা এক দিনও বলেনি। ক্লিওপেট্রা মিশরের রাণী। সে রাণীর মর্য্যাদা রাখতে জানে। সে এণ্টনীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় এক দিনও করেনি।

চার্ম্মি। তবে রাণীর এণ্টনীকে এত আদর, এত যত্ন কিসের জন্য?

ক্লিও। সে কথা বুঝতে পারনি চার্ম্মি? লোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন পাখিটী, কাননের সুন্দর মৃগটী পোষ মানাতে পারলে, কি করে—তাকে আদর করে, যত্ন করে, স্বর্ণ শৃঙ্খলে বেঁধে নিজের হাতে খাওয়ায়—দিন রাত চোখে চোখে রেখে পাঁচ জনকে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব করে। তেমনি আমিও চার্ম্মি! আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন উন্মুক্ত পুরুষটীকে রণক্ষেত্র থেকে মিশরের স্বর্ণ-প্রাসাদে পোষ মানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই তাকে আদর করতাম, যত্ন করতাম। তোমাদের সকলকে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব করতাম।

চার্ম্মি। প্রথমটা সেই রকম হয়েছিল বটে। কিন্তু তাকে ধ'রে রেখে, তার কাছে আপনি ধরা পড়ে গিয়েছ!

ক্লিও। মিথ্যা কথা চার্ম্মি!—মিথ্যা কথা।

চার্ম্মি। সে কথা মিথ্যা হ'লে, তোমার কণ্ঠ এণ্টনীর নামে কম্পিত হবে কেন? তোমার চোখ ছল ছল করবে কেন?

তোমার স্বর এত আড়ষ্ট হবে কেন? তোমার প্রাণের সমস্ত অশ্রু জমাট হয়ে অন্তর্ব্বেদনা দেবে কেন?

ক্লিও। কে বল্লে চার্ম্মি! আমার কণ্ঠ কম্পিত হচ্ছে? হৃদয় অন্তর্ব্বেদনায় পূর্ণ হয়েছে? তা হ'লেও মিশরের রাণী, তার রাজকার্য্য ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে, আর সে কথা ত কেউ বলছে না! না চার্ম্মি! তুমি সব মিথ্যা ব'লছ—তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমি এণ্টনীর স্বর্ণ-শৃঙ্খল খুলে দিয়েছি সে উড়ে গেছে; আবার যখন সে ফিরে আসবে, সে শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে দেব—আদর করব, যত্ন করব। আর যদি সে না ফিরে আসে, মিশরের রাণীর তাতে কিছু যায় আসে না। সে ঠিক পূর্ব্বের মত রাজকার্য্য চালিয়ে যাবে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। রোম থেকে একজন দূত একটা পত্র নিয়ে এসেছে।

ক্লিও। আচ্ছা সে পত্র নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

চার্ম্মি! এণ্টনী রোম থেকে আবার আমায় কি লিখছে—এতদিন পরে তার ক্লিওপেট্রাকে মনে পড়েছে। তাইত—রাণী আমি—কি বল্‌ছি।

[প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ ও ক্লিওপেট্রাকে পত্র দান।

[ক্লিওপেট্রার পত্র পড়িয়া মুখ বিবর্ণ হইয়া গেলে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল]

চার্ম্মি। কি রাণী! তুমি অমন কর্চ্ছো কেন? তোমার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে—সর্ব্ব শরীর কাঁপছে কেন?

ক্লিও। না:—কিছু নয়। এণ্টনী লিখেছে সে রোমে অক্টেভীয়াকে বিবাহ ক'রেছে আর সে মিশরে ফিরবে না (পরিক্রমণ করিতে করিতে) আর তার মিশরে ফেরবার ইচ্ছা নাই—বেশ। (একটু থামিয়া) না চার্ম্মি ক্লিওপেট্রার হৃদয় আর সহ্য কর্ত্তে পারে না—আর সে স্থির থাক্‌তে পার্চ্ছে না—এবার সে সকলের সাম্‌নে—জগতের সামনে বুক ফাটা ক্রন্দনে চেঁচিয়ে বল্‌বে এণ্টনীকে সে ভালবাসে।—এণ্টনীকে না দেখে বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব—আর সে রাণী নাই সে সামান্য রমণীর চেয়ে অধম—উঃ [মুখ হাতে ঢাকিল] তাইত আমি কি কর্চ্ছি—এত অধীর হচ্ছি কেন? [একটু পরে] এণ্টনী আমি তোমায় নিজ হাতে স্বর্ণ শৃঙ্খল মুক্ত ক'রে দিয়েছিলুম তুমি তার এই প্রতিশোধ নিলে—উঃ বিশ্বাসঘাতক। এণ্টনী রোমে ফিরে গিয়ে তোমার বড় দর্প হয়েছে—আর তুমি মিশরে ফির্‌তে চাও না—এ দর্প এ ঘৃণার প্রতিশোধ নোবো—ক্লিওপেট্রা তোমায় ভালবাসে বলে মার্জ্জনা কর্ব্বে না। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। না—না তাই হবে।—এণ্টনী!—ক্লিওপেট্রা এবার তোমার উপর এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে কেউ তোমায় রক্ষে কর্ত্তে পার্‌বে না—সুদূর রোমে বসেও তার ক্রোধানলে তিল তিল করে ভস্মীভূত হতে হ'বে। চার্ম্মি আমার হেমলক নিয়ে এস।

চার্ম্মি। হেমলক নিয়ে আস্‌ব কিসের জন্য রাণী!

ক্লিও। রাণী সব সময়ে তার আজ্ঞার কারণ প্রদর্শন কর্ত্তে বাধ্য নয়—আমার আজ্ঞা তুমি হেমলক নিয়ে এস।

চার্ম্মি। কেন—না জান্‌লে আমি যাবো না।

ক্লিও। তোমায় রাণীর আজ্ঞা অবহেলার জন্য শাস্তি গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কে আছিস—(প্রহরীর প্রবেশ) এর উপর দশ ঘা কশাঘাতের আজ্ঞা দিলুম অবিলম্বে পালন কর্ব্বে।

[প্রহরীর চার্ম্মিকে লইয়া প্রস্থান।

ক্লিও। এণ্টনী এইবার তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নোবো—এ এক অভিনব প্রতিশোধ জগতে কেউ জানেনি শোনেনি—আমি আজ মর্ব্বো—মরে তোমার উপর প্রতিশোধ নোবো—প্রহরী [প্রহরীর প্রবেশ] আমার প্রাসাদের পশ্চিম কোনে হেমলক বিষ রক্ষিত আছে শীঘ্র নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

আচ্ছা এণ্টনী!—তুমি যখন রোমে বোসে শুনবে ক্লিওপেট্রা ম'রেছে—তোমার চিঠি পেয়ে মরেছে—তখন তোমার হৃৎপিণ্ডটা কি রকম কুঞ্চিত হয়ে উঠবে?—কি প্রবল কম্পনে তোমার সমস্ত শরীর কম্পিত হ'য়ে উঠবে!—রোমের রাজ্যভার ফেলে তোমায় আবার এই মিশরে ছুটে আসতে হবে—দেখবে মিশর শ্মশান—ক্লিওপেট্রা নেই। দারুণ আর্ত্তনাদে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। প্রজ্বলিত ধূপের মত একটা দাবানল বুকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ না ম'রবে সে দাবানল নিব্‌বে না। হাঃ—হাঃ যত ভাবছি—কি আনন্দ বোধ হচ্ছে!

[প্রহরী হেমলক আনিয়া বেদীর উপর রাখিল]

যাও নর্ত্তকীদের শীঘ্র পাঠিয়ে দাও [হেমলক হাতে করিয়া] এইবার এণ্টনী তোমায় জীবন্তে পুড়াবার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর্ব্বো।

[নর্ত্তকীদের প্রবেশ রাণী হেমলক রাখিয়া দিল]

ক্লিও। মিশররমণীগণ!—শোন—তোমাদের রাণী আজ মর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—আজ তার মৃত্যুর বিভীষিকা, মৃত্যুর কদর্য্যতা তোমাদের হরণ কর্ত্তে হবে—আজ তোমাদের রাণীর মৃত্যুকে ফুলের চেয়েও কোমল—হাসির চেয়েও সুন্দর—গানের চেয়েও নির্ম্মল ক'রে দিতে হ'বে।—আজ রাণীর মরণোৎসব তার বাসোরোৎসবের মত সুখকর করে দিতে হবে। আজ তার জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত, হাসি—ফুল—আর গানে ভরে দিতে হবে—নাও তোমরা গান গাও—মিলনের গান গাও [সখীগণ নীরব] কি গান গাইবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছো না?—আচ্ছা আমি তোমাদের প্রথম চরণ ধরিয়ে দিচ্ছি—"আজি মধুর মিলন শর্ব্বরী"।

(সখীগণের গীত)

আজি মধুর মিলন শর্ব্বরী।
ললিত লাস্যে মৃদুল হাস্যে বিশ্ব উঠেছে মুঞ্জরি
(আজি) বিরহের গান হোক অবসান, সুন্দরী॥
(আজি) বঁধুয়ে জানাব মন ব্যাকুলতা, কাণে কাণে কব মিলনের কথা,
যেমন করিয়া সহকার কাণে কথা কয়ে যায় বল্লরী।
যেমন করিয়া মাধবীলতায়, হাওয়া কাণে কাণে কথা বলে যায়—
যেমন করিয়া কুসুমের কাণে, ভ্রমর কহে সে গুঞ্জরি।

[গান শেষ করিয়া নাচ চলিতেছে এমন সময়—

ক্লিও। এইবার হেমলক পান কর্ব্বো—এণ্টনী! এইবার তোমায় নির্য্যাতন আরম্ভ হোলো।

(পাত্র পান করিবার জন্য তুলিল এমন সময় নেপথ্যে "মিথ্যা কথা রাণী মিথ্যা কথা" শ্রুত হইল—তৎপরে ফেক্লো হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিয়া।)

ফেরো। মিথ্যা কথা—রাণী—ও চিঠি জাল—রোমানদের জোচ্চুরি—(হেমলক রাণীর কম্পিত হস্ত হইতে পড়িয়া গেল) এই চিঠি খানি বনের ভিতর ফেলে দিয়েছিল আমি কুড়িয়ে এনেছি, এই চিঠি সত্য এণ্টনীর হাতের।

ক্লিও। কি বল্‌ছ ফেরো একি সত্য! (চিঠি লইল)

ফেরো। ফেরো জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি (বলিতে বলিতে অপর পার্শ্ব দিয়া প্রস্থান করিল ক্লিওপেট্রা পত্র খুলিয়া পড়িল)

ক্লিও। তাই ত—এই ত এণ্টনীর হস্তাক্ষর। রোমে ভয়ানক যুদ্ধ বেধেছে—এণ্টনী বিপন্ন, আমাকে রণতরী নিয়ে তার সাহায্যে যাবার জন্য যেতে লিখেছে—আর আমি মিশরে কি করে থাকবো!—এখনি এই মুহূর্ত্তে রণতরী সজ্জিত করে যাত্রা কর্ব্বো। প্রহরী (প্রহরীর প্রবেশ) আমার সমস্ত রণতরী এখনই প্রচুর সৈন্য নিয়ে সজ্জিত হতে বল, আমি এখনই যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বো।—অক্টেভীয়াস! তোমার অত্যাচারের প্রতিশোধ এই সঙ্গে সম্পন্ন কোর্ব্বো।

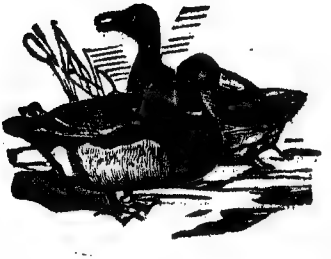

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রোম—এণ্টনীর কক্ষ।

(অক্টেভীয়া ও অক্টেভীয়াস)

অক্টেভীয়াস্। দিদি।

অক্টেভীয়া। ভাই।

অক্টেভীয়াস্। তবে সত্যই কি আজ অক্টেভীয়াসকে এণ্টনীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে হবে?

অক্টেভীয়া। তাতে ক্ষতি কি ভাই?

অক্টেভীয়াস্। ক্ষতি নাই।—কিন্তু যে আমাদের আজীবন ঘৃণা করে এসেছে—যে আমাদের গৃহচ্যুত করে কাননে কন্দরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—যে জুলিয়াস সিজরের হত্যার সুযোগে আপনাকে রোমের শাসনকর্ত্তা করেছে—তার কাছে জুলিয়াস সিজরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে হবে?

অক্টেভীয়া। একটা বিরাট সাম্রাজ্য যদি রক্ষা পায় তাতে ক্ষতি কি ভাই?

অক্টেভীয়াস্। ক্ষতি কিছু নেই—কিন্তু কি করে কর্ব্বো দিদি! জীবনে এণ্টনীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে হবে—সে কথা একদিনও ভাবিনি।

অক্টেভীয়া। বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ব্বে—সে কি শক্ত অক্টেভীয়াস?

অক্টে। না দিদি, এণ্টনীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করা ত —বড় শক্ত।

অক্টেভীয়া। তাকে চিরকাল ঘৃণা করে তাকে ভালবাসার চেয়েও কি শক্ত অক্টেভীয়াস? তাকে চিরকাল অবজ্ঞা করে তাকে পতিত্বে বরণ করার চেয়েও শক্ত?—আমি রমণী হয়ে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে কেটে ফেলে দিয়িছি আর তুমি পুরুষ হয়ে সামান্য অভিমান ত্যাগ কর্ত্তে পার্চ্ছ না।—শত্রু যখন মিত্র হয়, যুদ্ধে ব্যাপৃত রাজা যখন সন্ধি করে তখন একজনকে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। অক্টেভীয়াস্—তুমি বয়সে অনেক ছোট তাই তোমায় ক্ষমা চাইতে বল্‌ছি।

অক্টেভীয়াস্। সব জানি দিদি সব বুঝি কিন্তু—

অক্টে। তবে কেন মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে চাইছ না ভাই?

অক্টেভীয়াস্। বড় ভয় হচ্ছে দিদি।

অক্টে। কিসের ভয়?—অক্টেভীয়াস।

অক্টেভীয়াস্। বড় ভয় হচ্ছে দিদি—এণ্টনীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে গিয়ে বাহু যদি আমার কথা না শোনে—সহসা কোন

থেকে অসিমুক্ত করে এণ্টনীর শির লক্ষ্য করে ছুটে যায়—উষ্ণ রক্তের স্রোতের বেগে আমার ধমনী স্ফীত হয়ে নিস্পন্দ হয়ে যায়—

অক্টেভীয়া। তবে তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ত্তে হবে না তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো—অক্টেভীয়া সে মার্জ্জনা ভিক্ষা তোমার হয়ে কর্ব্বে—তার স্বামীর কাছে রোমের মঙ্গল ভিক্ষা কর্ব্বে তা'তে তার অপমান নেই, কলঙ্ক নেই—ঐ যে স্বামী আস্‌ছে—

(এণ্টনীর প্রবেশ)

(অক্টেভীয়া নতজানু হইয়া—অক্টেভীয়াস্ স্থির ভাবে নতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল)—স্বামীন্ তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।

এণ্টনী। কি বল অক্টেভীয়া (হাত ধরিয়া তুলিল)

অক্টেভীয়া। আমার এই ভ্রান্ত ভ্রাতাটিকে তোমায় মার্জ্জনা কর্ত্তে হবে—সে তোমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য এসেছে।

এণ্টনী। আবার ও কথা বলছ কেন?—আমাদের দ্বন্দ্ব ত অনেক আগে মিটে গেছে অক্টেভীয়া। (অক্টেভিয়াসের সম্মুখে গিয়া) আজ আর আমাদের মনে কোনো বিরোধ নেই—কোন মালিন্য নেই—অক্টেভীয়া আমাদের উভয়ের মনকে নির্ম্মল করে দিয়েছে—এস ভাই আজ আমরা উভয়ে আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন করিতে করিতে) এই আমাদের প্রথম আলিঙ্গন—এবার থেকে আমাদের শাসনে আরো শৃঙ্খলা থাক্‌বে—আরো একাগ্রতা থাক্‌বে আর নির্ব্বিরোধে চলবে।

অক্টেভীয়া। (আনন্দের হাস্যে) আজ আমার কি আনন্দের দিন—রোমের কি আনন্দের দিন—আজ সে একটা বিরাট সংঘাত

থেকে রক্ষা পেয়েছে—যাও অক্টেভীয়াস যাও—এই মিলনবার্ত্তা আজ সমস্ত রোমবাসীকে শুনিয়ে দাওগে যাও—আজ তারা যেন গৃহে গৃহে আনন্দ করে—যাও অক্টেভীয়াস যাও—তাদের বলে দাওগে—

অক্টেভীয়াস। যাচ্ছি দিদি। (বলিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল)

(কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল—বস্ত্রাবৃত ছদ্মবেশী ক্লিওপেট্রা প্রবেশ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল কেহই দেখিতে পাইল না)

এণ্টনী। আজ তুমি সমস্ত রোমকে একটা দারুণ সংঘাত থেকে রক্ষা করেছ।

অক্টেভীয়া। আমি কিছু করিনি তুমি করেছ।

এণ্টনী। না অক্টেভীয়া তুমিই করেছ।

অক্টেভীয়া। না স্বামীন্—এ সুসময়ে কে কি করেছে তা প্রমাণ করে কাজ নেই—চল আজ নগরবাসীদের আনন্দে যোগ দেওয়া যাক।

এণ্টনী। চল।

(দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ফিরিল—সম্মুখে গাঢ় কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত ক্লিওকে দেখিয়া—)

এণ্টনী। কে তুমি? (অক্টেভীয়া আশ্চর্য্যে হাত ছাড়িয়া দিল) বল—শীঘ্র বল—কথা কচ্ছ না যে—কে তুমি—কিসের জন্য এখানে এসেছ—বল বিলম্ব কোরে না।—

(ক্লিওপেট্রা ধীরে ধীরে ছদ্মবেশ ফেলিয়া)

ক্লিও। চিন্তে পার্চ্ছনা এণ্টনী?

এণ্টনী। (শিহরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিছাইয়া) কে?—ক্লিওপেট্রা?—এখানে।

ক্লিও। আমি এখানে দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ—"কেন" জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ?—তুমিই ত আমাকে মিশর থেকে রোমে আস্‌বার জন্য পত্র দিয়েছিলে।

এণ্টনী। হ্যাঁ—আমিই তোমায় অক্টেভীয়াসের বিরুদ্ধে তোমার সমস্ত রণতরী নিয়ে সাহায্য কর্ব্বার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

অক্টেভীয়া। সে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে আপনি এখন ফিরে যেতে পারেন।

ক্লিও। আপনি চুপ করুন—আপনার সঙ্গে মিশরের রাণী কথা কইছে না। (অক্টে পিছাইয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল)

এণ্টনী। কিন্তু রাণী, এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে, তোমায় মিশরে ফিরে যেতে হবে।

ক্লিও। তাই ত ভাবছি এণ্টনী! আমায় আবার ফিরে যেতে হবে—যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে হবে?

এণ্টনী। হাঁ রাণী!

ক্লিও। তাই ত ভাবছি এণ্টনী! কি করে মিশরে ফিরবো, মিশরবাসীরা কি মনে কর্ব্বে?

এণ্টনী। কিন্তু রাণী, তবুও তোমায় মিশরে ফিরে যেতে হবে—আমাদের এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্লিও। না—এণ্টনী—তা পার্ব্বো না—তা হ'লে আমার প্রজারা কি মনে কর্ব্বে? তারা ভাব্‌বে তাদের রাণী এণ্টনীর ভৃত্যের চেয়েও অধম—একটা ইঙ্গীতে যুদ্ধ কর্ত্তে আসে, আবার একটা

ইঙ্গিতে ফিরে যায়। না এণ্টনী এ অপবাদ নিয়ে মিশরে ফিরতে পার্ব্ব না—তোমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

এণ্টনী। আমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী! তোমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। আমার বড় সাধ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে জগতের সম্মুখে একবার যুদ্ধ করি।

এণ্টনী। তোমার বড় সাধ আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে?—কিন্তু—

ক্লিও। না আর ভাবলে চলবে না—এণ্টনী তোমায় এ যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

এণ্টনী। (ধীরে ধীরে) সত্য ক্লিওপেট্রা আমায় এ যুদ্ধ কর্ত্তে হবে?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী! আমার অনুরোধ তোমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে!

এণ্টনী। (মুখ তুলিয়া) তোমার—অনুরোধ?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী! আমার অনুরোধ তোমায় এ যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

এণ্টনী। তাই হবে ক্লিওপেট্রা! আমি এ যুদ্ধ কর্ব্বো। অক্টেভীয়া! এ সন্ধি হতে পারে না—যুদ্ধ হবে।

অক্টেভীয়া। কি ব'ল্‌ছ এণ্টনী? আবার যুদ্ধ হবে?

এণ্টনী। হাঁ অক্টেভীয়া! ক্লিওপেট্রা যখন যুদ্ধ করতে এসেছে—এ যুদ্ধ হবে বৈকি।

অক্টেভীয়া। ক্লিওপেট্রা যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছে বলে যুদ্ধ হবে? একটা গণিকার মন-তুষ্টির জন্য রোম ধ্বংস করবে?

ক্লিও। চুপ কর। (অক্টেভিয়াকে) যাও, এখনি এই প্রাসাদ

ছেড়ে চলে যাও। তোমার ভাইকে বলগে, সে যেন তার প্রাণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রার মিলিত-বাহিনী এখনি তাকে আক্রমণ কর্ব্বার জন্য ছুটে আসবে। কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, এখনি যাও—তোমার ভাইকে প্রস্তুত হ'তে বলগে!

অক্টেভীয়া। (এণ্টনীকে) কি চুপ করে কি ভাবছ? তোমার পরিণীতা পত্নিকে একটা গণিকা এসে অপমান কর্চ্ছে, আর তুমি স্থির হয়ে তাই দেখছ—একটু ঘৃণা বোধ হচ্ছে না? একটু অপমান বোধ হচ্ছে না?

ক্লিও। (অক্টেভীয়াকে) চুপ কর—বাহিরে যাও।

অক্টেভীয়া। (এণ্টনীকে) এখনও তুমি স্থির হয়ে থাকতে পার্চ্ছো?

এণ্টনী। আমি কি কোর্ব্বো? ক্লিওপেট্রা যখন যুদ্ধ করতে এসেছে তখন—

অক্টেভীয়া। তখন—তখন—এ যুদ্ধ হবে, বেশ! অক্টেভীয়া ঢের অপমান সহ্য করেছে, আর সে সহ্য কর্ত্তে পারে না,—এতে রোম যায় যাক্। শোন এণ্টনী! আমি আজ প্রত্যেক রোমানের ঘরে ঘরে গিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য ডাকবো। সে প্রতিশোধ বহ্নিতে এণ্টনীও পুড়ে মরবে, তার গণিকাও পুড়ে মরবে—কেউ তাদের রক্ষা করতে পার্ব্বে না।

[প্রস্থান।

ক্লিও। যাও এণ্টনী! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এস।

এণ্টনী। (নত দৃষ্টিতে) যাচ্ছি।

ক্লিও। যাও,—আর সময় নষ্ট করা হবে না।

এণ্টনী। যাচ্ছি ক্লিওপেট্রা যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

ক্লিও। অক্টেভীয়াস! তুমি মিশর জয় করে এসেছিলে না? এবার ক্লিওপেট্রা সে অপমানের প্রতিশোধ নেবে—তোমার বিজয়-গর্ব্বিত শির এই পায়ের তলায় লোটাবে। এণ্টনীকে রূপে জয় করেছি, তোমায় শক্তিতে জয় কোর্ব্বো। সমস্ত সুসভ্য জগৎ ক্লিওপেট্রার রূপ ও শক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:-০-:—

অক্টেভীয়াসের কক্ষ।

(অক্টেভীয়াস—বসিয়া ছিল তারপর নত দৃষ্টিতে ভাবিতে ভাবিতে যেন একটা মর্ম্মব্যথা লইয়া পদচারণ করিতেছিল)

(বেগে আলুলায়িত কেশে দীন বেশে অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভীয়াস। কি দিদি—এ ভিখারীর বেশে ছুটে আস্‌ছ কেন?

অক্টেভীয়া। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—যাও শীঘ্র যাও—দাঁড়িয়ে রইলে যে? শুনতে পাচ্ছনা?

অক্টেভীয়াস। কি দিদি—আবার যুদ্ধ কিসের?

অক্টেভীয়া। যুদ্ধ বেধেছে—তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এণ্টনীকে আক্রমণ কর্ব্বে এস।

অক্টেভীয়াস। আমি ত তাদের এইমাত্র নিরস্ত্র হবার জন্য আজ্ঞা দিয়ে এসেছি।

অক্টেভীয়া। আর আমি প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সশস্ত্র হতে আজ্ঞা দিয়ে এসেছি—তারা এতক্ষণে হয়ত মিলিত হয়ে তোমার অপেক্ষা কচ্ছে।

অক্টেভীয়াস। আবার যুদ্ধ কেন দিদি?

অক্টেভীয়া। অপমান করেছে—মর্ম্মান্তিক অপমান করেছে।

অক্টেভীয়াস। কে কি বলেছে দিদি?

অক্টেভীয়া। কে কি বলেছে? অক্টেভীয়াসের ভগ্নিকে, সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কে কি ব'লে অপমান করেছে—শুনবে বোলবো? না সে কথা শুনে কাজ নেই। সে কথা উচ্চারিত হ'লে—এণ্টনীকে পোড়াবার জন্য রোমে ভিসুভীয়াসের অগ্নুৎপাত ছুটে আসবে,—টাইবার প্রবল বন্যা নিয়ে রোমকে ধ্বংস কর্ত্তে আসবে—সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয়ে আকাশ থেকে ঠিক্‌রে পড়বে। না অক্টেভীয়াস সে কথা শুনে কাজ নেই। শুধু জেনো তোমার ভগ্নি আজ মর্ম্মান্তিক অপমান পেয়েছে—তাই সে প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুটে এসেছে। যাও অক্টেভীয়াস! শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে এস। জেনো এ যুদ্ধ খুব সাবধানে কর্ত্তে হবে। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার মিলিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

অক্টে। ক্লিওপেট্রা?—ক্লিওপেট্রা—কোথায়?

অক্টেভীয়া। সে তার সমস্ত রণতরী নিয়ে এণ্টনীর সাহায্যের জন্য এসেছে।

অক্টে। তবেত সে সংবাদ পম্পিকে পাঠাতে হবে।

অক্টেভীয়া। সে সংবাদ পম্পিকে শীঘ্র পাঠাও অক্টেভীয়াস—সে যেন তার সমস্ত রণতরী নিয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে ছুটে আসে—ক্লিওপেট্রাকে রোমের সাগরে ডুবিয়ে মার্ত্তে হবে, সেই পতিতা নারীর স্মৃতি জগত থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে।

অক্টে। যাচ্ছি দিদি চল।

[উভয়ে উভয় দিকে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল
এমন সময় অক্টেভীয়া ফিরিয়া]

অক্টেভীয়া। অক্টেভীয়াস।

অক্টে। কি দিদি?

অক্টেভীয়া। আগে পম্পিতে ক্লিওপেট্রাতে যুদ্ধ হবে তুমি শুধু তোমার সমস্ত সেনা নিয়ে সজ্জিত হয়ে থেকো—এণ্টনীকে এখন আগে আক্রমণ কোরো না।—আগে মিশরে রোমানে যুদ্ধ হয়ে মিশর ধ্বংস হোক তারপর প্রয়োজন হয় ত রোমানে রোমানে যুদ্ধ হবে।

অক্টে। আচ্ছা দিদি। [আবার ফিরিয়া]

অক্টেভীয়া। আর একটা কথা অক্টেভীয়াস—এ যুদ্ধে তুমি এণ্টনীকে পরাস্ত কোরো—নির্য্যাতন কোরো—বন্দী করো—আর যা ইচ্ছা কোরো—কিন্তু তাকে হত্যা কোরো না।

অক্টে। তাই হবে দিদি।

অক্টেভীয়া। তুমি শীঘ্র সজ্জিত হয়ে এস।

[উভয়ে উভয়ে দিকে চলিল—অক্টেভীয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে—অক্টেভীয়াস চলিতে চলিতে—]

এণ্টনী! তোমার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ কোর্ব্বো—সব ধ্বংস কোর্ব্বো। জেনো এণ্টনী ইতিহাস তোমার বিরাট শক্তির এই ধ্বংস কাহিনী শুনে অশ্রুবর্ষণ কর্ব্বে না দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে না—সুধু শতধিক্কারে ধিক্কৃত কর্ব্বে। [প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রোমের সমুদ্রকূল—অদূরে মিশর রণতরী সজ্জিত—কূলে এণ্টনীর শিবিরের একাংশ—যুদ্ধের বেশে এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা।]

[লাসোর প্রবেশ।]

লাসো। অক্টেভীয়াস তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এক্সিয়ামের উপকূলে সজ্জিত করেছে। বোধ হয় আমাদের আক্রমণ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এণ্টনী। পম্পি কোথায়?

লাসো। পম্পিও এক্সিয়ামে এসে পৌঁচেছে। তার সমস্ত রণতরি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে - শীঘ্র এদিক আক্রমণ কর্ব্বে।

ক্লিও। তবেত অক্টেভীয়াসকে এইবার আক্রমণ কর্ত্তে হবে—তাকে আক্রমণ কর্ব্বার অবসর দোবো না।

এণ্টনী। আমারো তাই অভিমত। তুমি যাও ক্লিওপেট্রা।

তোমার সমস্ত রণতরী নিয়ে তাদের জলপথে আক্রমণ কর—আর আমিও আমার বিংশ সহস্র রোমান নিয়ে তাদের সেই সময় স্থলপথে আক্রমণ কর্ব্বো।

ক্লিও। এই রকম ভাবে দুইদিক থেকে আক্রান্ত হ'লে অক্টেভীয়াস নিশ্চয়ই পরাজিত হবে।

এণ্টনী। নিশ্চয়ই।

ক্লিও। আমার সব প্রস্তুত।

এণ্টনী। আমিও আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখনি যাত্রা কর্চ্ছি।

ক্লিও। যাও এণ্টনী—বিদায়।

এণ্টনী। বিদায় ক্লিওপেট্রা—আবার যুদ্ধ জয় করে দেখা হবে। [এণ্টনী নিষ্ক্রান্ত হইল, ক্লিওপেট্রা তরণীতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইল এমন সময় ফেরো ছুটিয়া আসিল।]

ফেরো। সাবধান রাণী—এ যুদ্ধ কর্চ্ছ কর—কিন্তু এ যুদ্ধ জয় কোরো না—তাহ'লে এণ্টনীকে হারাবে।

রাণী। কেন ফেরো!—বোলে যাও।

[ফেরোর প্রস্থান।

তাইত—ফেরো কি বলে গেল!—এ যুদ্ধের সময় আমার হৃদয়টাকে দুর্ব্বল করে দিয়ে গেল—কি প্রহেলিকা।—আমায় সাবধান করে দিয়ে গেল—আমি এ যুদ্ধ জয় করলে এণ্টনীকে হারাবো।—তাইত—কেন—বুঝতে পার্চ্ছি না—এণ্টনী যুদ্ধ জয় করলে রোমের একাধীশ্বর হবে—একছত্র নরপতি হয়ে বস্‌বে—তখন আর তার ক্লিওপেট্রাকে মনে থাকবে না—আর মিশরে ফিরবে না, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবে সব ভুলে যাবে।—বুঝেছি ফেরো—তাই হবে

আমি এ যুদ্ধ জয় কোর্ব্বো না—এণ্টনীকে এ যুদ্ধ জিততে দোবো না।

[একজন যোদ্ধা রণতরী হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—সব প্রস্তুত রাণী]

ক্লিও। চল যাচ্ছি।

[রাণী তরীতে উঠিল তরীর সারি ছাড়িল সেনাগণ গান ধরিল]

ঐ দেখা যায় রোমরণতরী চল্‌রে ছুটিয়া চল
কাটিয়া সাগর জল।
অভ্রভেদী ভীষণ লক্ষ্যে,
মারিব অস্ত্র শত্রু বক্ষে,
জগতের মাঝে দেখাবো আজিকে মিশরের কত বল।
টাইবর আজি উঠিবে কম্পি,
ডুবিবে রোমান, মরিবে পম্পি।
সিন্ধুর মাঝে পেতেছে আজিকে ভীষণ মরণ কল।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০-০-:—

একশিয়মের পথে—এণ্টনীর শিবিরের একাংশ।

(ফিলো ও ভীটাসের প্রবেশ।)

ভীটাস। রাণী খুব যুদ্ধ কর্চ্ছে—এত শক্তি সে পেলে কোথা?

ফিলো। প্রেম মেষকে সিংহ করে।

ভীটাস। ক্লিওপেট্রা যে এত যুদ্ধ কর্ত্তে জানে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ফিলো। সে আর স্বপ্নে ভাববার দরকার কি? চোখেত দেখছো। ঐ যে মহানুভব আসছে।

(এণ্টনীর উদাসভাবে ভাবিতে ভাবিতে প্রবেশ।)

এণ্টনী। (স্বগতঃ) তাইত কি কর্চ্ছি? একটা কুহকী নারীর মোহে আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি—স্বদেশদ্রোহী হয়েছি। তাইত কি হবে? না,—অনেক দূর নেমে এসেছি, আর ফেরা যায় না। কাপুরুষের অপবাদ নিয়ে এণ্টনীর পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

(লাসোর প্রবেশ।)

এণ্টনী। কি সংবাদ লাসো?

লাসো। মিশরের রণতরী পাম্পিকে পরাজিত করে অক্টে-ভীয়াসকে অক্রমণ করেছে।

এণ্টনী। বেশ।

ভীটাস। এত অল্পসময়ের মধ্যে রাণী পাম্পিকে পরাজিত করে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ করেছে? আমি যুদ্ধটা একবার দেখে আসি।

এণ্টনী। যাও।

[ভীটাসের প্রস্থান।

এণ্টনী। এখন তবে লাসো! আমাদের রাণীর সাহায্যে যেতে হবে, অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কর্ত্তে হবে।

লাসো। আর দেরী কর্ব্বেন না চলুন।

(মিশরের দূতের প্রবেশ।)

এণ্টনী। কি মিশরী দূত, কি সংবাদ ?

মি দূত। রাণী প্রবল বিক্রমে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ করেছে।

এণ্টনী। সেত শুনেছি দূত! আর কি সংবাদ বল ?

মি দূত। এখন অক্টেভীয়াসের সৈন্যে আর আমাদের সৈন্যে খুব যুদ্ধ বেধেছে। অক্টেভীয়াসের অনেক সৈন্য হত হয়েছে। এ যুদ্ধে আমরা বোধ হয় জিতবো।

এণ্টনী। তার পর ?

মি দূত। সেই জন্যই রাণী ব'লে দিলেন,—এ যুদ্ধ তিনি একাই জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

এণ্টনী। তাই হবে দূত! রাণীকে সংবাদ দাও, আমি আর আক্রমণ কোর্ব্বনা। সেই অক্টেভীয়াসকে একা হারাক্।

[মিশর দূতের প্রস্থান ও লাসোর প্রস্থান।

এণ্টনী। কি বল ফিলো, রাণী একাই যুদ্ধ জয় কর্ল্লে ?

ফিলো। যুদ্ধ জয় করলে, আর কোথা যুদ্ধ করলে বলতে পার।

এণ্টনী। কেন, দূতের মুখে কি শোননি—সে অক্টেভীয়াসের অনেক সেনা হত করেছে ?

ফিলো। তা হোক—রাণীর যুদ্ধটা যেন আমার হাউইয়ের মতন মনে হচ্ছে।

এণ্টনী। হাউইয়ের মতন কি রকম ?

ফিলো। হাউই যেমন গর্জ্জন কর্ত্তে কর্ত্তে আগুন ছিটকাতে ছিটকাতে তারা হবার জন্য আকাশে উঠে খানিক দূর গিয়েই

মিলিয়ে যায়, খোলটা ঠক্ করে ভুঁইএ পড়ে। ক্লিওপেট্রার যুদ্ধের এত আগুন, এত গর্জ্জন একটু পরেই সব মিলিয়ে যাবে।

এণ্টনী। এ রকম মনে হবার কারণ কি?

ফিলো। কারণ?—কারণ ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে গেছেন,—স্ত্রীকে ও রাজকুলকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়! ক্লিওপেট্রা একে স্ত্রী তার উপর রাজকুল।

এণ্টনী। তুমি কেন ও কথা বলছো ফিলো? ক্লিওপেট্রাকে বিশ্বাস কর্ব্বোনা? সেত একদিনও অবিশ্বাসের কার্য্য করে নি!

(লাসোর প্রবেশ।)

এণ্টনী। কি দেখে এলে লাসো?

লাসো। অক্টেভীয়াস অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ কর্চ্ছিল, এখন তারা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। অক্টেভীয়াস সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছে—যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত আছে। মিশরের সৈন্য আর একটা আক্রমণ ক'রলেই অক্টেভীয়াসের পরাজয় হ'য়ে যাবে—এ যুদ্ধও শেষ হবে।

এণ্টনী। কি? ক্লিওপেট্রার কাছে অক্টেভীয়াসকে দয়া ভিক্ষা কর্ত্তে হ'য়েছে—তার দর্প আজ চূর্ণ হয়েছে? ক্লিওপেট্রার এই আক্রমণটা দেখিগে!

(ভীটাসের বেগে প্রবেশ।)

এণ্টনী। কি ভীটাস? তুমি এই বিজয়ানন্দের মাঝে অত বিবর্ণ মুখে ছুটে আসছ কেন?

ভীটাস। বন্ধু! মিশরের সমস্ত রণতরী যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে মিশরের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এণ্টনী। মিশরের রণতরী এসময়ে মিশরের দিকে ফিরে যাবে কেন? না বন্ধু! তোমার ভ্রম হয়েছে।

ভীটাস। ভ্রম হয়নি—ঠিক দেখেছি।

এণ্টনী। তবে কি মিশরের সৈন্য পরাজিত হয়েছে?

ভীটাস। না বন্ধু! এ যুদ্ধে মিশরের সৈন্যের কিছু ক্ষতি হয় নি। অক্টেভীয়াসের অনেক সৈন্য ধ্বংস হয়েছে—আর একটা আক্রমণ করলেই অক্টেভীয়াস হেরে যেত—কিন্তু রাণী তা করেনি। তার সমস্ত রণতরী মিশরের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে।

এণ্টনী। একি সত্য ভীটাস?—

ভীটাস। সত্য কথা বন্ধু! আমি নিজে দেখেছি।

এণ্টনী। তবে—তবে—তাই হয়েছে। ক্লিওপেট্রা এ যুদ্ধে মরেছে।

ভীটাস। না বন্ধু! ক্লিওপেট্রা মরেনি।

এণ্টনী। ঠিক ব'লছো? মরেনি?

ভীটাস। আমি তাকে তার তরণী থেকে রণতরী ফেরাবার আজ্ঞা দিতে দেখিছি।

এণ্টনী। ক্লিওপেট্রা মরেনি? -তবে সে এ যুদ্ধজয়ের মুখে পালাবে কেন? সে মিশর থেকে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছে—এ বিশ্বাস ঘাতকতা কর্ব্বে কেন?

ফিলো। সে একটা নেশার ঝোঁকে—একটা ভালবাসার খেয়ালে—সখ করে যুদ্ধ কোর্ত্তে এসেছিল—সখ মিটে গেছে—যুদ্ধ ছেড়ে চলে গেছে।

এণ্টনী। সত্য ফিলো—তাই?

ফিলো। তা আপনি বুঝতে পার্চ্ছেন না?

এণ্টনী। তবে আর কি হবে ভীটাস?—আমার সৈনিকদের ঘরে ফিরে যেতে বল—আমি আজ একসিয়ামের যুদ্ধে হেরেছি—আর আমি যুদ্ধ কোর্ব্বনা।

ভীটাস। আপনি যুদ্ধে হেরেছেন?—এখনও বিংশ সহস্র রোমান আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্চ্ছে।

এণ্টনী। নিজের পক্ষের রণতরী যুদ্ধ পরিত্যাগ কোরে পালিয়ে গেল—সে কি পরাজয় নয় ভীটাস? একসিয়ামের যুদ্ধে কে হেরেছে এণ্টনী না অক্টেভীয়াস?—ক্লিওপেট্রার বিশ্বাসঘাতকতা জগৎ বুঝবে না—ইতিহাস বিচার কোর্ব্বে না—তারা জানবে এণ্টনীর রণতরী একসিয়ামের যুদ্ধে হেরে পালিয়েছে।

ভীটাস। তবুও ত আপনার বিংশসহস্র রোমান রয়েছে তাদের নিয়ে যুদ্ধ করুন।

এণ্টনী। না—এণ্টনী আর যুদ্ধ কোর্ব্বে না। জেন ভীটাস আমি রোমের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা হব বলে যুদ্ধ কর্ত্তে আসিনি—একটা বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হব বলে যুদ্ধ কর্ত্তে আসিনি—অক্টেভীয়াসকে পরাজিত কোরে বধ কর্ব্ব বলে যুদ্ধ কর্ত্তে আসিনি—একটা যুদ্ধ জয় কর্ব্ব বলে যুদ্ধ কোর্ত্তে এসেছিলুম—সে যুদ্ধ হেরেছি—আর যুদ্ধ কর্ব্ব না।

ভীটাস। তবুও আপনার বিংশ সহস্র—

এণ্টনী। আর কেন বৃথা উত্তেজিত কোর্চ্ছ ভীটাস! অতীত তার জ্বালাময়ী অনুশোচনা নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে—এণ্টনীর অনেক দূর অধঃপতন হয়েছিল—বীর জিতেন্দ্রিয় এণ্টনী—কামুক

লম্পট স্বদেশদ্রোহী হয়েছে, তবুও সে যুদ্ধে অজেয় ছিল—আজ সে যুদ্ধে হেরেছে। তার জীবনের শেষ গৌরবটুকুও আজ সে হারিয়েছে। আর বৃথা যুদ্ধ কোরে কি হবে ভীটাস? শত যুদ্ধ জিতলেও এ পরাজয়ের কলঙ্ক ঘুচবে না।

ভীটাস। তবে আপনি কি কোর্ব্বেন—শেষে কি অক্টেভীয়াসের হাতে বন্দী হবেন?

এণ্টনী। না ভীটাস তাকে বন্দী কোর্ত্তে দোবো না—মর্ব্বো—এ ঘৃণীত লাঞ্ছিত পরাজিত জীবন নিয়ে আর এণ্টনী বাঁচতে চায় না।

ভীটাস। তবে কি আত্মহত্যা কোর্ব্বেন।

এণ্টনী। না ভীটাস আত্মহত্যা কোর্ব্ব না—আমার পার্শ্বচর নিয়ে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কোর্ব্ব। সে যুদ্ধে তারাও মর্ব্বে এণ্টনীও মর্ব্বে। এণ্টনীর জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু একবার রণক্ষেত্রে জ্বলে উঠ্‌বে তার পর রণক্ষেত্রেই নিভে যাবে। কি ভীটাস চুপ কোরে রহিলে যে—চল—শীঘ্র চল—আমার সৈন্যদের বিদায় দিয়ে অক্টেভীয়াসকে এখনিই পার্শ্বচর নিয়ে আক্রমণ কোর্ব্ব—আর দেরী কোর্ত্তে পার্চ্ছি না। অনুশোচনার তীব্র তাড়নায় আমার হৃদয়কে জ্বালাময়ী কোরে তুলেছে—রণক্ষেত্রে লালিত এণ্টনী আজ রণক্ষেত্রেই শেষ শয়ন কর্ব্বে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

একসিয়াম।

অক্টেভিয়াস ও সৈন্যগণ।

(অক্টেভিয়ার প্রবেশ)

অক্টেভিয়া। কি অক্টেভিয়াস ক্লিওপেট্রাকে রোমের সাগরে ডুবিয়ে মার্ত্তে পাল্লে না।

অক্টেভিয়াস্। কি কোর্ব্ব দিদি সে পম্পিকে হারিয়ে দিয়ে ছিল—আমার অনেক সেনাক্ষয় কোরেছিল।

অক্টেভিয়া। আর তুমি যুদ্ধে হেরে এই খানে চুপ কোরে বসে রইলে।

অক্টেভিয়াস। তাইত—ভাবছি দিদি—কি কোর্ব্ব?

অক্টেভিয়া। কি কোর্ব্বে? তোমায় সে কথা বলে দিতে হবে? তোমায় আবার এখনি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ কোরে মিশর আক্রমণ কোর্ত্তে হবে। সেই নীলসর্পীর স্মৃতি জগৎ থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে—তা না হলে অক্টেভিয়ার অপমানের প্রতিশোধ হবে না।

অক্টেভীয়াস। আমিও তাই মনে কোর্চ্ছিলাম দিদি।

অক্টেভীয়া। না আর বৃথা মনে কোর্ল্লে চলবে না—চল শীঘ্র সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্বে চল।

(যোদ্ধার প্রবেশ)

যোদ্ধা। এণ্টনী কেবলমাত্র দুইশত পার্শ্বচর নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে।

অক্টেভিয়াস্। তার অন্য সৈনিক?

যোদ্ধা। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

অক্টেভিয়াস। তবে যাই দিদি এণ্টনীকে আগে পরাজিত করি, এণ্টনী আমাদের আক্রমণ করেছে।

অক্টেভিয়া। হাঁ যাও অক্টেভিয়াস—এণ্টনীকে আগে পরাজিত কর—তারপর সৈন্য সংগ্রহ করে মিশর আক্রমণ কোরো—আমিও যাই আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিগে।

(উভয়েই উভয়দিকে ফিরিল তারপর অক্টেভিয়া ফিরিয়া)

অক্টেভিয়া। অক্টেভিয়াস্।

অক্টেভীয়াস্। কি দিদি?

অক্টেভীয়া। এণ্টনীকে পরাজিত কোরো—কিন্তু তাকে বন্দী কোরো না।

অক্টেভীয়াস। ওকি কথা দিদি? সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ কোর্ব্ব না!

অক্টেভীয়া। না অক্টেভিয়াস তাকে বন্দী কোরো না; তাকে সৈন্যহীন কোরে ছেড়ে দিও। তাকে অনুতাপ কোর্ত্তে দিও—রোমের উদার আকাশতলে বসে, সুনীল সমুদ্র পানে চেয়ে, অনুশোচনার পুণ্য হোমানলে তার হৃদয়কে পবিত্র করবার অবসর দিও। তাকে বন্দী কোরো না—বন্দী কর্ল্লে কারাগৃহের রুদ্ধ বায়ু তাকে হত্যা কর্ব্বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আবার অক্টেভিয়া ফিরিল)

অক্টেভিয়া। অক্টেভিয়াস্! চলে গেছে—আমিও মিশরে যাব

নিজ হাতে তার হৃদয়টাকে উপড়ে ফেল্‌বো। না—আমার এ প্রতিশোধপ্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে হবে—রোমে আমার অসীম কর্ত্তব্য পড়ে রয়েছে, আহতদের শুশ্রূষা কর্ত্তে হবে—শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দিতে হবে—যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:-:০:-:—

টাইবার তীর—প্রভাত।

এণ্টনী পদচারণ করিতেছে।

এণ্টনী। আবার সূর্য্য উঠেছে?—জগতে এণ্টনীর পরাজয় প্রচার কর্ব্বার জন্য আবার সূর্য্য উঠেছে?—হাসছে?—লজ্জায় এখনও মুখ ঢাকেনি?—টাইবার এখনও মিশরের দিকে হাস্‌তে হাস্‌তে জলস্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে তার একটুও ধিক্কার হচ্ছে না?—তার জলস্রোত পর্ব্বতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না?—কি নির্লজ্জ—বেহায়া বিশ্বাসঘাতকতা!

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস এসেছ—ঐ শোন—আবার ঐ শোন—ঐ কিসের আনন্দ ধ্বনি—আজ বুঝি অক্টেভীয়াসের সৈন্যগণ আনন্দ কর্চ্ছে—বিজয়োল্লাসে এণ্টনীর পরাজয়বার্ত্তা রোমময় প্রচার কোরে বেড়াচ্ছে—তাদের আজ বড় গৌরব—তারা আজ এণ্টনীকে হারিয়েছে।

ভীটাস। হাঁ বন্ধু—আর তাদের বাধা দেবার কেউ নেই।

এণ্টনী। তাদের আস্‌তে দাও—তারা নিঃসহায় পরাজিত পরিত্যক্ত সৈন্যহীন এণ্টনীকে হত্যা করুক।

ভীটাস। কেন বন্ধু আপনার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সংগ্রহ কর্ল্লে অক্টেভীয়াসকে এখনও হারাতে পারেন।

এণ্টনী। এখনও সৈন্য সংগ্রহ কোর্ব্ব? একবার পরাজিত হয়েও নির্ল্লজ্জের মত আবার যুদ্ধ কোর্ব্ব?—অজেয় এণ্টনী আজ যুদ্ধে হেরেছে—জীবনে আজ এই প্রথম যুদ্ধে হেরেছে—একটা নির্লজ্জ অসম্ভব বিশ্বাসঘাতকতায় হেরেছে—তবু সে হেরেছে—আর সে যুদ্ধ কোর্ব্বেনা।

ভীটাস। কেন অমন কর্চ্ছেন বন্ধু।

এণ্টনী। কেন অমন কচ্ছি?—ঐ শোন ভীটাস! শুনতে পাচ্ছো? রোমের দুয়ারে দুয়ারে আজ রোমান ভিখারী এক্সিয়ামের যুদ্ধে এণ্টনীর পরাজয়ের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে—ঐ শোন ভীটাস! রোমান মাতা আজ শিশুকে এণ্টনীর পরাজয়কাহিনী বলে ঘুম পাড়াচ্ছে—ঐ শোন ভীটাস রোমের ঘরে ঘরে আজ প্রত্যেক রোমান এণ্টনীর নাম কর্চ্ছে আর ধিক্কার দিচ্ছে—তারা তার বিজয় ভুলে গেছে—তারা তার অতীত ভুলে গেছে—

ভীটাস। এখনও ত যুদ্ধ শেষ হয়নি। চলুন আবার রোমান সংগ্রহ করে অক্টেভীয়াসের বিরুদ্ধে চলুন! একটা যুদ্ধে হেরেছেন বৈত না।

এণ্টনী। না, আর যাব না।

ভীটাস। একটা যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে এতটা মনে কষ্ট করবার কোন কারণ দেখছি না ত বন্ধু

এণ্টনী। তুমি দেখতে পাচ্ছনা! কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি—ইতিহাসের পাতায় এক্সিয়ামের যুদ্ধে এণ্টনীর পরাজয়ের কথা লেখা হ'য়ে গেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি—ভবিষ্যৎ জগতে কলঙ্কিত কাপুরুষ, লম্পট এণ্টনী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কর্চ্ছে, ভ্রান্ত দর্শক তাই বিশ্বাস কর্চ্ছে। তার সে গৌরব—তার সে শক্তি—তার সে জয় আর নেই—একটা পরাজয়ে সব ভেসে গেছে—একটা কলঙ্কে সব ঢাকা পড়েছে। আর শত যুদ্ধ জিতলেও সে কলঙ্ক উঠবে না, অক্টেভীয়াসের হৃদয়রক্তেও সে কলঙ্ক মুছবে না—উঃ।

ভীটাস। আপনি যদি ক্লিওপেট্রার কথা না শুনে তখন অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কর্ত্তেন।

এণ্টনী। চুপ কর ভীটাস! এখনি তোমার গলা টিপে ধরব! তার নাম কোরোনা; তার নাম কোরলে এখনই রোমান নারী তার স্বামীকে বিষ খাওয়াবে—রোমান ভগ্নী তার ভাইকে হত্যা কর্ব্বে—রোমান কন্যা তার পিতাকে বধ কর্ব্বে—একটা বিশ্বাসঘাতকতার ধোঁয়ায় সমস্ত জগৎ ঢাকা পড়বে। একবার—একবার—ভীটাস! যদি তাকে এখানে পেতুম তার টুঁটি কামড়ে ধর্ত্তুম—যেমন করে শিকারী কুকুর শশকের টুঁটি কামড়ে ধরে—তেমনি করে কামড়ে ধরে তার সমস্ত রক্ত শুষে খেয়ে ফেলতুম তবু এ রাগ যেত না—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হ'ত না।

(লাসোর প্রবেশ।)

লাসো। আপনি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন—কেন অমন কর্চ্ছেন?

এণ্টনী। কি লাসো? তুমিও এণ্টনীর এই অসময়ে তাকে উপহাস করবার জন্য এসেছ? তুমি না এণ্টনীর সেনাপতি ছিলে? তুমি না অক্টেভীয়াসকে ঘৃণা কর্ত্তে—তুমি না এণ্টনীর জন্য প্রাণ দেবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলে? তুমিও তাকে তোমার বিদ্রুপ থেকে রক্ষা কর্ল্লে না!

লাসো। না প্রভু! আমি আপনাকে বিদ্রুপ কর্ত্তে আসি নি। আপনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে বলতে এসেছি। অক্টেভীয়াস এখনি আক্রমণ কর্ব্বে।

এণ্টনী। আর কি নিয়ে—কিসের জন্য প্রস্তুত হব লাসো? আজ এণ্টনী সব হারিয়েছে। আজ আর তার হৃদয়ে সে বল নেই, বাহুতে সে শক্তি নেই—আজ তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

লাসো। কে ব'ল্লে আপনি পরাজিত? কে ব'ল্লে আপনি সৈন্যহীন? দশ সহস্র রোমান আপনার জন্য সজ্জিত হ'য়ে আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্চ্ছে।

এণ্টনী। কি ব'লছ লাসো? এখনও দশ সহস্র রোমান আমার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্চ্ছে! তারা ঘৃণায় এণ্টনীকে পরিত্যাগ করেনি?

লাসো। হ্যাঁ প্রভু! আমি রোমের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার কথা ব'লে, আবার রোমান ভিক্ষা করেছি। দশ সহস্র রোমান স্বইচ্ছায় প্রাণ দেবে বলে ছুটে এসেছে।

এণ্টনী। সত্য ব'লছ লাসো?

লাসো। হ্যাঁ প্রভু! তারা বাহিরে সজ্জিত হ'য়ে রয়েছে,—আপনি আসুন। [প্রস্থানোদ্যত।]

এণ্টনী। লাসো! লাসো! (লাসো ফিরিল।) তোমায় একটা কথা রাখতে হবে! এণ্টনীর একটা শেষ অনুরোধ, শেষ মিনতি রাখতে হবে। এণ্টনী কারুর কাছে কখনও জানু-পেতে ভিক্ষা চায় নি, আজ সে তোমার কাছে জানুপেতে ভিক্ষা চাইছে। (জানু পাতিয়া) তোমার এই দশ সহস্র রোমান আমায় দিতে হবে!

লাসো। উঠুন! উঠুন! আপনি অমন কর্চ্ছেন কেন? তারা ত আপনার জন্য যুদ্ধ করবে ব'লে এসেছে। আপনি তাদের নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করুন।

এণ্টনী। তাই হবে লাসো! তাদের ব'লে দাও, এণ্টনী তাদের নিয়ে এখনি যুদ্ধযাত্রা ক'রবে। কিন্তু সে যুদ্ধযাত্রা অক্টে-ভীয়াসের বিরুদ্ধে নয়, সে যুদ্ধযাত্রা মিশরের বিরুদ্ধে।

লাসো। মিশরের বিরুদ্ধে? কি ব'লছ প্রভু?

এণ্টনী। কে আমায় যুদ্ধে হারিয়েছে লাসো? অক্টেভীয়াস আমায় যুদ্ধে হারায়নি, তার সৈন্যবল আমায় পরাজিত করেনি। শুধু একজন বিশ্বাসঘাতকতায় আমায় হারিয়েছে। যুদ্ধের জয়টা হাতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বল লাসো! আগে কার শাস্তি হওয়া উচিত? যোদ্ধার, না বিশ্বাসঘাতকের? সত্যের না মিথ্যার?

লাসো। কিন্তু প্রভু! অক্টেভীয়াস যে আপনার শিয়রে সৈন্য সজ্জিত ক'রছে।

এণ্টনী। ক'রতে দাও। এণ্টনী তার দশ সহস্র সৈন্যের একটিও নষ্ট করতে পারবে না। তা হ'লে মিশর আক্রমণ

নিষ্ফল হবে, এণ্টনী হারবে—বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড অসমাপ্ত থেকে যাবে।

লাসো। কিন্তু প্রভু—

এণ্টনী। লাসো! আমায় বাধা দিও না। দেখ, এই বুকে হাত দিয়ে দেখ! এইখানে প্রতিহিংসার দাবানলে পুড়ছে। দেখ লাসো! এই চোখের দিকে চেয়ে দেখ জ্বলছে। সে প্রতিহিংসা না মিটলে এ আগুন নিভবে না, সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। লাসো! লাসো! তোমায় মিনতি ক'রে আবার বলছি, তোমার প্রভুকে এই শেষবার সাহায্য কর! আর তাকে পুড়িয়ে মের'না।

লাসো। তাই হবে প্রভু! দশ সহস্র রোমান আজ মিশরের বিরুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য যাত্রা ক'রবে। লাসো এণ্টনীর মহানুভবতা একদিনে বুঝেছে—এই গুপ্তহন্তা লাসোর প্রতি এণ্টনীর ক্ষমা এখন ভোলেনি—সে দীন হ'লেও কৃতজ্ঞতা জানে।

(এণ্টনী লাসোকে আলিঙ্গন করিলেন।)

লাসো। আপনি প্রস্তুত হউন! আমি তাদের সংবাদ দিই।

[লাসোর প্রস্থান।

এণ্টনী। এইবার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেব, ভালবাসার অভিনয় বন্ধ কোরব, রূপের গর্ব্ব চূর্ণ কোরব।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০:-:০:-:০—

মিশর—প্রমোদ কক্ষ।

ক্লিওপেট্রা বসিয়া আছে ও সখীগণ গাহিতেছে—

যে গান কভু গায়নি কেহ আজ্‌কে সে গান গাইব আমি।
যে কথাটি কয়নি কেহ আজ্‌ সে কথা কইব আমি।
আছে সে ত হৃদয় পরে, গানের সুরে রাখব ভ'রে,
বেসুরো ও বেতালা সব আপনি তখন থাকবে থামি।
পাইবা বঁধু রইল পাশে, দেখবে তারে হৃদাকাশে,
চোখের কোণে সজল হাসি, ভাস্‌বে তখন দিবা যামি।
আহা কি এ মধুর মেশা, বিরহেতে মিলন মেশা,
সোণালী সে সোণার স্বপন, আপনি তখন আস্‌বে নামি।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

[মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া ক্লিওপেট্রা হাত নাড়িল সখীগণ চলিয়া গেল।]

ক্লিও। কি সংবাদ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। এণ্টনী সসৈন্যে মিশরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ক্লিও। এণ্টনী এসেছে? বেশ। তাকে আসতে দাও—কেউ বাধা দিওনা—আমার আজ্ঞা। (মন্ত্রী প্রস্থানোদ্যত) বুঝলে মন্ত্রী! আমার আজ্ঞা—কেউ যেন যুদ্ধ না করে।

মন্ত্রী। বুঝলাম রাণী!

[প্রস্থান।

ক্লিও। চার্ম্মি! আজ আবার এণ্টনী রোমে ফিরে আসছে। এবার তাকে ধরে ঠিক সোণার শিকলে বেঁধে রাখব—আর তাকে উড়তে দেব না।

চার্ম্মি। এবার তাকে ধরতে পারলে ত?

ক্লিও। আচ্ছা দেখিস, ধরি কি হারি?

(এণ্টনীর মুক্ততরবারি হস্তে প্রবেশ)

এণ্টনী। মিশরেশ্বরী! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লিও। কি এণ্টনী? প্রাণেশ্বর! এসেছ? এসো—

(দুই হাত বাড়াইয়া বীণা ফেলিয়া অগ্রসর হওন)

এণ্টনী। সরে যাও! তুমি সর্পের চেয়েও ক্রুর—ঐ নিশ্বাসে বিষ আছে।

ক্লিও। ওকি কথা ব'লছ প্রাণেশ্বর! আজ তোমার ক্লিওপেট্রাকে তিরস্কার ক'রছ কেন?

এণ্টনী। কেন তিরস্কার ক'র্চ্ছি বুঝতে পার্চ্ছনা? বুঝবে, শীঘ্র বুঝবে। এই তরবারি যখন ধীরে ধীরে মুণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রবে, তখন বুঝবে।

ক্লিও। তবে—তবে তুমি আমায় বধ করবার জন্য এখানে এসেছ?

এণ্টনী। তোমাকে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ভাবে হত্যা ক'রব। তোমার দেহ থেকে রূপ নিঙড়ে ফেলে কদর্য্য করে নাইল নদীতে ভাসিয়ে দেব। তা না হ'লে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না—তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ হবে না।

ক্লিও। আমি কি দোষ করেছি এণ্টনী? কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যার জন্য তুমি আমায় হত্যা করবে ব'লে রোম থেকে ছুটে এসেছ?

এণ্টনী। বেশ অভিনয় ক'রছ নারি! সুন্দর! সুন্দর! কি ছল! কি কপটতা!

ক্লিও। আমি বুঝতে পার্চ্ছিনা এণ্টনী! তুমি কি বলছ?

এণ্টনী। বুঝবে—বুঝবে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন সুন্দরী? নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে তোমার প্রাণটা যখন দেহ থেকে ছিন্ন ক'রবো তখন বুঝবে। তা না হলে এণ্টনীর এ পরাজয়ের প্রতিশোধ হবে না।

ক্লিও। কি বলছ এণ্টনী? তোমার এ যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে! কেন?

এণ্টনী। বাঃ! নিতান্ত অজ্ঞের মত বেশ আশ্চর্য্য হয়েছ ত! যেন কিছুই জান না। সুন্দর! সুন্দর! বেশ অভিনয় হচ্ছে।

ক্লিও। না এণ্টনী! সত্যই আশ্চর্য্য হয়েছি। তুমি যদি এ

যুদ্ধে হেরে থাক, তবে ত সে আশ্চর্য্য হবার কথা এণ্টনী! আমি পম্পিকে হারিয়েছি, অক্টেভীয়াসের যথেষ্ট সেনা ধ্বংস করেছি। শুধু একটা আক্রমণের অপেক্ষায় মিশরে চলে এসেছি। এর উপর যদি এণ্টনী হেরে গিয়ে থাকে, তবে সেটা আশ্চর্য্যের কথা বৈ কি।

এণ্টনী। কি সুন্দরী? এণ্টনীর পরাজয়টা তোমার পলায়নের চেয়েও অদ্ভুত! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও আশ্চর্য্য?

ক্লিও। এণ্টনী! তুমি আমায় হত্যা ক'রবে কর! কিন্তু তবু আমি ব'লব—এ যুদ্ধে যদি হেরে থাক, তবে আমার পলায়নে হারনি—তোমার নিজের বুদ্ধি হীনতায় হেরেছ, নিজের উন্মত্ততায় হেরেছ। বোধ হয় বিধ্বস্ত অক্টেভীয়াসকে তখন আক্রমণ করনি বলে হেরেছ।

এণ্টনী। হ'তে পারে আমি অক্টেভীয়াসকে তখন আক্রমণ করিনি। কিন্তু তুমিত তখন পলায়ন করেছ, বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

ক্লিও। পালিয়েছি বটে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

এণ্টনী। যুদ্ধ জয়ের মুখে অতর্কিতে পলায়ন বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

ক্লিও। নয়।

এণ্টনী। কেন নয়, শুনতে পাই কি সুন্দরী?

ক্লিও। শুনবে?—ব'লব? কিন্তু সে কথা বলবার আগে আমি শুনতে চাই, উত্তর দাও এণ্টনী! সত্য ব'লবে—এ যুদ্ধে যদি ক্লিওপেট্রা সাহায্য না ক'রত, তবে পম্পির আক্রমণ থেকে তুমি রক্ষা পেতে?

এণ্টনী। না,—স্বীকার ক'রছি।

ক্লিও। মিশরের সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল, পম্পিকে হারিয়েছিল, অক্টেভীয়াসের যথেষ্ট সেনা ক্ষয় করেছিল, স্বীকার কর?

এণ্টনী। করি।

ক্লিও। অক্টেভীয়াসের ক্ষীণ অবশিষ্ট সৈন্য আর একবার আক্রান্ত হ'লেই ধ্বংস হয়ে যেত, স্বীকার কর?

এণ্টনী। করি।

ক্লিও। তবে বুঝিয়ে দাও এণ্টনী! ক্লিওপেট্রা কোনখানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? সে এণ্টনীর সাহায্য করতে মিশর থেকে ছুটে এসেছে—যথেষ্ট সৈন্য ক্ষয় করে পম্পিকে হারিয়েছে, অক্টেভীয়াসের সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

এণ্টনী। কিন্তু সে তখন পালিয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়েছে।

ক্লিও। না এণ্টনী! ক্লিওপেট্রা বিশ্বাসঘাতকতা করে পালায়নি। তোমায় ভালবাসে বলে পালিয়েছে। সে তার বিজয়-গৌরব, তোমার বিজয়গৌরবের কাছে তুচ্ছ মনে করে বলে সে পালিয়েছে, তোমায় ভালবাসে বলে সে পালিয়েছে। তুমিই শেষ আঘাত দেবে বলে সে অক্টেভীয়াসকে হারায় নি।

এণ্টনী। (নিরুত্তর)।

ক্লিও। শোন এণ্টনী! ক্লিওপেট্রা যদি তখন অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ ক'রে পরাজিত ক'রত—তখন জগতবাসী কি ব'লত জান? এণ্টনী সে যুদ্ধ জয় করেনি, ক্লিওপেট্রাই সে যুদ্ধ জয় করেছে। এণ্টনীর আর সে শক্তি, সে সামর্থ্য, সে পরাক্রম নাই;

সে যুদ্ধ জয় করতে ভুলে গেছে। আর তুমি যদি তখন আক্রমণ করে অক্টেভীয়াসকে হারাতে, তা হ'লে সকলের মুখে তোমার বীরত্বের কাহিনী, তোমার বিজয়গৌরব শুনতে। তারা ব'লত ক্লিওপেট্রা যুদ্ধে হেরে পালিয়েছে; কিন্তু যুদ্ধ জিতেছে এণ্টনী।

এণ্টনী। তাইত ক্লিওপেট্রা! তুমি ত আগে সে কথা বলনি।

ক্লিও। এণ্টনী! তুমি শত সহস্র যুদ্ধ ক'রেছ, তোমায় কি সে কথা ব'লে দিতে হবে? অক্টেভীয়াসের সৈন্যকে বিধ্বস্ত দেখেও আক্রমণ ক'রবে না, তা আমি একবারও ভাবিনি।

এণ্টনী। তাইত—তাইত ক্লিওপেট্রা! আমি যদি তখন আক্রমণ করতাম।

ক্লিও। তখন যদি আমাদের কথামত তুমি অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ ক'রতে, তবে এ পরাজয় হ'ত না। তোমার দোষে তুমি হেরেছ!

এণ্টনী। বুঝেছি ক্লিওপেট্রা! আমার দোষে আমি এ যুদ্ধে হেরেছি।

(ক্লিওপেট্রা মৃদু গর্ব্বের হাসি হাসিতে লাগিল, এণ্টনী কিছুক্ষণ স্থির রহিল।)

এণ্টনী। ক্ষমা কর ক্লিওপেট্রা! আমি না বুঝে তোমায় মিথ্যা তিরস্কার করেছি। (অসি ফেলিয়া দিয়া) আজ রাণী! এণ্টনীকে মার্জ্জনা কর! সে তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'চ্ছে।

ক্লিও। উঠ প্রিয়তম! উঠ!

(ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর হাতে ধরিয়া তুলিল।)

এণ্টনী। তাইত ক্লিওপেট্রা! আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম, তোমায় অবিশ্বাস করেছিলাম; তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝতে পারিনি।

(ফিলো ও ভীটাসের প্রবেশ)

ফিলো। এই যে! আবার—বেশ!

এণ্টনী। না ফিলো! রাণীর কিছু দোষ নাই।

ফিলো। তা হ'লে শাস্তির অভিনয়টা এর আগেই শেষ হ'য়ে গেছে?

এণ্টনী। না ফিলো! আমি ভুল বুঝেছিলাম। রাণীকে মিথ্যা দোষী মনে করেছিলাম।

ফিলো। সেত আমরা আগে থেকেই জানতুম। দোষ আমাদের, আর অক্টেভীয়াসের।

এণ্টনী। সে আমার গৌরবের জন্য, আমায় ভালবাসে বলে, তার নিজের বিজয় গৌরব পায়ে ঠেলে ফেলে এসেছে। তাকে কি করে অবিশ্বাস ক'রব ফিলো?

ফিলো। তাকে খুব বিশ্বাস ক'রবেন! নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস ক'রবেন।

এণ্টনী। না ফিলো! রাণী বিশ্বাসঘাতকতা করেনি!

ফিলো। বেশ! আপনি তা হ'লে দিন কতক রাণীকে বিশ্বাস করে মিশরে থাকবেন—রোমে ফিরছেন না। রাণীর বিশ্বাসের প্রতিদান ত দেওয়া চাই।

এণ্টনী। এখনও সে কথা ভাবিনি ফিলো—শীঘ্র রোমে ফির্ব্বো কিনা সে কথা এখনও ভাববার সময় পাইনি।

(লাসোর প্রবেশ।)

লাসো। না আপনাকে আর শীঘ্র রোমে ফির্ত্তে হবে না। অক্টেভীয়াস আপনার পশ্চাৎধ্বাবন করে মিশর আক্রমণ করেছে।

ক্লিও। কি—পরাজিত অক্টেভীয়াস এত শীঘ্র মিশর আক্রমণ কোর্ত্তে পেরেছে—সত্য বলছ ?

লাসো। লাসো মিথ্যা কথা বলে না।

এণ্টনী। তবে ক্লিওপেট্রা! এণ্টনী আজ তোমার হয়ে মিশর রক্ষা কোর্ব্বে—তুমি তার দুর্দ্দিনে তাকে সাহায্য করেছিলে আজ সে তোমার দুর্দ্দিনে তোমায় সাহায্য কোর্ব্বে। তুমি শুধু স্থির ভাবে প্রাসাদে অবস্থান কর—এণ্টনী একাই অক্টেভীয়াসকে হারিয়ে দেবে—যাও লাসো তোমার দশসহস্র রোমানকে প্রস্তুত হতে বল।

লাসো। তারা বরাবরই প্রস্তুত আছে আপনার আগমন প্রতীক্ষা কোর্চ্ছে।

এণ্টনী। তবে চল ফিলো, চল ভিটাস, প্রাসাদ অক্রমণ করবার পূর্ব্বে অক্টেভীয়াসকে আমি আক্রমণ কোর্ব্বো।

[ক্লিও ও চার্ম্মি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ক্লিও। চার্ম্মি! তবে আবার এ যুদ্ধ বাধলো।

চার্ম্মি। তার জন্যে ভাবছ কেন? তুমিও এণ্টনীর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লিও। কিন্তু চার্ম্মি আজ আমার এ যুদ্ধে যেতে কি জানি কেন শঙ্কা হচ্ছে – হৃদয়টা বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।

চার্ম্মি। না রাণী ভয় কর্‌লে চলবে না—ভাববার সময় নেই—এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ক্লিও। চল চার্ম্মি তাই হবে—কিন্তু তার আগে আইসিস দেবের মন্দিরে চল—তাকে আগে পূজা করে আসি।

চার্ম্মি। তবে—তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০:-:০:-:০—

মিশর—অক্টেভীয়াসের শিবির।

(অক্টেভীয়াস পদচারণ করিতেছে, ব্যস্তভাবে একজন যোদ্ধার প্রবেশ।)

যোদ্ধা। যুদ্ধ হচ্ছে।

অক্টে। মিশরের সৈন্য যুদ্ধ কোর্চ্ছে ?

যোদ্ধা। এণ্টনীর সৈন্য যুদ্ধ কোর্চ্ছে—শুধু রোমানে রোমানে যুদ্ধ হচ্ছে।

অক্টে। এণ্টনীর সৈন্য বল কত ?

যোদ্ধা। আমাদের অর্দ্ধেকের চেয়েও কম।

অক্টে। তবুও আমাদের সৈন্য অগ্রসর হ'তে পার্চ্ছে না ?

যোদ্ধা। এণ্টনীর ভীষণ অস্ত্রচালনার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পার্চ্ছে না। আমাদের অনেক সৈন্য হত হয়েছে।

(সেনাপতির প্রবেশ)

অক্টে। কি সেনাপতি? মিশরের সৈন্য এখন যোগ দেয়নি, শুধু এণ্টনী যুদ্ধ ক'রছে, তবুও তাকে হারাতে পারলে না?

সেনাপতি। এ যুদ্ধ আমরা জিত্‌তে পারব না। এণ্টনী যতক্ষণ যুদ্ধ ক'রবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই জিত্‌তে পারব না।

অক্টে। কেন সেনাপতি? আমাদের সৈন্যগণ কখনও কি যুদ্ধ কোর্ত্তে শেখেনি—শুধু এণ্টনীই একা যুদ্ধ কর্ত্তে জানে।

সেনা। যুদ্ধ কর্ত্তে শিখেছে বটে, কিন্তু এণ্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোর্ত্তে শেখেনি—এণ্টনীর সৈন্যের সঙ্গে, এণ্টনীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হচ্ছে জেনে তাদের হাত আড়ষ্ট হোয়ে যাচ্ছে। এণ্টনীকে দেখে, তাহাদের উদ্যত হস্ত থেমে যাচ্ছে—মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—আর এণ্টনীর সৈন্যগণ খেলার মত তাদের মাথা কেটে ফেলেছ।

অক্টে। আর তুমি তাদের সে সময় উৎসাহ না দিয়ে, এণ্টনীর নামের ভয়টা না কাটিয়ে দিয়ে, রণস্থল পরিত্যাগ কোরে চলে এসেছে, এ উত্তম।

সেনা। আমি বোলতে এসেছি অক্টেভিয়াস, যে এণ্টনীকে রণস্থল থেকে না সরাতে পার্লে আমরা এ যুদ্ধে হারবো।

অক্টে। বেশ! এণ্টনীকে বন্দী কর, কিন্তু কি উপায়ে কোর্ব্বে?

সেনা। সে উপায় আমি ঠিক কোরে এসেছি।

অক্টে। কি বল।

সেনা। আমি গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদ পেয়েছি যে এণ্টনী মিশরের রাণীর জন্য এ যুদ্ধ কোর্চ্ছে—রোমের জন্য এ যুদ্ধ কোর্চ্ছে না। যদি তাকে কোন উপায়ে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া যায়—যে মিশরের রাণী আত্মহত্যা কোরেছে তা হলে আর সে যুদ্ধ কোর্ত্তে পার্ব্বে না—আমরা তাকে বন্দী কোর্ব্ব।

অক্টে। ধিক্ সেনাপতি ধিক্—ধিক্ তোমার কপটতায়। অক্টেভীয়াস কপটযুদ্ধে জয়লাভ কোর্ত্তে চায় না—সে যুধর্ম্মদ্ধে যুদ্ধ জিততে চায়, তুমি ভীরু কাপুরুষ তাই ওকথা ভাবতে পেরেছ। থাক সেনাপতি তোমায় আর যুদ্ধ কোরে কায নেই—তুমি এইখানে বোসে শিবির রক্ষা কর—আমি নিজে এ সৈন্য চালনা কোর্ব্ব সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে গিয়ে যুদ্ধ কোর্ব্ব—দেখি তা'তে এণ্টনীর মোহ কাটে কি না।

(প্রস্থানোদ্যত আবার ফিরিয়া আসিয়া)

আমি তোমায় বোলে যাচ্ছি সেনাপতি—সমস্ত সেনাকে বোলে দিও—আমিও তাদের বোলে দোবো—কেউ যেন এণ্টনীকে বধ না করে—এটা আমার আজ্ঞা জেন।

[অক্টেভীয়াসের প্রস্থান।

সেনা। অত মাথা গরম কোল্লে—ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোল্লে কি আর যুদ্ধ করা হয়?

যোদ্ধা। অক্টেভিয়াস ত আর বেশী বড় যুদ্ধ করেনি।

সেনা। কিন্তু আমরা ত কোরেছি, ও ছেলেমানুষ যদি ভুল করে ত আমরা কোর্ব্ব কেন? আমাদের সে ভুলটা ঠিক করে নিতে হবে।

যোদ্ধা। তা ত হবেই।

সেনা। তুমি তবে আমাদের চরকে পাঠিয়ে দাও।

[যোদ্ধার প্রস্থান।

আমি ঢের যুদ্ধ কোরে দেখেছি যুদ্ধে ছলও চাই, কৌশলও চাই, শুধু বলে কিছু হয় না।

(চরের প্রবেশ)

তুমি মিশরসেনার ছদ্মবেশ গ্রহণ কোর্ত্তে পার্ব্বে।

চর। পার্ব্বো।

সেনা। তুমি এণ্টনী যেথায় যুদ্ধ কোরছে জান?

চর। জানি।

সেনা। সেখানে গুপ্তভাবে প্রবেশ কোর্ত্তে পার্ব্বে?

চর। পার্ব্বো।

সেনা। আমি যা বলে দেবো, কম্পিত কণ্ঠে সজল চোখে—বল্‌তে হবে—পার্ব্বে?

চর। খুব পার্ব্বো।

সেনা। তবে চল আমি তোমায় সে কথা শিখিয়ে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:•:•:•:—

মিশর।

রণস্থলের একাংশ।

(লাসো একাকী অধোমুখে দণ্ডায়মান ও এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী। একি! লাসো তুমি এখানে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রোয়েছ কেন? এণ্টনী কি করে পঁচিশ হাজার সৈন্যকে তোমার দশ হাজার সৈন্য দিয়ে পরাজয় কর্চ্ছে দেখছ না। কি কথা কচ্ছনা কেন? চল যুদ্ধ কোর্ব্বে চল।

লাসো। না আমি আর যুদ্ধ কোর্ব্বনা।

এণ্টনী। তুমি যুদ্ধ কোর্ব্বে না! কেন—বল—কেন?

লাসো। না আমি আর যুদ্ধ কোর্ব্ব না।

এণ্টনী। ও কি কথা লাসো—কি বলছ তোমায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে না দেখতে পেলে, তোমার দশ হাজার রোমান চঞ্চল হোয়ে উঠবে, আর তারা যুদ্ধ কোর্ত্তে পার্ব্বে না—

লাসো। তা আমি কি কোর্ব্ব—লাসো আর যুদ্ধ কোর্ব্বে না।

এণ্টনী। না লাসো! এ সময়ে আর তুমি চুপ করে অধোমুখে স্থির হয়ে থেক না। তোমার বলে এণ্টনী আজ যুদ্ধ ক'রছে; তার হাতের কাছ থেকে বিজয়টাকে আবার তেম্নি করে ছিনিয়ে নিও না। এণ্টনীর নামে আবার একটা পরাজয় লিখিয়ে দিওনা॥

চল, যুদ্ধ ক'রবে চল! আমাদের দুজনকেই না দেখতে পেলে সব সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পোড়বে।

লাসো। আমি স্থির করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—যুদ্ধ ক'রব না।

এণ্টনী। তুমি স্থির ক'রেছ—তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ—তুমি যুদ্ধ ক'রবে না? কেন লাসো? এ প্রতিজ্ঞা কেন?

লাসো। কেন? কেন আর কি? রোমানের বিরুদ্ধে রোমান হয়ে যুদ্ধ ক'রব না।

এণ্টনী। এই জন্য যুদ্ধ ক'রবে না?

লাসো। হাঁ।

এণ্টনী। কেন লাসো? তুমিই ত আমায় রোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মিশর থেকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলে! তুমিই ত লাসো! একসিয়মের যুদ্ধে আমার সৈন্য সংগ্রহ ক'রেছিলে! জয়ের আশা দেখিয়ে পরাজিত মৃত্যুপ্রার্থী এণ্টনীকে এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে!

লাসো। তখন ভুল বুঝেছিলাম।

এণ্টনী। কেন? কিসের ভুল, লাসো?

লাসো। আপনাকে বিশ্বাস করা।

এণ্টনী। আমাকে বিশ্বাস করা! কেন?

লাসো। কেন?—আমিত এণ্টনী! মিশরের রাণীর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে রোমে ফিরব ব'লে তার পায়ে লুটিয়ে পড়িনি। বিদেশী রাণীর রূপের জন্য স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। মিশরের রাণীকে যুদ্ধে হারাতে গিয়ে, তার হয়ে যুদ্ধ করিনি।

এণ্টনী। আমি মিশরের রাণীকে ভুল বুঝেছিলুম, তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম লাসো!

লাসো। তুমি মিশরের রাণীকে ভুল বুঝেছিলে—আমিও এণ্টনীকে ভুল বুঝেছিলাম। তখন জানতাম না যে, এণ্টনী তার প্রতিজ্ঞা রাখতে জানে না। একজন বড় যোদ্ধা হয়ে তার বীরত্ব হারিয়েছে, একটা রমণীর কাছে তার মনুষ্যত্ব বিকিয়েছে, তার ক্রীতদাসের চেয়েও অধম হয়েছে—তাই রাণীর আজ্ঞায় সে সৈন্য চালনা কচ্ছে। যদি তখন বুঝতাম, তা হ'লে আমি এ যুদ্ধ ক'রতে আসতাম না।

এণ্টনী। লাসো! লাসো! আমায় ক্ষমা কর! আমি স্বীকার করছি আমি দোষী। আমিই স্বীকার করছি লাসো! আমি রাণীকে ভালবেসে মনুষ্যত্ব হারিয়েছি—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিনি। কিন্তু তা ব'লে কি সে তিরস্কারের এই অবসর, সে কথার কি এই সুযোগ?

লাসো। তবে আর সে কথা কখন ব'লব?

এণ্টনী। না লাসো! সে কথা এখন থাক। আজ একবার এণ্টনীকে সাহায্য কর! তাকে একবার এ যুদ্ধ জিত্‌তে দাও, তারপর তুমি তাকে যত পার তিরস্কার কোরে তাকে যা শাস্তি দিতে হয় দিও, হত্যা করতে চাও ত হত্যা কোরো—কিন্তু তাকে পরাজিত কোরো না।

লাসো। (নীরুত্তর)।

এণ্টনী। কি? চুপ করে রইলে যে? কথা ক'চ্ছ না। তবে কি তোমার ইচ্ছা লাসো! এণ্টনী এ যুদ্ধে হারে? অক্টেভীয়াস

তাকে বন্দী করে, রথের চাকায় বেঁধে রোমের রাজপথে ঘুরিয়ে বেড়ায়। যদি তাই হয় লাসো? তোমার ইচ্ছা যদি তাই হয়? তবে—তবে—তুমি তাকে একবার যা করতে এসেছিলে তাই কর। তাকে হত্যা কর! তাকে আর যুদ্ধে হারিও না। (এণ্টনী নিজ হাতে লাসোকে অস্ত্র তুলে দিলেন।)

লাসো। সাবধান এণ্টনী! সরে দাঁড়াও। হিংস্র সিংহশিশু নিয়ে খেলা কোরো না।

এণ্টনী। না লাসো! আমায় হত্যা কর—আর পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত কোরো না!

লাসো। সাবধান এণ্টনী! প্রলোভন দেখিও না। আমার প্রাণের মাঝে ভয়ঙ্কর বিরোধ বেধেছে, কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতায় যুদ্ধ হচ্ছে। আমায় আর প্রলোভন দেখিও না! তুমি যে আমায় ক্ষমা করেছিলে, হয়ত এ প্রলোভনে পড়ে সে কৃতজ্ঞতাও ভুলে যাব।

এণ্টনী। যদি তুমি তাকে সত্যই কৃতজ্ঞতা দেখাতে চাও লাসো—তাকে বন্দী হ'তে দিও না। তার অনুতপ্ত জীবনটাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত হবার আগে মরতে দাও। তাকে হত্যা কর।

লাসো। সাবধান! সিংহশিশু এখন হিংসা ভোলেনি।

(ছদ্মবেশী চরের প্রবেশ)

চর। মহানুভব এণ্টনী! আমাদের রাণী প্রাসাদে আজ বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

এণ্টনী। (জোরে চরের হাত চাপিয়া ধরিয়া) কি ব'লছ? সত্য বল।

লাসো। (সোৎসাহে) কি বল্লে দূত? সত্য বল।

চর। ভগবানের দিব্য বলছি—আমাদের রাণী অবরোধের ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা কোরেছে।

এণ্টনী। যাক্—এণ্টনীর যুদ্ধ করা শেষ হোয়েছে।

(অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল)

লাসো! বন্ধু! এইবার তোমার এণ্টনীকে হত্যা কর, সে হাসতে হাসতে মরুক।

লাসো। (হাঁটু গাড়িয়া) এণ্টনী! প্রভু! উঠ সে—মোহিনী নারী মরে আজ এণ্টনীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। লাসো! আবার তার রোমান এণ্টনীকে ফিরে পেয়েছে—এবার সে প্রাণপণে যুদ্ধ কোর্ব্বে—অক্টেভীয়াসকে হারিয়ে এণ্টনীকে রোমের সিংহাসনে বসাবে—চল প্রভু যুদ্ধ কোর্ব্বে চল।

এণ্টনী। যুদ্ধ!—আর না লাসো—এণ্টনীর বক্ষপঞ্জর গুলো সশব্দে ভেগে গিয়েছে—দেখ লাসো আজ তার বুক খালি হয়ে গেছে রক্ত স্রোত বইছে না—শুধু হাওয়া—শুধু হাওয়া।

লাসো। না প্রভু আর মিথ্যা শোক কর্ব্বার সময় নেই অক্টেভীয়াস এখনই হয়ত আক্রমণ কর্ব্বে।

এণ্টনী। দাও তাকে আক্রমণ কর্ত্তে দাও—আজ সে দরিদ্র, দুর্ব্বল, নিঃসহায় এণ্টনীকে বধ করুক।

(যোদ্ধার প্রবেশ)

যোদ্ধা। অক্টেভিয়াস নিজে সৈন্যচালনা কোরে আমাদের আক্রমণ কোরেছে, সে আক্রমণে আমাদের সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হোয়ে পোড়েছে

লাসো। আমার রোমান ছত্রভঙ্গ হোয়ে পড়েছে—আচ্ছা দেখি—অক্টেভিয়াস কি করে প্রাণ নিয়ে ফেরে দেখবো।

[লাসো ও প্রহরীর প্রস্থান।

এণ্টনী। যাও লাসো তুমি যুদ্ধ করগে এণ্টনী আর যুদ্ধ কোর্ব্বে না। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া)

ক্লিওপেট্রা মরেছে—সত্য মরেছে, তবে আর কার জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব? যুদ্ধ না কল্লে অক্টেভীয়াস এখনি আমায় বন্দী কর্ব্বে, কে আমায় রক্ষা কর্ব্বে?

(ভীটাসের প্রবেশ)

কি ভীটাস এসেছ?—এস তোমার বন্ধুকে রক্ষা কর—তাকে বন্দী হতে দিও না তাকে আত্মহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত হতে দিও না—তাকে হত্যা কর।

ভীটাস। তোমায় হত্যা কর্ব্ব কিসের জন্য বন্ধু?

এণ্টনী। কিসের জন্য? তা আর বল্‌বার সময় নেই ভীটাস। অক্টেভীয়াস আমায় এখনি বন্দী কর্ব্বে—তুমি আমায় রক্ষা কর, ভীটাস—এই নাও আমায় হত্যা কর—কি চুপ করে রইলে যে? তবে কি এণ্টনীর হস্তকে আত্মহত্যার রক্তে কলুষিত কর্ত্তে হবে? তুমি না পারো ভীটাস আমি তবে নিজে মর্ব্ব।

ভীটাস। না—বন্ধু—দাও—হত্যা কর্ব্ব—দাও (অস্ত্র গ্রহণ) এণ্টনী বন্ধু তোমার মৃত্যু দেখবার আগে ভীটাস মর্ত্তে চায়।

(ভীটাস বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল)

এণ্টনী। একি? ভীটাস তুমিও আমায় হত্যা কল্লে না? তবে কি কর্ব্বো আমার আত্মহত্যা কর্ত্তে হ'ল—ক্লিওপেট্রা—ক্লিওপেট্রা।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া পড়িয়া গেল, ফেরোর দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ)

ফেরো। মিথ্যা কথা এণ্টনী—মিথ্যা কথা।

(এণ্টনী কষ্টে উঠিয়া)

এণ্টনী। কি মিথ্যা কথা ফেরো ?

লাসো। (ছুটিয়া আসিয়া) কি মিথ্যা কথা দূত ?

ফেরো। রাণী মরেনি।

এণ্টনী। রাণী মরেনি সত্য বল্‌ছো ?

লাসো। রাণী মরেনি সত্য বল্‌ছো ?

ফেরো। এই মাত্র তাকে সুস্থ শরীরে মন্দিরে দেখে এসেছি, অক্টেভিয়াসের গুপ্তচর রাণীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে গেছে।

লাসো। রাণী মরেনি! বেশ হয়েছে এণ্টনী তুমি আত্ম-হত্যা কোরেছ—এই বার মর—মর্ত্তে চেয়েছিলে মর—মৃত্যুই তোমার মুক্তি—মৃত্যুই তোমার শান্তি—মৃত্যুই তোমার সুখ। রাণী এখনও বেঁচে আছে—বেশ! লাসো এবার অক্টেভীয়াসের সঙ্গে প্রাসাদ আক্রমণ কোরে রাণীকে হত্যা কোর্ব্বে—এণ্টনীর এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

[লাসোর প্রস্থান।

ফেরো। হায় এণ্টনী আমি ঠিক সময়ে আসতে পাল্লুম না—

এণ্টনী। তোমার দুঃখ হচ্ছে ফেরো—আমি মরছি বলে দুঃখ হচ্ছে ? কেন আমার ত দুঃখ হচ্ছে না—আনন্দ হচ্ছে—রাণী এখনও বেঁচে আছে—সুস্থ শরীরে মন্দিরে রয়েছে। কিন্তু লাসো

বড় ভয় হচ্ছে—রাণী যখন আমার এই কথা—তার প্রাণের এণ্টনীর এই অবস্থার কথা শুনবে তখন সে কি করে বাঁচবে ফেরো—নিশ্চয় আত্মহত্যা কোর্ব্বে—তাইত—কি হবে ফেরো এ সংবাদ কি করে চেপে রাখবে?

লাসো। সে সংবাদ আমি নিজে দোবো—রাণীকে মর্ত্তে দোবো না।

এণ্টনী। তবে যাও ফেরো শীঘ্র যাও—অন্য কেউ একথা বলবার আগে তুমি বলগে, রাণীর কাছে থাকগে, রাণীকে আত্মহত্যা কর্ত্তে দিওনা—রাণী বেঁচে আছে জানলে এণ্টনী খুব সুখে, খুব আনন্দে এইখানে মর্ব্বে।

ফেরো। না এণ্টনী! তোমায় এখানে মর্ত্তে দিতে পার্ব্বোনা, রাণী সে কথা শুনলে আমায় কি বলবে—না এণ্টনী তোমায় রাণীর শয়নকক্ষে মর্ত্তে হবে, রাণীর অঙ্কে তোমার শেষ নিশ্বাস বইবে—রাণী তোমার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন দেখবে—তা না হলে, তা না হলে, রাণী উন্মত্ত হয়ে ছুটে বেড়াবে।

এণ্টনী। তবে তাই কর ফেরো—আমায় রাণীর কক্ষে নিয়ে চল—শেষবার তাকে দেখাও—তাকে দেখতে দেখ্‌তে মর্ত্তে দাও।

ফেরো। চল এণ্টনী, নিয়ে যাচ্ছি।

(ফেরো প্রহরীদের ডাকিয়া এণ্টনীকে লইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:-:০:-:—

আইসিসের মন্দির।

ক্লিওপেট্রা ও সখীগণ।

(সম্মুখে আইসিসের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত প্রণাম করিল)

ক্লিও। মিশররমণীগণ তোমারা এই যুদ্ধদেবের প্রার্থনা-গান গাও—আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

জয় রণ-দেবতার জয়।
যেন প্রাণেশের আজি এ যুদ্ধে পরাজয় নাহি হয়।
আজীবন তার ছিল যে দীক্ষা,
সেই সে শিক্ষার মহাপরীক্ষা,
জিনিয়া সমর ফিরে হে প্রাণেশ হয়ে গৌরবময়।
আসে যেন ফিরে এ সমরজয়ী,
সে গৌরবে আমি গৌরবময়ী,
আজি এ যুদ্ধে শত্রুরমণি যেন সে কাড়িয়া লয়।
এ জগত মাঝে সে বিজয়গান,
যেন নাহি কভু হয় অবসান,
যতদিন এই থাকিবে জগৎ যেন সে সকলে কয়।
এ সমর জয়ে যেন থামে সব,
শত্রুর হাসি মরণেরি রব।
যেন ফিরে আসে মিশরের মাঝে পুরাতন সুসময়॥

চল, সখীগণ প্রাসাদে যাই—এণ্টনীর বিজয়সংবাদের অপেক্ষায় করিগে—

(ছদ্মবেশী চরের প্রবেশ)

চর। রাণী! রাণী! এণ্টনী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হয়েছে।

ক্লিও। কি বল্‌ছ দূত?

চর। অক্টেভিয়াস এণ্টনীকে যুদ্ধে হত্যা কোরেছে—আমার সম্মুখে তাকে হত্যা কোরেছে—ক্লিওপেট্রা আমি চল্লুম বলে, এণ্টনীর শেষ নিশ্বাস বেরিয়েছে!

[চরের প্রস্থান।

ক্লিও। এণ্টনী মরেছে—যাক্; চার্মি! আমি আর কার জন্য বাঁচবো—কি করে বাঁচবো; দাঁড়াও এণ্টনী ক্লিওপেট্রাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছে—

(হেমলক বুক হইতে বাহির করিয়া)

দাঁড়াও এণ্টনী, দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি—

(মুখের কাছে হেমলক ধরিল)

(ফেরোর দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ)

ফেরো। মিথ্যা কথা রাণী! মিথ্যা কথা।

ক্লিও। কি মিথ্যা কথা ফেরো?

(হাত কাঁপিয়া হেমলক পড়িয়া গেল)

ফেরো। এণ্টনী মরেনি—তুমি আত্মহত্যা কোরো না—আমি আসছি, মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিয়ে আসছি।

[ফেরোর প্রস্থান।

ক্লিও। একি?—ফেরো কি বলে গেল—এণ্টনী মরেনি—মিথ্যা কথা—সব মিথ্যা কথা—এণ্টনী এখনও বেঁচে আছে—

(ফেরোর রক্তাক্ত বেশে চরের ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রবেশ)

ফেরো। হাঁ রাণী—এণ্টনী এখনও বেঁচে আছে। অক্টে-ভীয়াসের এই দূত তোমায় আত্মহত্যা করাবার জন্য মিথ্যা কথা বলতে এসেছিল—সে তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

ক্লিও। কি বল্‌ছো ফেরো—এণ্টনী এখনও বেঁচে আছে।

ফেরো। হাঁ রাণী।

ক্লিও। না ফেরো আমার সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—চল চল, ফেরো এণ্টনীকে একবার দেখাবে চল—আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল—

ফেরো। না রাণী! আর যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না—এণ্টনী তোমার শয়ন কক্ষে রয়েছে।

ক্লিও। এণ্টনী এখন আমার শয়ন কক্ষে! কিসের জন্য?

ফেরো। কিসের জন্য, তা আমি বলতে পার্ব্বোনা রাণী তবে চল, তাকে দেখবে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ক্লিও। চল ফেরো চল।

ফেরো। কিন্তু রাণী প্রস্তুত হয়ে থাক, হয়ত তাহার মৃত্যু আসতে পারে।

ক্লিও। (যাইতে যাইতে থামিয়া) প্রস্তুত হোয়ে থাকবো! হয়ত তাহার মৃত্যু আসতে পারে!—বেশ চল ফেরো যাচ্ছি—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাণীর শয়ন-কক্ষ।

(এণ্টনী শয্যার উপর শায়িত ক্লিওপেট্রা শয্যার পার্শ্বে নতজানু হইয়া এণ্টনীর বুকে মুখ রাখিয়া।)

ক্লিও। এণ্টনী!

এণ্টনী। ক্লিওপেট্রা [উঠিয়া।]

ক্লিও। [মুখ লুকাইয়া] হায় এণ্টনী কি কল্লে তুমি।

এণ্টনী। ক্লিওপেট্রা! আর দুঃখ কোরো না—আমার মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তে নিকটে আসছে—আসতে দাও ক্লিওপেট্রা—এণ্টনীর সব শেষ হয়ে যাক।

ক্লিও। তার দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে ক্লিওপেট্রা মর্ব্বে—তারও সব শেষ হয়ে যাবে।

এণ্টনী। ও কি বলছ ক্লিওপেট্রা—তুমি কেন মোর্ব্বে?

ক্লিও। তোমায় ছেড়ে আমি কি কোরে বাঁচব এণ্টনী?

এণ্টনী। না ক্লিওপেট্রা তোমায় বাঁচতে হবে—এণ্টনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ তোমায় নিতে হবে—অক্টেভীয়াসকে হত্যা—না ক্লিওপেট্রা তুমি তা কোরো না—হত্যা কোরে হস্ত কলুষিত করো না—কিন্তু ক্লিওপেট্রা তোমায় বাঁচতে হবে।

ক্লিও। তাই হবে এণ্টনী আমি বাঁচবো—মর্ব্বোনা।

এণ্টনী। এইবার আমার হৃদপিণ্ডটাকে কে যেন সবলে চেপে

ধোর্চ্ছে—এইবার—এইবার মৃত্যু আসছে—এইবার ক্লিওপেট্রা এণ্টনীকে তার সাধের মরণে মর্ত্তে দাও।

[ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইল।]

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। অক্টেভীয়াস প্রাসাদ আক্রমণ করেছে তার সৈন্যগণ এখনি রক্ষীদের হত কোরে প্রাসাদে প্রবেশ কর্ব্বে।

[প্রস্থান।

এণ্টনী। কি অক্টেভীয়াসের এতদূর স্পর্দ্ধা—আমি বেঁচে থাকতে প্রাসাদে প্রবেশ কর্চ্ছে—ছেড়ে দাও তাকে দেখাচ্ছি রাণী—এণ্টনী এখনো মরেনি (কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, বুক হইতে প্রবল রক্তস্রোত হওয়ায় তার প্রাণহীন দেহ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল)

ক্লিও। এণ্টনী—এণ্টনী—(ক্লিও এণ্টনীর গলা ধরিয়া সজোরে নাড়িল, উত্তর পাইল না) থাক্ সব শেষ হয়ে গেল—সব ফুরিয়ে গেল—এইবার ক্লিওপেট্রারও সব শেষ হবে—সেও মর্ব্বে। না, না, তা হবে না, এণ্টনী বলে গেছে তা হবে না, আমায় বাঁচতে হবে—এণ্টনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমায় বাঁচতে হবে—অক্টেভীয়াসকে হত্যা কর্ব্বার জন্য বাঁচতে হবে—কিন্তু তাইত—কি উপায়ে হত্যা কোর্ব্বো—না—না—তা আর হবে না সে সুযোগের অপেক্ষায় ক্লিওপেট্রা আর বসে থাকতে পার্ব্বে না। সে আজ ম'রবে—এইবার ম'রবে। (বুকে হাত দিয়া) কৈ? কৈ? হেমলক নেই, একখানা ছুরি পর্য্যন্ত নেই! তবে কি করে ম'রব? কে আছিস! কে আছিস! কেউ নেই। কেউ উত্তর দিচ্ছে না। ক্লিওপেট্রা এখনও মরেনি—তবুও সে তার

প্রভুত্ব হারিয়েছে—কেউ তার আজ্ঞা শুনতে আসছে না। কি ক'রব হেমলক চাই—যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

(মুক্ত তরবারি হস্তে অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টে। কি রাণী? কোথায় যাচ্ছ?

ক্লিও। কে? কে অক্টেভীয়াস? প্রাণেশ্বর! এসেছ? এতদিনে ক্লিওপেট্রাকে মনে পড়েছে?

অক্টে। কি ব'লছ রাণী? আমি এণ্টনী নয়—অক্টেভীয়াস।

ক্লিও। জানি তুমি এণ্টনী নয়! তাই তোমায় ভালবাসি।

অক্টে। কেন আমায় মিথ্যা মুগ্ধ করবার চেষ্টা ক'রছ রাণী? এ এণ্টনী নয়! এর হৃদয় অন্য ধাতুতে গড়া।

ক্লিও। সেই জন্যই ত তোমায় ভালবাসি অক্টেভীয়াস! তুমি এণ্টনী নয় বলেই তোমায় ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে শক্তিমান বলে ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে মহানুভব বলে ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে সুন্দর ব'লে—মাপ কর অক্টেভীয়াস! তোমায় একটা বৃদ্ধের সঙ্গে তুলনা ক'রে অন্যায় করেছি।

অক্টে। ক্ষমা কর রাণী! আর তোমায় কপট প্রেম দেখাতে হ'বে না।

ক্লিও। তবুও বলবে আমার কপট প্রেম? তবে এণ্টনীকে মিশরে আটকে রেখে তোমায় রোমে সর্ব্বশক্তিমান হ'তে দেওয়া আমার কপটতা? একসিয়ামের যুদ্ধে তোমায় পরাজিত ক'রেও পালিয়ে জয়ী হ'তে দেওয়া আমার কপটতা? এই যুদ্ধে মিথ্যা আত্মহত্যার সংবাদ পাঠিয়ে এণ্টনীকে আত্মঘাতী

করাও আমার কপটতা? না অক্টেভীয়াস! তোমায় আমি বড় ভালবাসি। তোমার দিব্য বলছি—আমি তোমায় বড় ভালবাসি। কি চুপ করে রইলে যে? বিশ্বাস হ'ল না?

অক্টে। না, ভাবছি! ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্লিও। না অক্টেভীয়াস! আমি সত্য বলছি—তুমি বিশ্বাস কর—আমি তোমায় ভালবাসি।

(অক্টেভীয়াস নিরুত্তর ও মুখ নত করিলেন।)

ক্লিও। চল অক্টেভীয়াস! তুমি যখন আমার কক্ষে এসেছ, তোমায় আজ অগাধ প্রেমের আনন্দে ডুবিয়ে রেখে দেব।

[অক্টেভীয়াস নিরুত্তর।]

ক্লিও। প্রাণেশ্বর! এখনও এ যুদ্ধ বেশ কেন? পরিত্যাগ কর [বলিয়া অসিখানি অক্টেভীয়াসের হাত থেকে ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল। অক্টেভীয়াস পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ক্লিওপেট্রা অসি তুলিয়া] এইবার এণ্টনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ [বলিয়া যেমন অসির আঘত করিতে যাইবে ফেরো আসিয়া রাণীর হাত চাপিয়া ধরিল।]

ফেরো। ওকি রাণী।

ক্লিও। কি কর্ব্বে ফেরো এণ্টনীর অন্তিম অনুরোধ রাখতে দিলে না।

ফেরো। না রাণী তোমার হস্ত হত্যার কলঙ্কে কলুষিত কোরো না, তুমি আজ্ঞা দাও

[অক্টেভীয়াস গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল।]

আমি এখনই হত্যা কার্চ্ছি, কৈ—পালিয়ে গেছে—যাক্।

ক্লিও। এণ্টনী তোমার প্রতিশোধ হ'লো না।

(প্রহরী লইয়া অক্টেভীয়াসের পুনঃ প্রবেশ।)

অক্টে। অস্ত্র দাও (ফেরো অস্ত্র ফেলিয়া দিল ফেরোকে বন্দী করিল) তোমরা শোন, রাণীকে প্রাসাদের একটী কক্ষে বন্দী ক'রে রাখবে, দেখ সেথা কেউ যেন প্রবেশ কর্ত্তে না পারে, আর এ মিশর যুবককে ছেড়ে দাও, এ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। রাণী! এইবার তোমার ভালবাসার প্রতিশোধ আরম্ভ হবে—তোমায় নির্দ্দয় নির্য্যাতন কোর্ব্ব—কিন্তু হত্যা কোর্ব্ব না। তোমায় রথে বেঁধে রোমের সমস্ত রাজপথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব—তারা প্রকটা গুপ্তহন্ত্রী পিশাচীকে দেখবে—এণ্টনীর রূপসী গণিকাকে দেখবে [ক্লিওপেট্রা দীন নয়নে ফেরোর দিকে চাহিল।]

ফেরো। [রাণীকে ধীরে] ফেরো থাকতে তোমার সে ভয় নেই রাণী। [প্রস্থান।

অক্টে। যাও নিয়ে যাও। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:-:০:-:—

মিশরের প্রাসাদ।

বন্দী ক্লিওপেট্রা।

ক্লিও। একি? আমি পাগল হ'চ্ছি নাকি—না—না ক্লিওপেট্রা এখন পাগল হলে চলবে না—তোমায় মাথা ঠিক রাখতে হবে—পালাতে হবে। কিন্তু কি করে পালাবো, সব বন্ধ—মরতে

হবে—কি করে মর্ব্ব— হেমলক নেই—ছুরি নেই (ভিতর দিকে ছুটিয়া গিয়া)—ঐ ত নাইল বইছে—নাইল—নাইল—সাধের নাইল আমার—আর তোমায় বেঁধে রাখবো না—একবার তোমার বন্যা নিয়ে ছুটে এস—এই প্রাসাদটাকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে রাণীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও—তাকে ডুবিয়ে মারো (ফিরিয়া আসিয়া) নাঃ—নাইল আসবে না—সে তেমনি নাচতে নাচতে ছুটেছে—সেও আমার কথা শুনবে না। আকাশ—আকাশ—তোমার বজ্রটাকে পাঠায়ে দাও—দাও—প্রাসাদটাকে চুরমার্ করে ফেলুক—দাও—দাও—অক্টেভীয়াস আসছে—বজ্র দাও—দাও। সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। ভূমিকম্প। একি? পা টলছে কেন? মাথা ঘুর্চ্ছে কেন? কৈ?—কিছু না—কেউ ক্লিওপেট্রাকে মারবে না।—না মারে—ক্লিওপেট্রা পালাবে—মিশর ছেড়ে অনেক দূরে পালাবে—(প্রাচীরের দিকে চাহিয়া ঘুরিতে লাগিল—"কোথাও ফাঁক নেই সব বন্ধ—সব বন্ধ"।)

(হাকিমবেশী ফেরো একটা ফল হাতে লইয়া ও অক্টেভীয়াসের একজন যোদ্ধা প্রবেশ করিল।)

যোদ্ধা। ঐ দেখ মিশরের রাণী উন্মাদিনী হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—তোমার ঔষধে ঐ রোগ আরোগ্য হবে?

ফেরো। যত শক্ত রোগ হোক না কেন এই ফল খেলেই সেরে যাবে—আমি ঢের সারিয়েছি। [প্রহরী দাঁড়াইয়া রহিল।] যাও তুমি যাও, কেউ সামনে থাকলে এ রোগ সারবে না।

[প্রহরীর প্রস্থান

[ফেরো চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।]

ক্লিও। (প্রাচীরের দিকে চাহিয়া) ভেঙ্গে পড়—ভেঙ্গে পড় প্রাচীর—তোদের না আমি নিজ হাতে সোনা দিয়ে সাজিয়ে ছিলুম—তবু দাঁড়িয়ে আছিস—ধিক্—নিলর্জ্জ বেহায়া—ধিক্। (বুকে হাত দিয়া) কৈ—হেমলক কৈ—বিষ কৈ—নেই।—তবু মরবো—এই নখ দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে মরবো (ক্রন্দনের স্বরে) না তাও হবে না—ভগবানের—সব ঠকানো—সব জুচ্চুরি—সে জানোয়ারের নখে বিষ দিয়েছে—মানুষের নখে বিষ দেয়নি—কি করি—কোথা যাই—কে আমায় উদ্ধার কর্ব্বে (ফেরো ধীরে ধীরে রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইল রাণী খুব চীৎকার করিয়া) ওগো—কে কোথায় আছ গো আজ ক্লিওপেট্রাকে হত্যা কর—বিষ দাও। (ফেরোকে দেখিয়া)—কে তুমি?—শুনতে পেয়েছ? তাই এসেছ—এসেছ—আমায় উদ্ধার কর্ত্তে এসেছ?

ফেরো। তোমায় উদ্ধার কোর্ব্বো বলেইত এসেছি রাণী।

ক্লিও। আমায় উদ্ধার কর্ত্তে এসেছ?—তুমি স্বর্গের দেবতা?

ফেরো। আমায় চিন্তে পার্চ্ছ না রাণী? (ফেরো ছদ্মবেশ খুলিল)

ক্লিও। তোমায়?—তোমায় কি কখন দেখিছি? কে? ওঃ—ফেরো এসেছো—ফেরো—রাণী আজ নিঃসহায় তাকে আজ ফেলে যেওনা—প্রাসাদের বাহিরে নিয়ে চল।

ফেরো। না রাণী পালাবার উপায় নেই—সব দিক বন্ধ।

ক্লিও। সব দিক বন্ধ?

ফেরো। সুধু একদিক খোলা আছে—সুধু ঐ দিক।

(উপর দিকে দেখাইল।)

ক্লিও। ঐ দিক দিয়েই যাবো ফেরো—নিয়ে চল—চল [ফেরো নীরব] চুপ করে রৈলে? দাও—দাও—বিষ দাও—হত্যা কর। বিষ না থাকে ছুরি না থাকে—টুঁটি টিপে এই প্রাণটা বের করে দাও।

ফেরো। এনেছি রাণী—বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিষ এনেছি।

রাণী। কি এনেছ? শীঘ্র দাও।

ফেরো। (ফল খুলিয়া দেখাইল) এই দেখ রাণী তোমার জন্য তীব্র বিষধর সর্প এনেছি।

রাণী। সর্প এনেছ?—বেশ করেছ ফেরো—দাও শীঘ্র দাও অক্টেভীয়াস আসবে—শীঘ্র দাও—ওকে আমি বুকে করে রাখবো—দাও—দাও।

ফেরো। দিচ্ছি রাণী (বলিয়া ফেরো অনিচ্ছাসত্ত্বে ধীরে ধীরে ফলটি আগাইয়া দিল রাণী সর্পটি সাগ্রহে লইয়া)

ক্লিও। বিষধর! রাণীর সমস্ত প্রাণটা এক নিশ্বাসে পান করে নাও।

(বুকে ধরিল ও মরিয়া পড়িল।)

ফেরো। যাক্—রাণী আজ রাণীর মত মরেছে।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। এত দেরী কচ্ছ যে?

ফেরো। চুপ কর—রাণী ঘুমচ্ছে—তন্দ্রা ভাঙ্গিও না।

প্রহরী। ওকি! রাণী ওখানে পড়ে কেন?—বিষধর সর্প বেড়াচ্ছে!

ফেরো। রাণীকে কামড়েছে—রাণীকে কামড়েছে—যাও তোমার সেনাপতিদের খপর দাওগে যাও—রাণী মরেছে।

[প্রহরীর বেগে প্রস্থান।

ফেরো। ফেরোর জীবনের আজ সব কাজ শেষ হয়েছে—এবার সে মর্ব্বে (বলিয়া সাপটি তুলিয়া হাতে ধরিল—রাণীর পদতলে পড়িয়া) —রাণী—রাণী (মৃত্যু।)

(অক্টেভীয়াস ও লাসোর প্রবেশ।)

অক্টে। রাণী আজ মরেছে। দেখ লাসো—মৃত্যুর কদর্য্যতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি—তার কালিমা ঢালতে পারেনি—ঐ এণ্টনী-ভোলান হাসি তার ঠোঁটে এখনো লেগে রয়েছে। রাণী মরেছে—আজ আর সে আমাদের শত্রু নয়—আজ আমাদের সৈন্যগণকে বিজয়উৎসবের বাদ্য বন্ধ করে দিতে বল—তারা আজ শোকধ্বনি করুক, ক্রন্দনের বিলাপে দেশটাকে ছেয়ে ফেলুক।—আর দেখ লাসো—এণ্টনী ক্লিওপেট্রা যেন এক সমাধিতে স্থান পায়, তারা জীবনে কখন ছিন্ন হয়নি মরণেও যেন না হয়। আর (ফেরোকে দেখাইয়া) এ—কে? জানিনা—বোধ হয় রাণীর একজন ভক্তভৃত্য, এ আমার একবার প্রাণ রক্ষা করেছিল, এও যেন তাদের পদতলে স্থান পায়।

[বেগে আইরিণের ছুরি হস্তে প্রবেশ।]

আইরিণ। আর আইরিণও তার পদতলে স্থান পাবে। সে এই সাধের মরণে মর্ব্বে বলে নাইল তাকে রক্ষা করেছিল।

[বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও মৃত্যু।]

সকলে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে

যবনিকা পড়িল।

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY মহাফেজখানা সন ১৯২৩